পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 291 Tuesday, 22 September, 2026 ✳ ৩১ বর্ষ, ২৯১ সংখ্যা ✳ ৪ আশ্বিন ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ✳ আজ ৮ পাতা ✳ মূল্য– ৩ টাকা

বাংলায় নতুন বিনিয়োগের ডাক নিয়ে মুম্বই গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গে বিপুল শিল্প বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করতে মুম্বই গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে নতুন মূলধন ও শিল্পোদ্যোগ আনতেই তাঁর এই সফর। সফরসূচি অনুযায়ী, দেশের শীর্ষ শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্বনির্ধারিত এই সাক্ষাতে বাংলায় রিলায়েন্স গোষ্ঠীর বিদ্যমান ব্যবসায়িক পরিধি আরও বাড়ানো এবং নতুন ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগের আর্জি জানানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এই বৈঠকের অন্যতম আকর্ষণ গুজরাতে রিলায়েন্সের অধীনস্থ বিশ্বমানের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও চিকিৎসা প্রকল্প 'বনতারা'। শিল্প ও প্রশাসনিক সূত্রে খবর, পূর্ব ভারতে 'বনতার'-র একটি নতুন শাখা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে আম্বানিদের। রাজ্য সরকার চাইছে উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স কিংবা রাঢ় অঞ্চলের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চলকে এই প্রকল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরতে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি পুরুলিয়া সফরে গিয়ে দক্ষিণবঙ্গের প্রথম বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই আম্বানিদের 'বনতারা' প্রকল্পকে রাজ্যে নিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। গত মে মাসে রাজ্য সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ঝিমিয়ে থাকা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একাধিক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাম জমানায় সিঙ্গুর থেকে টাটাদের বিদায়ের পর রাজ্যে যে শিল্পখরা তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে ওঠাকেই এখন অগ্রাধিকার দিচ্ছে নবান্ন। এই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ধারাবাহিকভাবে বিশিষ্ট শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, এমনকি আধুনিকীকরণ করা হয়েছে রাজ্য শিল্পনীতিও। মাত্র গত শনিবারই শিল্পপতি কুমার মঙ্গলম বিড়লার সঙ্গে ইতিবাচক বৈঠক করেছেন শমীক ভট্টাচার্য। সেই ধারাবাহিকতায় মুম্বইয়ে মুকেশ আম্বানির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক বাংলায় নতুন বিনিয়োগের দরজা খুললেও খুলে যেতে পারে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলা সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে খোঁজখবর নিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও একবার উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন। আগামীকাল সকালে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে তার কোচবিহার বিমানবন্দরে নামার কথা। সেখানে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে রবীন্দ্র ভবনে প্রশাসনিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা ছাড়াও জেলার উন্নয়নে তিনি বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন। এরপরে তার আলিপুরদুয়ারেও কর্মসূচি রয়েছে।

ইডিকে বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ চার মাসের বেশি জেলে রয়েছেন তিনি। এতদিন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে জেলে রেখে কী কী তথ্য পেয়েছে তদন্তকারী সংস্থা? তদন্ত শেষ হলে তাঁকে কি জেলে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে? সোমবার সুজিত বসুর জামিন মামলায় ইডির কাছে জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, ''বাকিরা কী অভিযোগ করছে, সেটার বাইরেও ইডির অভিযোগ এবং তদন্তের অগ্রগতি জানতে চাই।'' গত ১১ মে পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ওইদিন প্রায় সাড়ে ১০ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেন সুজিত। এই মামলাতেই গত ১২ আগস্ট হাইকোর্টে ইডি দাবি করেছিল, পুরনিয়োগে ২৮৪ জন অযোগ্য প্রার্থীর চাকরি হয়েছে। চাকরির জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে ৬ লক্ষ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। সুজিত বসুর অ্যাকাউন্টে ৮.৮ কোটি টাকা মিলেছে বলেও দাবি করে ইডি। হাইকোর্টে তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছিল, সুজিতের পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্টেও মিলেছে কোটি কোটি টাকা।

রাস্তার নাম বদলের দায়িত্ব নিয়ে অফিস পাচ্ছেন কার্তিক মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ সরকার বদলের পর শহরের একাধিক রাস্তার নাম বদলের প্রস্তাব সামনে এসেছে। লেনিন সরণি বা কার্ল মার্কস সরণির মতো রাস্তার নাম বদলের বিষয়ে আলোচনা চলছে। আর সেই নাম পরিবর্তন করতে তৈরি করা হয়েছে ১০ জনের একটি কমিটি। সেই কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ। এবার কলকাতা পুরনিগমে নতুন অফিস পেলেন তিনি। রাস্তার নামকরণ ও নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান কার্তিক মহারাজের জন্য কলকাতা পুরসভায় এবার স্থায়ী অফিসের ব্যবস্থা করা হল সোমবার। পুরসভা সূত্রে খবর, ধর্মতলায় কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে তাঁর জন্য একটি ঘর সংস্কার করে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ঘরটি আগে প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারের ব্যবহারের জন্য ছিল। নতুন করে সংস্কারের পর সেটিই কার্তিক মহারাজের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আগামী অক্টোবর থেকে সেখানে বসার কথা রয়েছে তাঁর। অফিসের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কর্মী ও অন্যান্য পরিকাঠামোর ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে কলকাতা পুরসভার রোড রি-নেমিং কমিটির চেয়ারম্যানদের জন্য আলাদা স্থায়ী ঘর ছিল না। কমিটির বৈঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী চেয়ারম্যান পুরসভায় যেতেন। এবারই প্রথম চেয়ারম্যানের জন্য স্থায়ী অফিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দায়িত্ব পেয়ে সোমবার কার্তিক মহারাজ বলেন, ''আমরা ভারতবাসী। নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভারতের সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।'' চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো ব্যক্তিত্বের নাম দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। লেনিন মার্কসের নামে কোনও রাস্তা থাকবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। একাধিক প্রস্তাব তাঁর কাছে এসেছে। সেই অনুসারে কাজ করবেন তিনি। এই কমিটি প্রসঙ্গে মমতা তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, ''নতুন নামের প্রস্তাব এলে ভালো। কিন্তু যে রাস্তা রয়েছে, তার নাম পরিবর্তন হলে সমালোচনা করব। লেনিনের নাম পরিবর্তন হলে নিন্দা করছি। সিপিএম দেখুন, তৃণমূলের আমলে কেউ আপনাদের নেতাদের নিয়ে এসব করেনি।'' এদিকে, সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ উদাহরণ দিয়ে বলেন, ''১৫০-র বেশি দেশে মহাত্মা গান্ধীর নামে রাস্তা আছে। রাশিয়ায় চৈতন্য দেবের মূর্তি আছে। সেগুলি মুছে দেওয়া হবে? আমরা এমন কলকাতা তৈরি করব, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও থাকবে, মার্কসের নামও থাকবে, চৈতন্যদেবের নামও থাকবে।''

ভোটের আগের দিন পর্যন্ত নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীকে থাকতে হবে জেলেই!

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া ও কাঁথি, ২১ সেপ্টেম্বরঃ আগামী ৬ অক্টোবর বহুচর্চিত নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মিলন প্রধানকে ঘিরে রাজনৈতিক জটিলতা চরম রূপ ধারণ করেছে। ১৯ বছরের পুরনো একাধিক ফৌজদারি মামলায় গত শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। এরপরই সোমবার হলদিয়া ও কাঁথি- দুই পৃথক আদালতের নির্দেশে ভোটের আগে কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে পড়লেন এই প্রার্থী। সোমবার হলদিয়া জেল থেকেই ভার্চুয়াল শুনানিতে অংশ নেন মিলন প্রধান। একই দিনে দুটি পৃথক আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলির শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। হলদিয়া ও নন্দীগ্রাম থানার পুরনো মামলার প্রেক্ষিতে শুনানির পর বিচারক মিলন প্রধানকে আগামী ৫ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ প্রদান করেন।

স্বস্তি পেলেন না মিলন

অন্যদিকে, কাঁথি মহকুমা আদালত খেজুরি থানার মামলার প্রেক্ষিতে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর অভিযুক্ত মিলন প্রধানকে সশরীরে আদালতে হাজির করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলন পর্বের একটি খুনের মামলা, খুনের চেষ্টা, অস্ত্র আইন, লুটপাট সহ মিলনের বিরুদ্ধে মোট ৫টি ঝুলন্ত ওয়ারেন্ট রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনাচক্রে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে চণ্ডীপুরের একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়। গত ১৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার প্রথম দফায় হলদিয়া আদালত তাঁকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি নন্দীগ্রাম থানায় তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে আরও একটি মামলা দায়ের হওয়ায় আইনি জটিলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মিলন প্রধানের আইনজীবী মাসুদ মল্লিক সংবাদমাধ্যমকে জানান, একই সময়ে দুই আদালতে শুনানি থাকায় আমার মক্কেল সংশোধনাগার থেকে ভার্চুয়ালি শুনানিতে যোগ দেন। কাঁথি আদালত সমস্ত নথি বিবেচনা করে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও জানান, রাজ্যজুড়ে মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে ঠিক কতগুলি সক্রিয় মামলা বা জামিন অযোগ্য পরোয়ানা রয়েছে, তার সঠিক তালিকা পেতে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে একটি বিশেষ আবেদন জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার হাইকোর্টে এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

পাসপোর্টের নিয়মে বড় বদল কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বরঃ পাসপোর্টের নিয়মে বড় বদল। শিশুদের পাসপোর্টের মেয়াদের নিয়মে পরিবর্তন এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিদেশ মন্ত্রকের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ১৫ বছরের কম বয়সিদের সাধারণ পাসপোর্টের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। আর গ্রাহকের বয়স ১৮ বছর হলে পাসপোর্ট হবে মেয়াদোত্তীর্ণ। সম্প্রতি পাসপোর্ট (সংশোধনী) বিধি, ২০২৬ জারি করে ১৯৮০ সালের পাসপোর্ট নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ১৫ বছরের কম বয়সিদের ৩৬ পাতার সাধারণ পাসপোর্ট দেওয়া হবে। তা ইস্যুর দিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত অথবা ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত বৈধ থাকবে। এই দুই সময়সীমার মধ্যে যে মেয়াদ আগে পূর্ণ হবে, সেটিই পাসপোর্টের মেয়াদ হিসেবে গণ্য হবে। একই সঙ্গে পাসপোর্ট বিধির ৮ নম্বর নিয়মেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। সংশোধিত নিয়মে বলা হয়েছে, শিডিউল ফোর-এ উল্লেখ করা প্রত্যেক ধরনের পাসপোর্ট আবেদনের জন্য সংশ্লিষ্ট তালিকায় নির্ধারিত হারে ফি দিতে হবে। ১৮ বছরের কম বয়সিদের ক্ষেত্রে ৩৬ পাতার নতুন পাসপোর্ট তৈরি অথবা পুনরায় ইস্যুর জন্য আবেদন ফি ১,৭৫০ টাকা। এই পাসপোর্টের মেয়াদ পাঁচ বছর অথবা আবেদনকারীর ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত। আগেই সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন ফি বাড়িয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সংশোধিত ফি ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। ৩৬ পাতার নতুন সাধারণ পাসপোর্ট তৈরির আবেদন ফি দেড় হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে আড়াই হাজার

● এরপর ৬ পাতায়...

মৎস্য পোর্টালে ২.৮০ লাখ আবেদন!

বিগত সরকারের 'উদসীনতা'কে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বললেন

'৪ মাসে ছবি বদলাল'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ বিগত সরকারের অদূরদর্শিতা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প বয়কটের সংঘাতী রাজনীতি ভুলে মৎস্যখাতে রাজ্যকে স্বনির্ভর করতে কেন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণ সমন্বয়ের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার কেন্দ্রীয় মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংয়ের উপস্থিতিতে দেড় ঘণ্টারও দীর্ঘ পর্যালোচনা বৈঠক শেষে এই রূপরেখা প্রকাশ করেন তিনি। বৈঠক শেষে মৎস্যখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকারের তরফে প্রায় ৯ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার রূপরেখা ও চেক রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বিগত তৃণমূল জমানায় কেন্দ্রীয় সহায়তার সুযোগ নষ্ট করার সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, নতুন সরকার আসার মাত্র চার মাসের মধ্যে কেন্দ্রের সমস্ত প্রকল্পকে রাজ্যে সফল ভাবে কার্যকর করা হয়েছে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বঙ্গোপসাগর ও সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল, নোনা জলের মাছ চাষ (ব্র্যাকিশ ওয়াটার), কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের মতো পাহাড়ি অঞ্চলের ঠান্ডা জলের মাছ চাষ- সব ক্ষেত্রকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। মৎস্যজীবীদের দ্রুত কিষান ক্রেডিট কার্ডের (কেসিসি) মাধ্যমে ঋণপ্রদান, 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা'-র আওতায় বিপুলসংখ্যক মৎস্যজীবীকে নথিভুক্ত করা এবং বকেয়া পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করার বিষয়ে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিগত সরকারের উদাসীনতার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সঙ্কীর্ণ রাজনীতির কারণে বিগত সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিতে অংশ নেয়নি। এমনকি কেন্দ্রের পর্যালোচনা বৈঠকে ডেপুটি ডাইরেক্টর পদমর্যাদার অফিসারদের পাঠিয়ে দায়িত্ব সারা হত, যাঁদের কাছে কোনও তথ্যই থাকত না। কিন্তু নতুন সরকার আসার পর গত চার মাসে সব ছবি বদলে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই মৎস্য দফতরের পোর্টালে ২ লক্ষ ৮০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার মৎস্যজীবীর নাম নথিভুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।'' রাজ্যে মৎস্যজাত ব্যবসার বিপুল সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া হায়দরাবাদের এক তরুণ উদ্যোক্তার উদাহরণ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্ভাবনী প্রযুক্তির মাধ্যমে সেখানে উৎপাদিত মাছ মুম্বই, আমদাবাদ ও দিল্লির পাঁচ তারা এবং সাত তারা হোটেলে সরবরাহ করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের দীর্ঘ উপকূল এবং প্রচুর নদী থাকায় পশ্চিমবঙ্গেও সেই একই সম্ভাবনা রয়েছে বলে মত মুখ্যমন্ত্রীর। পাশাপাশি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো শুষ্ক জেলাগুলিতে মৎস্যচাষ ও জলসংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দপ্তরের তরফে ৬টি 'অমৃত সরোবর' তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংকে 'বড় ভাই' ও এনডিএ-র প্রবীণ নেতা হিসেবে সম্বোধন করে তিনি বলেন, ''বিহারে নিতিশ কুমার এবং রাজীব রঞ্জন সিং যেভাবে 'জঙ্গলরাজ' উপড়ে ফেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার সাহায্য আমরাও চাই। গত ৫০ বছর ধরে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাতের কারণে বাংলা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত' গড়ার সংকল্পে বাংলা যাতে অন্যতম প্রধান কারিগর হতে পারে, তার জন্য আমরা কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে এই রাজ্যকে পুনরায় স্বনির্ভর করে তুলব।''

ডিম-হামলার অভিযোগে হাইকোর্টে মহুয়া!

মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেও দ্রুত শুনানির আবেদন মঞ্জুর করল না আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ নিজের লোকসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগরে বিক্ষোভের মুখে পড়ে কাঁচা ডিম-হামলার শিকার হওয়ার ঘটনায় এ বার সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। পুরো ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে চরম প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনেছেন তিনি। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিষয়টি উত্থাপন করে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানান মহুয়ার আইনজীবী। তবে হাইকোর্ট মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেও তড়িঘড়ি শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট নিয়ম ও তালিকা মেনেই মামলাটি শুনানির জন্য উঠবে। গত সপ্তাহে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত তেহট্টের হাউলিয়া পার্ক মোড়ে দলীয় কার্যালয়ে কর্মী-বৈঠক করতে গিয়েছিলেন মহুয়া। অভিযোগ, তিনি পৌঁছাতেই সেখানে বিজেপি সমর্থকেরা সংগঠিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন। বৈঠক শেষ করে সাংসদ বাইরে পা রাখতেই তাঁকে লক্ষ্য করে কালো পতাকা দেখানো হয় এবং 'গো ব্যাক' স্লোগানের সঙ্গে কাঁচা ডিম ছোড়া হয়। এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মহুয়া দাবি করেন, বিক্ষোভকারীদের না সামলে পুলিশ উল্টে তাঁকেই জোর করে গাড়িতে তুলে চম্পট দেয়। পরে তেহট্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও বিজেপির পাল্টা দাবি, এই অনভিপ্রেত ঘটনার সঙ্গে তাদের দলের কোনও কর্মী বা সমর্থক যুক্ত ছিলেন না। সাংসদের মূল অভিযোগ, আদালত পূর্বে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণনগরের পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে

● এরপর ৬ পাতায়...

অগ্নিমিত্রার গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ!

'কোষাগারের হাল দেখে বেতনবৃদ্ধি'র আশ্বাস মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ শহরে ডেঙ্গি বিরোধী প্রচার কর্মসূচিতে গিয়ে পুরসভার অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের চরম ক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সোমবার কলকাতার চিৎপুরে কর্মসূচি সেরে বেরোনোর সময় তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশ। মূলত দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি এবং বেতন কাঠামো পুনর্মূল্যায়নের দাবিতেই মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আন্দোলনকারীরা। ক্ষুব্ধ কর্মীদের শান্ত করতে তাঁদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেও, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সিন্দুকের বেহাল আর্থিক অবস্থা এবং প্রদেয় সামাজিক প্রকল্পগুলির খরচের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পুরমন্ত্রী। সোমবার চিৎপুর এলাকায় ডেঙ্গি প্রতিরোধে পুরসভার বিশেষ সচেতনতামূলক অভিযানে শামিল হয়েছিলেন অগ্নিমিত্রা। অনুষ্ঠান শেষে তিনি গাড়িতে উঠে এলাকা ছাড়ার সময় হঠাতই পুরসভার অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরেন এবং নিজেদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরে স্লোগান দিতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে গাড়ি থেকেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া দৈনিক ভাতার পরিমাণ যে বেশ কম, তা স্বীকারও করে নেন অগ্নিমিত্রা। অস্থায়ী কর্মচারীদের আশ্বস্ত করে পুরমন্ত্রী জানান, এই সরকার কারও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবে না। তিনি বলেন, ''ওঁরা দিনে মাত্র ৩০৩ টাকা করে পান। আমরা অবশ্যই ওঁদের বেতন বাড়ানোর চেষ্টা করব। এই সরকারের আমলে কারও বেতন বন্ধ হয়নি, আর বন্ধ হবেও না। বেতন বরং বাড়বে।'' তবে আশ্বাসের পাশাপাশি বাস্তব প্রশাসনিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরতে ভোলেননি মন্ত্রী। বিগত জমানার আর্থিক দেনা এবং বর্তমান সরকারের চালু করা একাধিক জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে অগ্নিমিত্রা বলেন, ''রাজ্যের কোষাগারের হাল কী, সে দিকে নজর রেখেই আমাদের এগোতে হবে। আগের সরকার বিপুল ঋণের বোঝা রেখে গিয়েছে। তার ওপর আমরা মহিলাদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি এবং আরও অজস্র সামাজিক প্রকল্প চলছে। ফলে যা-ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক না কেন, রাজ্য কোষাগারের বাস্তব সক্ষমতা বিবেচনা করেই তা করা হবে।''

স্বস্তিতে মমতা তৃণমূল, প্রতীক ফ্রিজ হলেও অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে বাধা নেই, জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ তৃণমূল তহবিল মামলায় স্বস্তিতে মমতা তৃণমূল। প্রতীক ফ্রিজ হলেও তিনটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে বাধা নেই। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। বিচারপতির নির্দেশে ফের ধাক্কা ঋতব্রত শিবিরে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতীক শুধু উপনির্বাচনের জন্য। কমিশন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি। তাই, আপাতত এটি কার্যকরী নয়, পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের বিচারপতির। সেক্ষেত্রে পুরনো নির্দেশই বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। কীভাবে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে করা যাবে, তাও জানিয়েছেন বিচারপতি সৌগত। তিনি জানিয়েছেন, মমতা তৃণমূলের অথরাইজড যে কোনও দু'জন তিনটি অ্যাকাউন্টের চেকে সই করতে পারবেন। বিশেষ অফিসার চেকে সই করবেন। তারপর ব্যাঙ্ক টাকা দেবে। আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্দেশ বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী সোহেব আলম বলেন, ''কমিশন শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য দায়বদ্ধ। প্রতীক কে পাবে সেটি নির্বাচন কমিশনের কাছে বিচারাধীন। নতুন প্রতীক পেয়েছে দুই দলই। কমিশন প্রতীক না দিলেও অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে সমস্যা হবে না।'' এরপরই রাজ্যকে প্রশ্ন করেন বিচারপতি। সৌগত ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, ''প্রতীক-নাম বদলের পর রাজ্য হিসেবে আপনারা কী ব্যবস্থা করেছেন?'' রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, ''তদন্ত চলছে। প্রতিটি অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা আছে। একটিতে ২৫ কোটি টাকার বেশি আছে। মামলা খারিজ করা হোক। কারণ কমিশন প্রতীক কেড়ে নিয়েছে। তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশেষ অফিসার মারফত ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেটা বাতিল করা হোক। ওই অ্যাকাউন্টে যাঁরা সই করতেন, কমিশনের নির্দেশের পর তাঁদের সই করার অধিকার নেই।'' এরপরই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, ''শুধুমাত্র উপনির্বাচনের জন্য প্রতীক ফ্রিজ করা হয়েছে। এই নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি কমিশনের তরফে। তাই সেক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে কোনও বাধা নেই।'' এমনই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের। তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। সেই অ্যাকাউন্টের টাকা ব্যবহার করার আর্জি জানিয়ে কলকাত্া হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল। ৯ জুলাইয়ের শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আপাতত ওই সব অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে তৃণমূল। তবে একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। কেন এত দ্রুত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হল? কী এমন প্রমাণ মিলেছে? ভোটের আগে কেন অভিযোগ জানানো হল না? তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি।

'শুনানি হতে ১২ বছর সময় লেগে যাবে'

ট্রাইব্যুনাল নিয়ে হলফনামা জমা দিল নির্বাচন কমিশন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যে ভোটার তালিকায় নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর শুরু হয়েছিল গত বছর। এরপর ধাপে ধাপে খসড়া তালিকা ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পায়। তবে এসআইআরের জট এখনও কাটেনি। যাদের নাম এসআইআরে বাদ পড়েছিল, যারা পুনরায় বিবেচনার জন্য আবেদন করেছিলেন, তাদের অধিকাংশেরই আবেদনের শুনানি হয়নি এখনও। এবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে নির্বাচন কমিশন জানাল, অ্যাপলেট ট্রাইব্যুনালের এই গতিতে শুনানি হলে, ১২ বছর সময় লেগে যাবে। এ দিন সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানায়, যে গতিতে অ্যাপলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদনের বিচার হচ্ছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া ব্যক্তিদের আবেদনের বিচার করতে ১২ বছর সময় লাগবে। আপেলেট ট্রাইব্যুনালে সংখ্যা ১৯ থেকে বাড়িয়ে ৪২ করার আবেদন হলফনামায় জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে জুডিশিয়াল অফিসারদের তাদের বাসভবন বা যে কোনও জায়গা থেকে অনলাইন শুনানি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে। এই জন্য সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় আপডেট করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে হলফনামায়। হলফনামা অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত নিষ্পত্তি হওয়া ১,২৬,১৯৪টি আপিলের মধ্যে প্রায় ৯৩ শতাংশ আপিলে আবেদনকারী জয়ী হয়েছেন এবং তাদের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে ১.২ লাখের মধ্যে ৮,৬৪৯ জন আপিলে হেরে গিয়েছেন এবং তাদের নাম বাদ দেওয়া হবে। কমিশন জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়ার পর বাদ পড়া ২৭ লাখ মানুষের মধ্যে ২২ লক্ষ ২১ হাজার ১১৮ জন আপিল দায়ের করেছেন। বেসরকারি আবেদনকারী এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা মোট আপিলের সংখ্যা ১৬,১০,৩১১।

২২ সেপ্টেম্বর নবম ভারত আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহের উদ্বোধন করবেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখে জল-নিরাপত্তা ও জল-ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে আয়োজিত নবম 'ভারত আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহ' মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) শুরু হতে চলেছে। উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন ওই দিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। পাঁচ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে জলবায়ু-সহনশীল জল-ব্যবস্থাপনা, জলসম্পদের সুস্থায়ী ব্যবহার এবং প্রযুক্তি, অর্থায়ন ও জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে জল-নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সহযোগিতায় ২২ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নতুন দিল্লির 'ভারত মণ্ডপম'-এ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।এবারের 'ভারত আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহ'-এর মূল ভাবনা হলো জলবায়ু-সহনশীল জল ব্যবস্থাপনা। এই আয়োজনটি নীতিনির্ধারক, বিশ্বব্যাপী জল ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, গবেষক, জল ব্যবস্থাপনা পেশাজীবী, শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, স্টার্টআপ এবং তরুণদের জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। এই অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডস ও জার্মানি সহযোগী দেশ হিসেবে অংশ নেবে। এছা।া, ভারতের ১৪টি অঙ্গরাজ্য সহযোগী রাজ্য হিসেবে এতে শামিল হবে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকারের ৬টি মন্ত্রক ও বিভাগকেও সহযোগী মন্ত্রক ও বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি জলবায়ু-সহনশীল জল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যে সমন্বয় সাধনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে।এই আয়োজনে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে রয়েছে-মন্ত্রিপর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, বিশ্বব্যাপী জল-বিষয়ক নেতৃবৃন্দের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, দেশ-ভিত্তিক ফোরাম, জল-বিষয়ক নেতৃবৃন্দের ফোরাম, জল ক্ষেত্রের পেশাজীবীদের ফোরাম, বিষয়ভিত্তিক ফোরাম, স্টার্টআপ ফোরাম, যুব ফোরাম, শিল্প-সংশ্লিষ্ট ফোরাম এবং বিভিন্ন পার্শ্ব-আয়োজন। আলোচনার জন্য সাতটি মূল উপ-বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো-অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত জল ব্যবস্থাপনা জল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে সহযোগিতা জল নিরাপত্তায় প্রযুক্তি ও সম্প্রদায়ের ভূমিকা জল ও জলবায়ু-জনিত ঝুঁকি জল পরিকাঠামোর জন্য উদ্ভাবনী আর্থিক মডেল ও আধুনিকায়ন সুস্থায়ী জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং মানুষ ও পরিবেশের জন্য জল। এছাড়া, ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হবে। এতে সুস্থায়ী ও জলবায়ু-সহনশীল জল ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট নতুন প্রযুক্তি, পণ্য ও সমাধানসমূহ তুলে ধরা হবে।এই সময়কালে, পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগ ২২ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় 'আন্তর্জাতিক ওয়াশ সম্মেলন'-এর আয়োজন করবে। এতে পানীয় জলের প্রাপ্যতা, স্যানিটেশন পরিকাঠামো, স্বাস্থ্যবিধি-সংক্রান্ত আচরণ এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। সম্মেলনে এমন সব সমাধানের ওপর জোর দেওয়া হবে যা সম্প্রসারণযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং সুস্থায়ী। এই আয়োজনের লক্ষ্য হলো কেবল আলোচনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সেগুলিকে কার্যকর প্রস্তাবনা, অংশীদারিত্ব এবং এমন সব সমাধানে রূপান্তর করা যা বৃহ পরিসরে বাস্তবায়নযোগ্য। নীতি, অর্থায়ন, প্রযুক্তি এবং জনঅংশগ্রহণকে সমন্বিত করার মাধ্যমে জল-নিরাপত্তা ও জলবায়ু-সহনশীলতা জোরদার করার ওপর এতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর আয়োজন করা হবে 'স্টাডি ট্যুর' বা সরেজমিন পরিদর্শন কর্মসূচি। 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার উইক' এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যা জল ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অংশীদারদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়।

বেলেঘাটার কালো দুর্গার আশ্চর্য ইতিহাসের কথা

বেলেঘাটা(কলকতা),২১সেপ্টেম্বর-একদম সামনেই আমাদের শ্রেষ্ট উৎসব দুর্গাপূজা। এই মা দুর্গাকে নিয়ে সারা দেশ জুড়ে আছে কত গল্প কাহিনী। আজ আমাদের বিষয় বেলেঘাটার কালো দুর্গা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা' যে মা-কে দেখতে বাঙালি অভ্যস্ত, তার বাইরেও যে ভিন্ন রূপে দেবী পূজিত হন, তা জানা আছে কি? প্রচলিত গৌরবর্ণা প্রতিমার ভিড়ে বেলেঘাটার ভট্টাচার্য পরিবারের ' কালো দুর্গা' তেমনই এক অপার বিস্ময়! অধিকাংশ মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমার গাত্রবর্ণ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা হলেও এই পরিবারে ভিন্ন রূপ দৃশ্যমান। এখানে দেবী আরাধিতা হন 'ভদ্রকালী' রূপে, যার গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তবে দেবীর চার সন্তানের গাত্রবর্ণ গৌর। মহিষাসুর এখানে উদীয়মান পাতার মতো সবুজ রঙের। কালিকা পুরাণ মেনে আয়োজিত এই পুজো দেখতে প্রতি বছর অগুণতি পুণ্যার্থী ভিড় জমান। প্রায় ৩০০ বছর আগে অবিভক্ত বাংলার পাবনার স্থলবসন্তপুরে এই পুজোর সূচনা হয়। নদীয়া নিবাসী শ্রী হরিদেব ভট্টাচার্য নাটোরের রানি ভবানীর কাছ থেকে জমি পেয়ে জমিদারি পত্তন করেন। পূর্বে এই পরিবারে কালীপুজো হলেও, হরিদেব স্বপ্নাদেশ পান দুর্গাকে ভদ্রকালী রূপে কৃষ্ণবর্ণে প্রতিষ্ঠা করার। সেই অলৌকিক নির্দেশের উপর ভর করেই আজও অব্যাহত এই ধারা। ভট্টাচার্য বাড়ির প্রতিমা গঠনে স্থানগত বেশ কিছু বৈচিত্র দেখা যায়। দেবীর ডান পাশে অবস্থান করেন দেবী লক্ষ্মী ও কার্তিক। অন্যদিকে বাম পাশে বিরাজ করেন দেবী সরস্বতী ও গণপতি। শক্তির এই বিশেষ সজ্জা পুজোটিকে অন্যান্য বনেদি বাড়ির পুজো থেকে আলাদা মাত্রা এনে দেয়। দেশভাগের জন্য ঐতিহ্যবাহী এই পুজোকে একাধিকবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। ১৯৩৫ সালে কর্মসূত্রে পরিবারের সদস্যরা আসানসোল ও কলকাতায় আসেন। পরবর্তীতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আসানসোলে এবং সত্তরের দশকে দুর্গাপুরে পুজো অনুষ্ঠিত হয়। আশির দশক থেকে কলকাতার বেলেঘাটায় ধীরেন চারু স্মৃতি সংঘের কাছে এই পুজো স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পায়।

এএপি-কে তোপ গৌরবের, ভগবন্ত মানের পদত্যাগ চাইল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ পঞ্জাবের সংগ্রুরে জেলাশাসকের দফতরের বাইরে জগ্গা সিং নামের এক যুবকের বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনাকে কেঃদ্র করে আম আদমি পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল ভারতীয় জনতা পার্টি। গোটা পরিস্থিতির দায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করেছেন বিজেপি নেতা গৌরব ভাটিয়া।সোমবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে গৌরব ভাটিয়া বলেন, আমি অত্যন্ত দাযিত্বের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরছি। ২০২২ সালের পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের সময় আম আদমি পার্টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যে পঞ্জাবকে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত করা হবে এবং ছয় মাসের মধ্যে মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। অথচ এখন পঞ্জাবের যুবসমাজের ভবিষ্য চরম সংকটে।তিনি আরও অভিযোগ করেন, পঞ্জাবের যুবসমাজ এবং তাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে কোনোভাবেই ছিনিমিনি খেলা সহ্য করা যাবে না। জগ্গা সিং ও গুলজার সিংয়ের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা যেন রাজ্যের আর কোনও ভাই বা বোনের সঙ্গে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতেই

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দিল্লিতে পিএম সূর্য ঘর বিনামূল্যে বিদ্যুৎ যোজনার রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল চালু মুখ্যমন্ত্রী রেখার

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লিতে ' সূর্য ঘর মুফ্‌ত বিজলি যোজনা'র আনুষ্ঠানিক রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। সোমবার এই পোর্টালের উদ্বোধন করে তিনি জানান, ৩ কিলোওয়াট ক্ষমতা পর্যন্ত সোলার প্যানেল বসানোর সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে দিল্লি সরকার, গ্রাহকদের এজন্য কোনও অর্থ ব্যয় করতে হবে না।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দিল্লির ' ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের এই পদক্ষেপ সরাসরি রাজ্যবাসীকে উপকৃত করবে। পূর্ববর্তী সরকারগুলির ' পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি'র বিপরীতে বর্তমান সরকার ' উন্নয়নের রাজনীতি'তে বিশ্বাসী উল্লেখ করে তিনি জানান, এই প্রকল্প দিল্লিতে পরিবেশবান্ধব সবুজ শক্তি উপাদনে ব। ভূমিকা নেবে। তিনি আরও জানান, প্রকল্পটি ' আগে এলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। চালু হওয়া পোর্টালের মাধ্যমে দিল্লির প্রায় ২.২৫ লক্ষ পরিবারে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সোলার প্যানেল বসানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

ছাত্রের মৃত্যুতে আইআইটি বম্বের ডিন সাসপেন্ড, তদন্তের পরই পরবর্তী পদক্ষেপ ঃডিরেক্টর

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ আইআইটি বম্বের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় বড় পদক্ষেপ নিল কর্তৃপক্ষ। আইআইটি বম্বের ডিন অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ ডুল্লাকে তাক্ষণিকভাবে তাঁর প্রশাসনিক পদ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আইআইটি বম্বের ডিরেক্টর শিরীষ বি. কেদারে পড়ুয়াদের পাঠানো এক বার্তায় জানান, অধ্যাপক ডুল্লাকে অবিলম্বে ডিন পদ থেকে সাসপেন্ড করা হল। তিনি আরও স্পষ্ট করেন, এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী কোনও পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।একই সঙ্গে আইআইটি বম্বের জনসংযোগ আধিকারিক স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ ডুল্লাকে শুধুমাত্র তাঁর ডিনশিপ বা প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁকে শিক্ষক বা সামগ্রিক দায়িত্ব থেকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার করা হয়নি। উল্লেখ্য, ক্যাম্পাসে সাহিল ওযাকোড়ে নামের এক ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্রীয় করে সম্প্রতি উত্তাল হয়ে

কেরল চলচ্চিত্র উৎসবে কোনো চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়নি, স্পষ্ট জানাল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃকেরলমের তিরুবনন্তপুরমের ১৮তম 'আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টারি ও শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব কেরল - এ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়নি, স্পষ্ট বার্তা দিল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। সোমবার মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মাত্র ছয়টি চলচ্চিত্রের বিস্তারিত সারসংক্ষেপ চেয়ে পাঠানো হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কয়েকটি ছবিকে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে।সম্প্রতি কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর সমাজ মাধ্যমে অভিযোগ জানান, প্রায় ৩১টি চলচ্চিত্রের স্ক্রিনিংয়ের অনুমতি নাকি আটকে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সিদ্ধান্তের ফলে বাকস্বাধীনতার ওপর আঘাত আসতে পারে বলে দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের হস্তক্ষেপ দাবি করেন তিনি।এই অভিযোগের জবাবে এক্স - এ বার্তা মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কোনো ছবির স্ক্রিনিং বন্ধ বা নিষিদ্ধ করা হয়নি। বিষয়বস্তু ও চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি ছবি আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া ছয়টি ছবির ক্ষেত্রে আয়োজকদের কাছে বিস্তারিত সারসংক্ষেপ জমা দিতে বলা হয়েছে।উল্লেখ্য, ১৮তম 'আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টারি ও শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব কেরল' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তিরুবনন্তপুরমে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব। সাফল্য, এইমস-এ দেশের প্রথম ' মেড ইন ইন্ডিয়া' এন্ডোস্কোপি সিস্টেম

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ চিকিৎসা সরঞ্জামে ' মেড ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগে বড় সাফল্য। ভারতে তৈরি প্রথম সিরিয়াল-নম্বরযুক্ত অত্যাধুনিক 'ইপি এন্ডোস্কোপি সিস্টেম নয়াদিল্লির এইমস-কে উৎসর্গ করল ফুজিফিল্ম ইন্ডিয়া। সোমবার সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কোজি ওয়াডার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষা করেন।বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই যুগান্তকারী উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি জানান, দেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এইমস-কে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই উচ্চমানের এন্ডোস্কোপি সিস্টেম প্রদান স্বাস্থ্য পরিষেবায় বড় ভূমিকা রাখবে। আলোচনাকালে ফুজিফিল্মের প্রতিনিধিরা জানান, আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় 'ইপি এন্ডোস্কোপি'-সহ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হযে.উঠছে। এর ফলে চিকিৎসকরা আরও নির্ভুল রোগ নির্ণয় করতে পারছেন। পাশাপাশি ' ইনভেসিভ' বা ন্যূনতম কাটাছেঁ।ার মাধ্যমে জটিল চিকিসার সুবিধা মেলায় রোগীদের অস্ত্রোপচার-পরবর্তী শারীরিক ধকল কমছে এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে।বৈঠকে প্যানক্রিয়াটিক বা অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারের মতো জটিল ও প্রাণঘাতী রোগের সময়মতো নির্ভুল নির্ণয় ও আধুনিক ব্যবস্থাপনায় এই প্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। চিকিসা ক্ষেত্রে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য সরঞ্জাম উৎপাদনে এমন পদক্ষেপ দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে।

পার্টিঅফিস ভাঙা প্রসঙ্গে কুনালকে একহাত নিলেন শতরূপ

কলকাতা,২১সেপ্টেম্বরঃবিধানসভায় মাত্র এক। কিন্তু বিজেপির কাছে সববেয়ে প্রাসঙ্গিক সিপিএম। বেশ বোঝা যাচ্ছে বিজেপির মূল লড়াই সিপিএমের সঙ্গে। তাই বিজয়গড়ে ভাঙা হয়েছে সিপিএমের পার্টি অফিস। পার্টি অফিস ভাঙা হয়েছে তৃণমূলেরও। এবার সেই ঘটনায় বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলিকে একজোট হওয়ার ডাক দিলেন বেলেঘাটার তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। আর তাতেই খোঁচা সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের। কুণালকেই ' বাচ্চা ছেলে' বললেন তিনি। যাদবপুরের ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই কুণাল বলেন, ওদের আসলে মূল শত্রু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের টার্গেট করা হচ্ছে। সিপিএম-কেও কোনও কোনও জায়গায় ছাড়ছে না। অন্যান্য যারা বিরুদ্ধে, তাদের একে ওপর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, আবার অন্যকে আরেকজনের বিরুদ্ধে। কিছু দালাল, বেইমান, গদ্দারকে ভেঙে নিয়ে, তাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে। নেত্রীর আহ্বান মূল শত্রু বিজেপি। আজ সকলে একজোট হয়ে, একমত হয়ে, ইস্যুভিত্তিক ভাবে বিজেপিকে প্রতিরোধ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বললেন, কুণাল ঘোষ তো বাচ্চা ছেলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকেও এখন তৃণমূলের লোকেরা এক ছাতার তলায় আসছে না। তৃণমূলের বাইরে অন্য লোক কী করতে আসতে যাবেন বলুন। আমাদের পার্টি অফিস ভেঙেছে বিজেপি, আমরা পার্টি অফিসটাকে ফের জুড়ে নেব। কিন্তু ওদের তো পার্টিটাই ভেঙে গিয়েছে। ওদের ভাঙা পার্টিটা কে জুড়বে? তার মানে এই নয়, আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, এটা মনে করি না। প্রসঙ্গত, শনিবার বিজয়গড়ে যাদবপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার এবং ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর সীমা ঘোষের বাড়িতে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ জনের একটি দুষ্কৃতী দল চা।ও হয়। তারা বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরা ও কার্যালয় ভাঙচুর করে এবং প্রাক্তন বিধায়কের পরিবারকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দেয়। বাধা দিতে গেলে তাঁর দাদাকেও ধাক্কা মারা হয় বলে অভিযোগ।

মুসলিম রাষ্ট্রগঠনের দাবি নিয়ে থাইল্যান্ডে শুরু হয়ে গেলো গৃহযুদ্ধ

থাইল্যান্ড,২১সেপ্টেম্বরবহু বছর ধরে সন্ত্রাসের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল বৌদ্ধ অধ্যুষিত থাইল্যান্ডে। সেই আগুন এবার দাবানলের আকার নিতে শুরু করেছে। মালয়-মুসলিম সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বারিসান রেভোলুসি ন্যাসিওনাল (BRN)। তাদের হুঁশিয়ারি, ' যতদিন না থাইল্যান্ড (Thailand) ভাগ হয়ে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র তৈরি হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত লড়াই চলবে।' থাইল্যান্ডের সন্ত্রাসী সংগঠন বিআরএন-এর হুমকিতে নতুন করে উদ্বেগের মেঘ থাইল্যান্ডের আকাশে। জঙ্গি সংগঠন বিআরএন-এর মুখপাত্র নিকমাতুল্লাহ সেরি সম্প্রতি এক সাক্ষায়কারে বলেন, তাদের লক্ষ্য এখনও স্বাধীনতা। আলোচনার টেবিলে ক্ষমতা ভাগাভাগির একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, থাই-মালয়েশিয়া সীমান্তের চারটি প্রদেশ নিযে.গঠিত পাতানি অঞ্চলে বিআরএন শাসন করবে ৫ থেকে ১০ বছর। এখানে কোনও নির্বাচন হবে না। লাগু থাকবে শরিয়া আইন। পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি তারা। তবে মুসলিম সংগঠনের এই দাবি মানতে নারাজ প্রশাসন। যার জেরে দফায় দফায় হামলা চালাচ্ছে সন্ত্রাসী এই সংগঠন। এবার তাদের তরফে হুঁশিয়ারির সুরে জানানো হল, যতদিন না লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই লড়াই জারি থাকবে। উল্লেখ্য, ১৯৬০ সাল থেকে স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্রের দাবিতে লড়াই চালাচ্ছে জঙ্গি সংগঠন বিএনআর। রিপোর্ট বলছে, ২০০৪ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত দফায় দফায় সন্ত্রাসী হামলায় মৃত্যু হয় ৭ হাজারের বেশি মানুষের। সন্ত্রাস এখনও জারি রয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসেছে সরকার পক্ষ। সেই আলোচনার মাঝেই গত জুলাই মাসে এক চেকপোস্টে সন্ত্রাসী হামলা চলে। যার জেরে মৃত্যু হয় ৫ থাই সেনার। এরপরই বন্ধ হয় আলোচনা। গত মাসেও সরকারি সম্পত্তি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা চলে। বিআরএন অবশ্য এই হামলার দায় স্বীকার বা অস্বীকার কোনওটাই করেনি।

কেরলে বন্যা, ভূমিধস, হড়পা বান – অন্তত ৫ জনের মৃত্যুর খবর

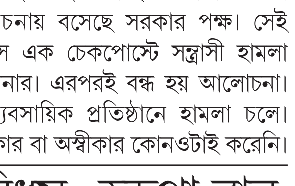

কেরলা,২১সেপ্টেম্বরনেপালের পরে প্রাকৃতিক রোষে কেরল। রবিবার এই দুর্ঘটনা ঘটে কেরালার কোট্টাকাম্বুর এবং নীলাম্বুরে। চারিদিকে ত্রস্ত মানুষ ছোটাছুটি করছে। সরকার রীতিমত উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। একদিকে হ।পা বান অন্যদিকে ভূমিধস। দু'য়ে মিলে কেরলে ভয়ংকর বিপর্যয়। ঘটনায় অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে নিখোঁজ আরও দু'জন। রবিবার এই দুর্ঘটনা ঘটে কেরালার কোট্টাকাম্বুর এবং নীলাম্বুরে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই উদ্ধারকাজে নেমেছে প্রশাসন। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছ।য়েছে ' আপন দেশে'। জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে মালাপ্পুরমের কোট্টাপুঝা নদীতে হঠাৎ হ।পা বান আসে। এখানে উলারভাট্টম ক্যানাল থেকে টিকে কলোনি পর্যন্ত নদী তীরবর্তী অঞ্চল পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার উপর রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় এখানে বহু মানুষের ভিড় জমেছিল। হঠা করে নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ৯ জন ভেসে যান। হ।পা বানের সময় নদীতে আটকে পড়েছিলেন প্রায় ২৭ জন। স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারীদের সাহায্যে তাঁদের উউদ্ধার করা হয়। পরে নদী থেকে উদ্ধার হয় ২ জনের দেহ। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় তখন তেমন বৃষ্টি হয়নি। তবে উজানের জঙ্গলে প্রবল বৃষ্টির জেরে নদীর জলস্তর হঠা বেড়ে যায়। অন্যদিকে, কেরলের ইডুক্কি জেলার কোট্টাকাম্বুরে প্রবল বৃষ্টির জেরে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। বিকেল নাগাদ নিজের রসুনের ক্ষেতে কাজ করছিলেন বালাকৃষ্ণন ও চিন্না নামের দুই ব্যক্তি। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে একটি টিনের শেডে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। হঠাৎ সেখানে ধস নামে। মৃত্যু হয় ২ জনের। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও একজন। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তৎপর হয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী সতীশন। দুই জেলার জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বদ্রীনাথে দেবভূমি সাংস্কৃতিক উৎসবঃঐতিহ্য রক্ষা ও সীমান্ত বিকাশে জোর মুখ্যমন্ত্রী ধামির

বদ্রীনাথ, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় সেনা এবং চামোলি জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বদ্রীনাথের ' ট্যুরিস্ট অ্যারাইভাল প্লাজা'-য. শুরু হল দু'দিনের ' দেবভূমি সাংস্কৃতিক উসব'। ' অপারেশন সদ্ভাবনা'-র আওতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। গত রবিবার এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের উৎসব নতুন প্রজন্মকে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে জুড়ে রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি বীরভূমির তরুণ প্রজন্মকে ভারতীয় সেনায.যোগদানে উৎসাহিত করে। তিনি উল্লেখ করেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে উত্তরাখণ্ডের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের কাজ নিরন্তর এগিয়ে চলেছে।বদ্রীনাথ ধামের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ধামের মাস্টার প্ল্যানের কাজ পুরোদমে চলছে। তিনি বলেন, তুষারপাতের কারণে বছরে ছ'মাস কাজ বন্ধ থাকায় এখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে নির্মাণকাজ চালানো বেশ কঠিন। তা সত্ত্বেও দ্রুত গতিতে কাজ শেষ করে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে পরিকাঠামো উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য।সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে ধামি জানান, ' ভিলেজ প্রোগ্রাম'-এর অধীনে সীমান্ত এলাকায় সড়ক, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। পর্যটন বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীযদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে বিশেষ নজর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সীমান্ত থেকে মানুষের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া (মাইগ্রেশন) রোধের বিষয়ে আশাপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখানে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে-মানা-সহ বহু গ্রামের মহিলারা আজ ' লাখপতি দিদি' হয়ে উঠেছেন। পর্যটন ও জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি করে আমরা বিপরীত অভিবাসন (রিভার্স মাইগ্রেশন) নিশ্চিত করতে চাই, যাতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাই-বোনদের কাজের খোঁজে ঘর ছেড়ে অন্যত্র যেতে না হয়।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরা একটি দিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি উৎসাহ ও শক্তি অনুভব করবেন, যা আপনাকে দ্রুত আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আজ সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

বৃষঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য বিশেষভাবে ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা আপনাকে নিজের ভাবনাগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করবে।। শুভ দিন

মিথুনঃ একটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে।সংসারে শান্তি হতে পারে।

কর্কটঃআজ আপনার জীবনে অনেক নতুন সম্ভাবনা আসবে। আপনার মনে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে, যা আপনাকে নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও উৎসাহিত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে

তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিযে. আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বৃশ্চিকঃ আপনার সম্পর্কগুলিও আরও দৃঢ় হবে। বিশেষ করে প্রেমের জীবনে প্রিয.মানুষের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা ও বোঝাপড়া অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে

ধনুঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য শক্তি ও উসাহে ভরা থাকবে।

মকরঃআজ মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য প্রত্যাশায় ভরা একটি দিন হবে। শুভদিন হবে।

কুম্ভঃ আপনার ইতিবাচক মনোভাব আপনার চারপাশের মানুষদের মুগ্ধ করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

মীনঃ আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে মানসিক ব্যায়ামে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। করতে পারবেন যা আপনাকে আর্থিকভাবেও উপকৃত করবে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি বৃদ্ধির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বিশেষ করে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার ব।স। পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে।বৃষ্টির তীব্রতা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হবে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। গভীর নিম্নচাপের জেরে বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকার প্রবল আশঙ্কা। সেই কারণে ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যারা ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত উপকূলে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এই মুহূর্তে কোনও ভারী দুর্যোগের পূর্বাভাস না থাকলেও, আগামী ৩ থেকে ৪ দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৯ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মনিট এবং রাত ০৯টা ৫১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪২মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৩মিনিটে হতে পারে।

বোনকে টাকা দিতে এসে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে হল দাদাকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঘাডাঙা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ পুজোর কেনাকাটার জন্য বোনকে টাকা দিতে এসে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে হল দাদাকে। বধূর মাথায় আঘাতের চিহ্ন এবং গলায় কালসিটে দাগ ঘিরে খুনের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকেই মৃতার স্বামী বেপাত্তা বলে পরিবারের দাবি। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে নাদনঘাট থানার বাঘাডাঙা এলাকায়। মৃতার নাম পাপিয়া মণ্ডল (৩৭)। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পাপিয়া শাড়িতে মার দেওয়ার কাজ করতেন। তাঁর স্বামী টোটো চালালেও নিয়মিত কাজ করতেন না বলে অভিযোগ পরিবারের। রবিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ পুজোর কেনাকাটার জন্য বোনকে টাকা দিতে বাড়িতে আসেন দাদা অসীম কুমার মণ্ডল। বোনকে ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হয় তাঁর। পরে পরিবারের এক সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে বারান্দায় পাপিয়াকে রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। মেঝেতেও রক্ত পড়ে ছিল বলে দাবি পরিবারের। অসীমবাবুর দাবি, পাপিয়ার মাথায় আঘাতের চিহ্ন এবং গলায় কালসিটে দাগ রয়েছে। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের অভিযোগ, মাথায় আঘাত করার পাশাপাশি গলায় কিছু পেঁচিয়ে পাপিয়াকে খুন করা হয়েছে।ঘটনার পর থেকে পাপিয়ার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে পরিবারের দাবি। ইতিমধ্যেই নাদনঘাট থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আগামীকাল মঙ্গলবার মৃতদেহ বর্ধমানে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাবে পুলিশ।

প্রাক্তন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ যুবক পুলিশ পরিচয় দিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ তৃণমুল নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ যুবক পুলিশ পরিচয় দিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ। গ্রেফতার যুবক। তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করলো ইংরেজবাজর থানার পুলিশ।ঘটনায় ওই যুবক ও তার বিহারের এক বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,ধৃতদের নাম রজত সাহা (৩১) এবং সনু কুমার (২৫)। রজতের বাড়ি ইংরেজবাজার শহরের হাটখোলা এলাকায়। অপর ধৃতের বাড়ি বিহারের খাগারিয়া এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরেই এরা একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বের পরিচয় রয়েছে। ধৃত রজত সাহা মালদার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রাজ্য তৃনমূলের দাপুটে নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরীর দীর্ঘদিনের বাউন্সার হিসাবে দায়িত্বে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস আগে ওই তৃণমূল নেতা তাকে সরিয়ে দেয়।

জীবনতলায় ২৭ কেজির বেশি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ৩

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ জয়নগর আবার বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি পণ্যবাহী গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল জীবনতলা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ প্রায় ২৭ কেজি ৩৫ গ্রাম। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার, রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ খবর আসে, বাসন্তী থানার ধুড়ি এলাকা থেকে একটি চারচাকা পণ্যবাহী গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা নিয়ে জীবনতলা থানার কালিকাতলা এলাকায় বেআইনি ভাবে বিক্রি বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে যাওয়া হচ্ছে। খবর পাওয়ার পর জীবনতলা থানার ওসি ত্রিদিব মল্লিকের নির্দেশে এস আই অলকেন্দু ঘোষ ও তার পুলিশ টিম রাত প্রায় ৯টা ১৫ মিনিট নাগাদ জীবনতলা থানার অন্তর্গত কালিকাতলার উত্তর বাগানপাড়া এলাকায় পৌঁছায়। সেখানে একটি মহেন্দ্র পিকআপ গাড়ি আটক করা হয়। গাড়িতে তখন তিনজন ব্যক্তি ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে গাড়িতে তল্লাশি চালানো হলে ভিতরে রাখা একটি প্লাস্টিকের বস্তা থেকে মোট ২৭.০৩৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। তল্লাশির সময় গাড়ি থেকে নগদ ৬৫ হাজার টাকা, চারটি মোবাইল ফোন এবং গাঁজা বহনে ব্যবহৃত ওই গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, জীবনতলা থানার অভিযানে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট তথা ক্যানিং-২ ব্লকের বিডিও মানিক সর্দারের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। এদিনের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিংয়ের এস. ডি. পি. ও. মোত্তাকিনুর রহমান এবং ক্যানিং থানার আইসি তুষার বিশ্বাস। গোটা অভিযানের প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আর এইঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আসিফ আলম লস্কর, আমির খাঁ এবং সরিফুল লস্কর নামে তিনজনকে রাত প্রায় ১টা ৫৫ মিনিট নাগাদ সমস্ত আইনগত প্রক্রিয়া মেনে গ্রেফতার করা হয়।

হাওড়া স্টেশনে নিউ কমপ্লেক্স থেকে ব্যাগভর্তি ৬৭ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার, মহারাষ্ট্রের ব্যবসায়ী আটক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ হাওড়া স্টেশনে ফের বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। রবিবার গভীর রাতে স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্স থেকে একটি ট্রলি ব্যাগের ভিতর থেকে উদ্ধার হল প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা। ৫০০ টাকার বান্ডিলে সাজানো বিপুল অঙ্কের এই নগদ টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় আরপিএফের গোয়েন্দা শাখার হাতে আটক হন মহারাষ্ট্রের সোলাপুরের ব্যবসায়ী সুজিত কালে। এত বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থের উৎস এবং তা বহনের বৈধ কারণ সম্পর্কে সন্তোষজনক নথি দেখাতে না পারায় ঘটনায় সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে আয়কর দফতর। রবিবার রাতে হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সে রুটিন টহল চালাচ্ছিল আরপিএফের গোয়েন্দা শাখার আধিকারিকরা। সেই সময় প্ল্যাটফর্মে এক ব্যক্তির গতিবিধি তাঁদের সন্দেহজনক বলে মনে হয়। তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর নিয়ম মেনে তাঁর সঙ্গে থাকা ট্রলি ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ ওই নগদ টাকা। ব্যাগ খুলতেই দেখা যায়, থরে থরে সাজানো রয়েছে ৫০০ টাকার বান্ডিল। টাকা গোনার পর মোট অঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে সুজিত কালে দাবি করেন, তিনি মুম্বই মেল ধরে হাওড়ায় এসেছেন। বিহারের গয়া টাউনশিপ এলাকায় তাঁর সোনা-রুপোর দোকান রয়েছে। কলকাতার বড়বাজার থেকে গয়না কেনার জন্যই তিনি ওই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা নিয়ে এসেছিলেন বলে দাবি করেন। কিন্তু তদন্তকারীদের প্রশ্নের মুখে এত টাকা নগদে বহনের বৈধ কারণ, টাকার উৎস, জিএসটি সংক্রান্ত নথি কিংবা ব্যাংক থেকে টাকা তোলার কোনও রসিদ দেখাতে পারেননি তিনি। এমনকি বড়বাজারে কোন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোনা বা গয়না কেনার কথা ছিল, সেই সম্পর্কেও স্পষ্ট তথ্য দিতে পারেননি বলে আরপিএফ সূত্রে খবর। এরপরই সন্দেহ আরও গভীর হয়। নিয়ম মেনে উদ্ধার হওয়া পুরো টাকা বাজেয়াপ্ত করে ওই ব্যক্তিকে হেফাজতে নেয় আরপিএফ। একই সঙ্গে খবর দেওয়া হয় আয়কর দফতরকে। খবর পেয়ে আয়কর আধিকারিকরা হাওড়া আরপিএফ পোস্টে পৌঁছে ধৃত ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। উদ্ধার হওয়া টাকার প্রকৃত উৎস কী, ব্যবসায়িক লেনদেনের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে কিনা, নাকি অন্য কোনও বেআইনি আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে এই টাকার যোগ রয়েছে;সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং টাকার উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত যাচাই না হওয়া পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া অর্থ আয়কর দফতরের তদন্তের আওতায় থাকবে বলে জানা গিয়েছে। পূর্ব ভারতের অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন হাওড়া স্টেশন হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই বিপুল নগদ অর্থ, সোনা-গয়না এবং অন্যান্য সন্দেহজনক সামগ্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে স্টেশনটিকে নজরে রাখা হয়। সেই কারণে হাওড়া স্টেশনে আরপিএফের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও গোয়েন্দা শাখার তরফে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হয়। গত কয়েক মাসেও হাওড়া স্টেশন থেকে একাধিকবার লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। এবার নিউ কমপ্লেক্স থেকে একসঙ্গে প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় সেই নজরদারি এবং তদন্ত আরও জোরদার হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাইটার্সে ফিরছে সরকার, কাজ শুরু গুরুত্বপূর্ণ দফতরের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফের প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী রাইটার্স বিল্ডিং। আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সংস্কার ও প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করার নির্দেশ আগেই দেওয়া হয়েছিল। সেই লক্ষ্যে এখন দ্রুত গতিতে চলছে প্রস্তুতি। মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্য সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতর খুব শীঘ্রই ঐতিহাসিক এই ভবন থেকেই কাজ শুরু করতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে। তার আগেই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিয়মিত কাজ শুরু করে দিয়েছেন সেচ ও জলসম্পদ মন্ত্রী অরূপ কুমার দাস। তাঁর এই পদক্ষেপকে রাইটার্সে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ধাপে ধাপে ফিরিয়ে আনার গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কাজ শুরু করার বিষয়ে সেচ ও জলসম্পদ মন্ত্রী অরূপ কুমার দাস জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ফিরে আসার কথা বলেছিলেন। তবে ঠিক কবে মুখ্যমন্ত্রী সেখানে বসে প্রশাসনিক কাজ শুরু করবেন, সেই বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট আলোচনা হয়নি বলেই জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি নিজে এবং আইন মন্ত্রক ইতিমধ্যেই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কাজ শুরু করেছে। সপ্তাহে দু'তিন দিন করে তিনি সেখানে আসছেন এবং দফতরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মও রাইটার্স থেকেই সামলাচ্ছেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বসে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, সেখানে বিভিন্ন কাজে আসা দর্শনার্থীদের সঙ্গেও তিনি সরাসরি কথা বলছেন। তাঁর মতে, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করা এবং তাঁদের বক্তব্য শোনা অনেকের কাছেই সুবিধাজনক হচ্ছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে যাঁরা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, তাঁদের জন্যও ঐতিহাসিক এই ভবনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হওয়ায় প্রশাসনিক যোগাযোগ আরও সহজ হচ্ছে বলে মনে করছেন তিনি। রাইটার্স বিল্ডিংকে ঘিরে সাধারণ মানুষের আবেগ ও নস্টালজিয়ার কথাও উঠে এসেছে মন্ত্রীর বক্তব্যে। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই ভবন। একসময় রাজ্য সরকারের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাইটার্স বিল্ডিং। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী, আমলা এবং বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকদের নিয়মিত উপস্থিতিতে কার্যত প্রশাসনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল মহাকরণ। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক কাজের পরিধি বৃদ্ধি, পরিকাঠামোগত প্রয়োজন এবং সংস্কারের কারণে ধীরে ধীরে সরকারি দফতরের একাধিক কাজ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। ফলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সেই পুরনো কর্মচঞ্চল চেহারায় দীর্ঘ সময়ের জন্য ছেদ পড়ে। এবার ফের সেই পুরনো ব্যস্ততা ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। ভবনের বিভিন্ন অংশে সংস্কার, অফিসঘর প্রস্তুত করা এবং প্রশাসনিক কাজ চালানোর উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই এগিয়েছে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যেই এখন সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির মধ্যে সমন্বয় করে প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে। পূর্ত দফতর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বসার কথা রয়েছে রাজ্য সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, পর্যটন ও পরিষদীয় মন্ত্রী শংকর ঘোষ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার। অর্থাৎ শুধু মুখ্যমন্ত্রীর দফতর নয়, প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক শাখাকেও ফের রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তুতি চলছে। একই সঙ্গে প্রশাসনের শীর্ষস্তরের আধিকারিকদের জন্যও অফিস তৈরির কাজ এগোচ্ছে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজির জন্য পৃথক অফিস তৈরির প্রস্তুতি চলছে বলে পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। এর ফলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের পাশাপাশি প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিও বাড়তে পারে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় এবং সরকারি কাজের একাধিক স্তরের যোগাযোগ আরও সরাসরি করার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলিকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি প্রশাসনিক স্তরে এখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি। যদিও মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কবে থেকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিয়মিত বসবেন, সেই বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। অরূপ কুমার দাসও জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ফিরে আসার বিষয়ে আগে কথা হলেও তাঁর আনুষ্ঠানিকভাবে বসার তারিখ নিয়ে এখনও আলোচনা হয়নি। ফলে ১০ অক্টোবরের সময়সীমাকে কেন্দ্র করে কাজ এগোলেও মুখ্যমন্ত্রীর রাইটার্সে প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট দিন এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সেচ ও জলসম্পদ মন্ত্রীর ইতিমধ্যেই সেখানে নিয়মিত কাজ শুরু করে দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই রাইটার্স বিল্ডিংকে ফের সক্রিয় করার বিষয়ে আলোচনা চলছিল। এখন একের পর এক দফতরের কাজ সেখানে শুরু হলে ধীরে ধীরে ভবনটির পুরনো প্রশাসনিক চরিত্র ফিরে আসতে পারে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা সেখানে বসা শুরু করলে সরকারি কাজে আসা সাধারণ মানুষ, জনপ্রতিনিধি, আধিকারিক এবং বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের আনাগোনাও বাড়বে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সঙ্গে রাজ্যের প্রশাসনিক ইতিহাসের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও এই ভবন রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কলকাতার প্রশাসনিক মানচিত্রে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অবস্থান তাই শুধুমাত্র একটি সরকারি ভবন হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্মৃতি ও আবেগের সঙ্গেও ভবনটি জড়িয়ে রয়েছে। সেই কারণেই দীর্ঘ বিরতির পর সেখানে ফের সরকারি কাজকর্ম শুরু হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কাজ শুরু করার পর অরূপ কুমার দাসের বক্তব্যেও সেই আবেগের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে এই ভবনকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই নস্টালজিয়া রয়েছে। ফলে সেখানে বসে কাজ করার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করার বিষয়টিও একটি আলাদা অনুভূতি তৈরি করছে। সরকারি কাজের পাশাপাশি রাইটার্সের ঐতিহাসিক গুরুত্বও নতুন করে সামনে আসছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সময়সীমাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১০ অক্টোবরের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করার নির্দেশ থাকায় এখন সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির উপর দ্রুত কাজ শেষ করার চাপ রয়েছে। কোন দফতর কোথায় বসবে, মন্ত্রী ও আধিকারিকদের জন্য কী ধরনের পরিকাঠামো প্রয়োজন, কর্মীদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ কীভাবে তৈরি করা হবে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা কীভাবে সাজানো হবে, সেসব বিষয়েও প্রস্তুতি চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ফিরলে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের একটি বড় অংশ ফের ঐতিহ্যবাহী এই ভবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে পারে। তবে পুরো প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে এগোনোর সম্ভাবনাই বেশি। ইতিমধ্যে অরূপ কুমার দাস ও আইন মন্ত্রকের কাজ শুরু হওয়ায় সেই প্রক্রিয়ার সূচনা হয়ে গিয়েছে। আগামী দিনে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর সেখানে কাজ শুরু করলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের প্রশাসনিক ভূমিকা আরও স্পষ্ট হবে। সব মিলিয়ে, ১০ অক্টোবরের সময়সীমাকে সামনে রেখে রাইটার্স বিল্ডিংকে ফের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রী ও শীর্ষ আমলার জন্য অফিস তৈরির কাজ এগোচ্ছে। তার মধ্যেই সেচ ও জলসম্পদ মন্ত্রীর নিয়মিত উপস্থিতি নতুন করে গতি দিয়েছে এই উদ্যোগে। মুখ্যমন্ত্রী কবে আনুষ্ঠানিকভাবে রাইটার্সে ফিরবেন, সেই দিনক্ষণ এখনও নির্ধারিত না হলেও প্রশাসনিক ব্যস্ততা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিনের নীরবতার পর ঐতিহ্যবাহী এই ভবনে ফের মন্ত্রী, আমলা ও সাধারণ মানুষের আনাগোনা বাড়তে শুরু করায় রাইটার্স বিল্ডিংও ধীরে ধীরে তার পুরনো প্রশাসনিক ছন্দে ফিরছে।

রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি পেতে ১ অক্টোবর থেকে বাধ্যতামূলক ই-কে.ওয়াই.সি.

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি পান? তাহলে আগামী ১ অক্টোবর থেকে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম কার্যকর হতে চলেছে। ভর্তুকিযুক্ত গার্হস্থ্য এলপিজি সিলিন্ডার পেতে গ্রাহকদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বায়োমেট্রিক আধার যাচাইকরণ বা ই-কে.ওয়াই.সি.। ফলে এখনও যাঁরা এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি, তাঁদের দ্রুত ই-কে.ওয়াই.সি. করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচাইকরণ সম্পন্ন না করলে ভর্তুকিযুক্ত এলপিজি রিফিল পেতে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভর্তুকিযুক্ত গার্হস্থ্য এলপিজি রিফিলের ক্ষেত্রে গ্রাহকের আধার-ভিত্তিক বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে এই যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক করার কথা জানানো হয়েছে। সরকারের উদ্দেশ্য, প্রকৃত গ্রাহকদের কাছে ভর্তুকির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং এলপিজি সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে নেওয়া। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশের বিপুল সংখ্যক এলপিজি গ্রাহক ইতিমধ্যেই তাঁদের বায়োমেট্রিক আধার যাচাইকরণ সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে প্রায় ২৭.৪৩ কোটি গ্রাহক, অর্থাৎ মোট গ্রাহকের প্রায় ৮৯.৯ শতাংশ, ই-কে.ওয়াই.সি. প্রক্রিয়া শেষ করেছেন বলে জানানো হয়েছে। ফলে এই গ্রাহকদের নতুন করে ই-কে.ওয়াই.সি. করার প্রয়োজন নেই। তবে যাঁরা এখনও এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি, তাঁদের ক্ষেত্রে ১ অক্টোবরের আগে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। রান্নার গ্যাস বর্তমানে দেশের অধিকাংশ পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জ্বালানি। ফলে গ্যাসের ভর্তুকির সঙ্গে যুক্ত কোনও নিয়ম পরিবর্তন হলে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে সাধারণ গৃহস্থের উপর। বিশেষ করে যাঁরা নিয়মিত ভর্তুকিযুক্ত এলপিজি রিফিল ব্যবহার করেন, তাঁদের নিজেদের সংযোগের ই-কে.ওয়াই.সি. সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করে নেওয়া জরুরি। বায়োমেট্রিক আধার যাচাইকরণের মাধ্যমে গ্রাহকের পরিচয় ও এলপিজি সংযোগের তথ্য যাচাই করা হয়। এর ফলে একই গ্রাহকের নামে একাধিক সংযোগ বা অনিয়মের মতো বিষয়গুলি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও সরকারের সুবিধা হয়। ভর্তুকির অর্থ যাতে প্রকৃত উপভোক্তার কাছেই পৌঁছয়, সেই লক্ষ্যেই আধার-ভিত্তিক যাচাইকরণকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা এখনও ই-কে.ওয়াই.সি. করেননি, তাঁদের গ্যাস সংস্থার নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। সাধারণত সংশ্লিষ্ট এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর বা গ্যাস সংস্থার নির্ধারিত পরিষেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকরা তাঁদের পরিচয় যাচাই করতে পারেন। গ্রাহকদের নিজেদের গ্যাস সংযোগের সঙ্গে আধার সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে যুক্ত রয়েছে কি না, সেটিও নিশ্চিত করে নেওয়া প্রয়োজন। তবে ই-কে.ওয়াই.সি.নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে যে কোনও বিভ্রান্তি থাকলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট গ্যাস সংস্থা বা স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য যাচাই করা উচিত। বিশেষ করে আধার নম্বর, মোবাইল নম্বর বা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য কাউকে দেওয়ার আগে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোনও অচেনা ব্যক্তি ফোন করে ও.টি.পি. বা ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য চাইলে তা দেওয়া উচিত নয়। সরকারি নির্দেশিকার ফলে ১ অক্টোবরের পর থেকে যাঁদের ই-কে.ওয়াই.সি. সম্পন্ন হয়নি, তাঁদের ক্ষেত্রে এলপিজি পরিষেবা ও ভর্তুকি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কার্যকর হতে পারে। তাই শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো এড়াতে যাঁদের ই-কে.ওয়াই.সি. বাকি রয়েছে, তাঁদের এখনই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে নেওয়া ভালো। অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই যে ২৭.৪৩ কোটি গ্রাহক বায়োমেট্রিক আধার যাচাইকরণ সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের নতুন করে একই প্রক্রিয়া করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, গ্রাহকের ই-কে.ওয়াই.সি. আগে থেকেই সম্পন্ন হয়ে থাকলে শুধুমাত্র এই কারণে আবার যাচাইকরণ করার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নিজের এলপিজি সংযোগের বর্তমান স্ট্যাটাস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। ই-কে.ওয়াই.সি. সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্যাস সংস্থার অফিসিয়াল পরিষেবা মাধ্যম বা ডিস্ট্রিবিউটরের কাছ থেকে তথ্য জেনে নেওয়া যেতে পারে। কারণ ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর অসম্পূর্ণ যাচাইকরণের কারণে পরিষেবা পেতে কোনও সমস্যা হলে তা এড়াতে আগেভাগে ব্যবস্থা নেওয়াই নিরাপদ। ফলে রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি পাওয়া গ্রাহকদের জন্য এখন মূল বার্তা একটাই; যাঁদের ই-কে.ওয়াই.সি. এখনও হয়নি, তাঁরা ১ অক্টোবরের আগেই বায়োমেট্রিক আধার যাচাইকরণ সম্পন্ন করুন। আর যাঁরা ইতিমধ্যেই ই-কে.ওয়াই.সি. করেছেন, তাঁদের নতুন করে এ প্রক্রিয়া করার প্রয়োজন নেই। সরকারি নিয়ম মেনে সংযোগের তথ্য যাচাই করে রাখলে ভবিষ্যতে ভর্তুকিযুক্ত এলপিজি রিফিল পেতে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে।

বৃদ্ধাকে পুড়িয়ে মারার ১৩ বছরের পুরনো মামলায় দোষী প্রাক্তন কাউন্সিলর-সহ ৮

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ জমি দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধাকে কুড়িয়ে খুন করার ১৩ বছরের পুরনো মামলায় তৃণমূলের প্রাক্তন পুর কাউন্সিলর-সহ আট জনকে সোমবার দোষী সাব্যস্ত করল ঝাড়গ্রাম জেলার দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা আদালত। মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত আট জনের সাজা ঘোষণা করা হবে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত ২০১৩ সালের ২৮ মে। ঝাড়গ্রাম শহরের বেনাগেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা সাবিত্রী সরকার নামে এক বৃদ্ধার জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই জমি দখলকে কেন্দ্র করে বচসা চলাকালীন বৃদ্ধার গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় বৃদ্ধাকে উদ্ধার করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনার পর বৃদ্ধার ছোট ছেলে সঞ্জয় সরকার তৎকালীন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা গৌরাঙ্গ প্রধান-সহ মোট সাত জনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরবর্তীতে তদন্তে নেমে পুলিশ আরও তিন জনের নাম মামলায় যুক্ত করে। ফলে অভিযুক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০। ধৃত ১০ জন পরে অবশ্য শর্তাধীন জামিনে ছাড়া পান। ২০২২ সালে পুরনির্বাচনে ঝাড়গ্রাম পুরসভার ২নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলের প্রতিটি নির্বাচিত হন গৌরাঙ্গ। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর অবশ্য পুরবোর্ড ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে এখন গৌরাঙ্গ প্রাক্তন কাউন্সিলর। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে চলা মামলার বিচারপর্বে অভিযুক্ত ১০ জনের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হয়। অপর এক জনকে আদালত বেকসুর খালাস দেয়। সোমবার গৌরাঙ্গ প্রধান-সহ বাকি আট জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ঝাড়গ্রাম জেলার দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা আদালত।

পাচারের আগেই প্রচুর চোরাই মোবাইল উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ মালদা বিহার থেকে বাংলাদেশে পাচারের আগেই প্রচুর চোরাই মোবাইল উদ্ধার করল মালদা জেলা পুলিশ। রবিবার রাত্রে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালিয়ে আব্দুস সামাদ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় ৫৩ টি চোরাই মোবাইল এবং নগদ ৭০ হাজার টাকা। ধৃতের বাড়ি চরি অনন্তপুরের বাবু পাড়া এলাকায়। মালদা জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, বিহার থেকে আনা হয়েছিল চোরাই ফোন গুলি। প্রাথমিক অনুমান মোবাইলগুলি বাংলাদেশে পাচার করা হত। কিন্তু তার আগেই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বাইক রাখা নিয়ে বচসা, অটোচালককে মারধরের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ঃ রাস্তার মোড়ে মোটর বাইক রাখাকে কেন্দ্র করেবচসা ও মারধরের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার বুড়োরঘাট এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা পেশায় অটো চালক স্বপন দাস অটো নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, বুড়োরঘাট মোড়ে রাস্তা আটকে তিনটি মোটর বাইক রাখা ছিল। সেই কারণে তিনি মোটর বাইকগুলি সরিয়ে দিতে বললে চালকদের সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়।অভিযোগ, বচসা চলাকালীন বাইক চালকরা স্বপন দাসকে অটো থেকে নামিয়ে মারধর করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে গিয়ে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁদের চেষ্টাতেই কোনওরকমে স্বপন দাসকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি। ঘটনার পর ওই রাতেই জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরকরেন স্বপন দাস। আর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে জয়নগর থানার পুলিশ। এরপর বুড়োরঘাট এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে প্রথমে আটক করা হয়। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং মারধরের অভিযোগের সমস্ত দিক তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বদলের পথে 'বিশ্ব বাংলা', নাম বদলের আলোচনায় একাধিক রাস্তা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ রাজ্যের প্রশাসনিক পরিচিতি ও শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং রাস্তার নাম নিয়ে বড়সড় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 'বিশ্ব বাংলা' নামের সঙ্গে যুক্ত একাধিক সরকারি পরিচিতি এবং কলকাতার বেশ কিছু ঐতিহাসিক রাস্তার নাম পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে নিউ টাউন ও ইএম বাইপাসের সংযোগকারী 'বিশ্ব বাংলা সরণি'র নাম পরিবর্তন করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নামে করার প্রস্তাব রয়েছে। একইসঙ্গে কলকাতার লেনিন সরণি, কার্ল মার্কস সরণি এবং হো চি মিন সরণির মতো পরিচিত রাস্তার নামও বদলের প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে সরকার নিযুক্ত কমিটি। তবে এখনও কোনও ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। 'বিশ্ব বাংলা' নামটি পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্ত। হস্তশিল্প, তাঁত, বস্ত্রশিল্প এবং বাংলার নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তৎকালীন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 'বিশ্ব বাংলা' ব্র্যান্ড ও লোগো তৈরি করা হয়েছিল। সরকারি দফতর, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, ওয়েব সাইট, অনুষ্ঠান এবং একাধিক সরকারি পরিকাঠামোয় এই লোগো ব্যবহার করা হত। সরকার পরিবর্তনের পর ২০২৬ সালের মে মাস থেকে বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে 'বিশ্ব বাংলা' লোগো সরিয়ে তার জায়গায় জাতীয় প্রতীক অশোকস্তম্ভ ব্যবহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের পর এবার 'বিশ্ব বাংলা' নামটির ব্যবহার নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

রাজ্য তিরন্দাজিতে ২৫ পদক ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল অ্যাকাডেমির

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ৪৭তম রাজ্য তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে বড় সাফল্য পেল ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমি। সিনিয়র, জুনিয়র ও সাব-জুনিয়র বিভাগে রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড ইভেন্ট মিলিয়ে ১০টি সোনা-সহ মোট ২৫টি পদক জিতেছেন অ্যাকাডেমির তিরন্দাজেরা। পশ্চিমবঙ্গ আর্চার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত শনি ও রবিবার (১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর) কলকাতার স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনের এই চ্যাম্পিয়নশিপে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচশোরও বেশি তিরন্দাজ যোগ দেন। বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমির ৩৭ জন তিরন্দাজ তিনটি বয়সভিত্তিক বিভাগে রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অ্যাকাডেমির তিরন্দাজেরা মোট ১০টি সোনা, ৭টি রুপো এবং ৮টি ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। সোনাজয়ীদের মধ্যে জুয়েল সরকার, অরূপ কুজুর এবং রেখা মাহাতো দু'টি করে সোনা পেয়েছেন। এ ছাড়া মোহাম্মদ কামরান, সাজিয়া কুরেশি, সৌভিক মণ্ডল এবং প্রদীপ্ত মাহাতো একটি করে সোনা জিতেছেন। সিনিয়র পুরুষ রিকার্ভ, জুনিয়র পুরুষ ও মহিলা রিকার্ভ, জুনিয়র পুরুষ ও মহিলা কম্পাউন্ড এবং সাব-জুনিয়র বালক ও বালিকা বিভাগে রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড ইভেন্টে অংশ নেন তাঁরা। বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর সৌম্য মিত্র বলেন, 'ওদের এই সাফল্য অ্যাকাডেমির জন্য গর্বের।' তিনি জানান, তিরন্দাজদের নিয়মিত অনুশীলন, শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি কোচদের প্রশিক্ষণ এবং অ্যাকাডেমির গোটা দলের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাতেই এই সাফল্য এসেছে। রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমির ২৯ জন তিরন্দাজ জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের এই যোগ্যতা অর্জন অ্যাকাডেমির সাফল্যের তালিকায় আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

চোলাই মদ ও জুয়ার আসরে পুলিশের অভিযানে কালনায় ১৭ জন গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ বেআইনি চোলাই মদ, জুয়া এবং বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় ও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়ে কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ মোট ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের দাবি, বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি ও অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানে চোলাই মদ ও বেআইনি জুয়ার আসরের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি গ্রেফতারগুলিও পুলিশের বিশেষ অভিযানের অংশ বলে জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি কার্যকলাপের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল। সেই নজরদারির ভিত্তিতেই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় বেআইনি চোলাই মদ সংক্রান্ত কার্যকলাপ এবং জুয়ার আসরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একইসঙ্গে বিভিন্ন অভিযোগে আরও কয়েকজনকে আটক ও গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি সৌরভ দত্ত জানান, নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার এবং বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে চোলাই মদ ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহারের কারণে যাতে সাধারণ মানুষ ক্ষতির মুখে না পড়েন, সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।পুলিশের এই অভিযানে একদিকে যেমন বেআইনি মদ বিক্রি ও জুয়ার আসরের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে, অন্যদিকে নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যেও পুলিশের এই ধরনের অভিযান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও এলাকায় বেআইনি মদ, জুয়া কিংবা নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবারের খবর পাওয়া গেলে তা খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।পুলিশের অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের একাংশ পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে নৈহাটিতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিনের সূচনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নৈহাটি, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিজীর-৭৩ তম জন্ম দিবস সারাদেশে আলোড়িত করে সাড়ম্বরে পালিত হলো। মোদিজীর এই জন্মদিন উপলক্ষে সারাদেশে একমাস ধরে চলবে নানান কর্মসূচি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং দেশাত্মবোধক ইত্যাদি ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোদিজীর জন্মদিন উপলক্ষে আলোড়িত হবে সারাদেশ। শিহরিত হবে সারাদেশের গ্রাম বাংলা। ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীজির ৭৬ তম জন্মদিন। তার এই জন্মদিন পালিত হয় আমাদের নৈহাটিতেও। নৈহাটির ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৫ নম্বর বাজার মোড়ে রাস্তার উপর মোদিজীর জন্মদিন পালিত হয়। এই জন্মদিন উপলক্ষে ৭৬ টি প্রদীপ জ্বালানোর পাশাপাশি এক বৃহৎ সামাজিক কাজ সম্পন্ন হয়, সেটা হলো বিশুদ্ধ শীতল পানীয় জলের মেশিন উন্মোচন। এই পানীয় জলের মেশিনের শুভ সূচনা করেন নৈহাটির বিজেপির বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই কারণেই পানীয় জলের মেশিনের শুভ সূচনা করা হয়, যেটা সকল মানুষজন ও পথযাত্রীরা বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করতে পারেন। ৭৬ টি প্রদীপ জ্বালানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে বহু আলোচনায় আলোচিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন জায়গার বিজেপি নেতা-নেত্রীরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে এলাকার প্রতিটি মানুষকে ও পথ যাত্রীদের পায়েস ও মিষ্টি খাওয়ানো হয়। সমগ্র সামাজিক কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠান চঞ্চল দাস ও সুপর্ণা কর-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয়।

ছাতিনাশোলে মহকুমার সদর দফতরের দাবিতে দু'টি ব্লক অফিস ঘেরাও

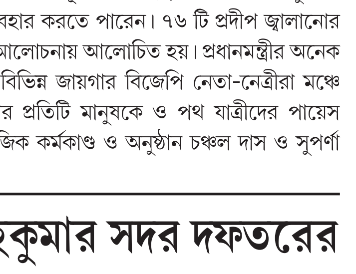

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নৈহাটি, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ঝাড়গ্রাম প্রস্তাবিত গোপীবল্লভপুর মহকুমার সদর দফতর ছাতিনাশোলে করার দাবিতে সোমবার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর ১ ব্লক অফিস ঘেরাও করল আদিবাসীদের সামাজিক সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল। সংগঠনের 'নয়াগ্রাম সবরনাখা খলাড় মুলুক'-এর ডাকে পূর্বঘোষিত এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। সকাল থেকেই দুটি ব্লক অফিসের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা। দুপুরের পর থেকে দুই বিডিও অফিস চত্বরে অচলাবস্থা তৈরি হয়। দুটি বিডিও অফিস চত্বরেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, নয়াগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের ছাতিনাশোলে মহকুমা শাসকের কার্যালয় তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু সেই কার্যালয় অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তাঁদের। কোনওভাবেই ছাতিনাশোল থেকে মহকুমা শাসকের কার্যালয় সরানো যাবে না বলে দাবি করেন তাঁরা। সংগঠনের নেতৃত্বের বক্তব্য, প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের ঘেরাও চলবে। ঘটনার খবর পেয়ে নয়াগ্রাম বিডিও অফিসে পৌঁছন নয়াগ্রাম থানার আইসি রামনারায়ণ পাল। সেখানে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। যদিও লিখিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না বলে জানিয়ে দেন সংগঠনের নেতৃত্ব। ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের জেলা পরগণা ঢাঙ্গা হাঁসদা বলেন, ছাতিনাশোলেই মহকুমা শাসকের কার্যালয় করতে হবে। সেই দাবিতেই আমাদের এই আন্দোলন। লিখিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত ঘেরাও চলবে।দ সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ সেপ্টেম্বর বিডিওকে চিঠি দিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের ঘেরাও কর্মসূচির কথা জানানো হয়েছিল। সেই ঘোষণামতোই সোমবার আন্দোলনে নামেন তাঁরা। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, নয়াগ্রাম ব্লক ও গোপীবল্লভপুর ১ ব্লককে নিয়ে পৃথক গোপীবল্লভপুর মহকুমা গঠনের বিষয়টি সরকারি স্তরে পর্যালোচনার চূড়ান্ত স্তরে রয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৯২ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ৪ আশ্বিন, ১৪৩৩

প্রথম টাটা কোম্পানি

কমলার হৃদয়কে ছুঁতে চেয়েছিলেন প্রমথনাথ,অপেক্ষা করেছিলেন সম্মতির,টাটার বিশাল সাম্রাজ্যের উত্থানের জনক। একদিন প্রমথ নিজেই প্রস্তাব জানালেন কমলার কাছে। তাঁর নরম আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন হীরের আংটি। এরপর কর্মক্ষেত্রে চলে যান প্রমথ। শীতার্ত সন্ধ্যায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে একা একা তাঁবুর মধ্যে বসে একটি আলো জ্বেলে প্রমথ চিঠি লিখতেন কমলাকে। উত্তর দিতেন কমলাও। পূর্বরাগের রঙ গাঢ় হয়ে অনুরাগে পরিণত হয়েছে। এই প্রমথ যে আজকের বিশাল টাটা সাম্রাজ্যের উত্থানের অন্যতম কারিগর। কমলাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন প্রমথনাথ,কমলার পিতার সেই বিয়েতে পূর্ণ সম্মতি ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্যা শেখার জন্য প্রমথনাথ বিলেত যাওয়ায় সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েও নিজের অবস্থানে অনড় ছিলেন। প্রমথ বলেছিলেন, তিনি বিলেত গিয়ে কোনও অন্যায় করেন নি। একদিন কমলার কাকা বললেন, এক বন্ধু আসছেন চায়ের নিমন্ত্রণে। কমলা যেন তাঁকে যথাযথ অভর্থনা জানায়। সর্বনাশ! শান্তশিষ্ট কমলার মাথায় যেন একপ্রকার বজ্রপাত হল। সেইসময় মেয়ে দেখার চল একটু একটু করে শুরু হয়েছে। মেয়েদের তখন লজ্জায় মিশে থাকত ভয় যদি অপছন্দ হয়। প্রমথনাথ ছিলেন কমলার বাবা ও কাকা অবিনাশচন্দ্রের বন্ধু। রমেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য খুব বেশি নয়। বাবা- কাকার বন্ধুরূপে এসে প্রমথনাথ কমলাদের সঙ্গে ভাব জমালেন। চার বোনের মধ্যে কমলার লাবণ্যে গড়া শান্ত মুখখানি প্রমথকে খুব আকর্ষণ করল। একদিন সবাই গঙ্গায় নৌকা করে বেড়াতে বের হন। কমলা- বিমলার গান শুনে তাদের বেহালা বাজিয়ে শোনায় প্রমথ। বাইরে কমলা শান্ত নিরুচ্চার। একদিন কৌতূহলে বিদ্বান পিতার বিদূষী মেয়ে কথায় কথায় বলে ফেললেন, উনি কেন এত আসেন। রমেশচন্দ্র হেসে বলেছিলেন, উনি গান ভালবাসেন তাই তোমাদের গান শুনিতে আসেন। অবশ্য একদিন নিরালায় ডেকে বড় পিসীমা কমলাকে জানিয়ে দিলেন ওই ভদ্রলোক তাঁকে বিয়ে করতে চায়। কমলা পিসীমাকে বলেছিলেন, আমাকে আপনারা যাঁহার হাতে দিবেন আমি তাঁকেই পতিত্বে বরণ করিব। শীতার্ত সন্ধ্যায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে একা একা তাঁবুর মধ্যে চিঠি লেখেন প্রিয়তমা কমলাকে। উত্তর দিতেন কমলাও। ততদিনে পূর্বরাগ গভীর হয়েছে। হাতে প্রতিশ্রুতির আংটি,সম্মতি আছে অভিভাবকদের। কমলা, প্রমথকে লিখলেন তিনি ভাগ্যবতী,প্রমথকে স্বামীরূপে পেলে কে না সুখী হবে? কমলার মনে হত তাঁর মত ভাগ্যবতী আর কে আছেন। প্রমথ যে ভালবাসাকে প্রকৃত সম্মান করেন। কমলার হৃদয়কে ছুঁতে চেয়েছিলেন প্রমথ। অপেক্ষা করেছিলেন কমলার সম্মতির। জীবনসঙ্গী হিসেবে কমলাকে পেয়ে প্রমথনাথ নিজের পরবর্তী জীবনকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আজ সারা দেশে যত লোহার কারখানা, সে দিন প্রমথনাথ না থাকলে তা সম্ভবই ছিল না। দেশ জুড়ে তিনিই খুঁজে বার করেছিলেন লৌহ আকর ও চুনাপাথর। সাকচী গ্রামে গড়ে উঠেছিল টাটাদের লৌহ কারখানা। সেটাই ভারতের প্রথম লৌহ কারখানা। আমাদের দেশে লৌহ শিল্প গড়ার প্রথম স্থপতি প্রমথনাথ। খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বললে তিনি ভারতবর্ষের শিল্পের মানচিত্র আমুল বদলে দিয়েছেন। ভারতে শিল্পায়নের যুগপুরুষ বলা যায় প্রমথনাথকে। ১৯০৬ সালে 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট',সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ প্রমথনাথ বসু। পরে নতুন নাম হয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি। প্রমথনাথ - কমলার ছেলে মধু বসু আমাদের দেশের সমান্তরাল ছবির জনক। তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়েছিল ভারতীয় চলচ্চিত্রের নবজাগরণ।

বিজ্ঞান লেখক জগদানন্দ

বিজ্ঞান-লেখক এবং সাহিত্যিক জগদানন্দ রায় জন্ম ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ সালে। পেশাগত জীবনে তিনি গড়াই-এর মিশনারি স্কুলে এবং পরে কৃষ্ণনগর সেন্ট জনস হাইস্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। এই সময় থেকে তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত এরকম একটি প্রবন্ধের সূত্র ধরেই পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তখন থেকেই তার মধ্যে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন মজার বিষয়ে লেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। এই আগ্রহের কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টিতে পরে যান। ঠাকুর তখন সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রবি ঠাকুর তার লেখায় বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন। জগদানন্দ যখন নিদারুণ ক্লেশের মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি প্রথম তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিলাইদহের জমিদারিতে সেরেস্তার কাজ শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের গণিত ও বিজ্ঞান শেখানোর জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ে (ব্রহ্মচর্যাশ্রম) শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। শিক্ষকতা ছাড়াও বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগেও তিনি কাজ করেছেন। উল্লেখ্য তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে চাকরিটি জগদানন্দের যোগ্যতাকে খাটো করে দেখা বই অন্য কিছু নয়। এ কারণে তিনি রায়কে নিজের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ভার দিয়েছিলেন। পরবর্তিতে যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি জগদানন্দকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন একজন শিক্ষক হিসেবে। তিনি সেই স্কুলের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩২ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে কাজ করে গেছেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গণিত শিক্ষাদান শুরু করে জীবন কাটেন। জগদানন্দ জন্মগ্রহণ করেন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের একটি অভিজাত পরিবারে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

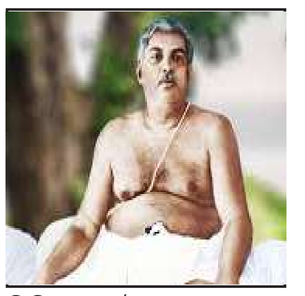

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মাই আসল শক্তির অধিকারিণী। তিনি সব শক্তি ধারন করেন এবং তার সন্তনদের বিতরণ করেন। তিনি শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে বব্যহার করবে তবে তা জানার দরকার রয়েছে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলতে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর বলতেন, শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। সেই দেবতাই দেহ এবং মনকে পরিচালিত করে থাকে। মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়।

ভারত দর্শনে ম্যাকলাউড এবং নিবেদিতা

রবীন্দ্রকুমার শীল

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ঊনবিংশ শতাব্দীর নিউইয়র্কের মার্কিন সমাজের একজন বিশেষ প্রতিপত্তিসম্পন্না মহিলা ছিলেন। ১৮৯৫ সালে নিউইয়র্কে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল এবং এরপরে ক্রমে স্বামীজী ও তাঁর মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বামীজী তাঁকে 'জো' বা 'জয়া' বলে সম্বোধন করতেন। মিস ম্যাকলাউডের অন্তরে স্বামীজীর জন্য গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পরবর্তী সময়ে প্যারিস থেকে স্বামীজীর সঙ্গে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলে সেখানেই নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল এবং ক্রমেই তাঁরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে ছিলেন। আর তখন থেকেই তাঁদের উভয়ের জীবনধারা একই আচার্যকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে মিস ম্যাকলাউড যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন,'এখন আমি কি করব?' তখন প্রত্যুত্তরে স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন,'ভারতবর্ষকে ভালোবাসো।' স্বামীজীর এই নির্দেশ তিনি আজীবন পালন করে গিয়ে ছিলেন। বস্তুতঃ নিবেদিতা ও ম্যাকলাউড;এঁদের উভয়েরই মনোরাজ্য ভারত ও ভারতবাসীর কল্যাণচিন্তা অধিকার করে ছিল।

পরবর্তী সময়ে, ১৮৯৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে ভারতে আগমন করেছিলেন। এরপরে বেলুড় মঠের জন্য কেনা জমিতে অবস্থিত একটি পুরোনো বাড়িতে তাঁরা যখন বাস করছিলেন, তখন নিবেদিতাও সেখানে তাঁদের সঙ্গিনী হন। সেই বছরেরই ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত শ্রীরাম কৃষ্ণের জন্মতিথিতে এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ উৎসবে তাঁরা যোগদান করেছিলেন। ১৮৯৮ সালের ১১ই মে তারিখে স্বামীজী এই তিনজন নবাগতা বিদেশিনীকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর ভারতের পথে যাত্রা করেছিলেন। তবে নিছক ভ্রমণই তাঁদের সেই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং অখণ্ড ভারতাত্মার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়াই স্বামীজীর সেই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেই যাত্রাপথের অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নিবেদিতার অপরিসীম মনোবেদনা দূর করতে, এবং গুরু-শিষ্যার মধ্যেকার পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রসঙ্গ সমাধা করতে মিস ম্যাকলাউড সাহায্য করে ছিলেন।

মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা 'য়ম' (um) বলে ডাকতেন। আর এই 'য়ম',কে লেখা নিবেদিতার পত্রাবলীর মধ্যে তাঁদের উভয়ের মধ্যেকার অন্তরঙ্গতার সুরটি গভীরভাবে বেজে উঠেছিল বলে দেখা যায়। বস্তুতঃপক্ষে নিবেদিতা নিজের এই প্রিয় বান্ধবীর সম্মুখে তাঁর হৃদয়দ্বারটি সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। 'য়ম' ছাড়া তখন অন্য কেউই ছিলেন না, যিনি নিবেদিতার ভাল-মন্দ সব ব্যাপারে একান্ত সহানুভূতির সঙ্গে যোগদান করতে পারতেন।

ম্যাকলাউড প্রথমবার ভারত দর্শন করবার প্রায় ১৪ বছর পরে দ্বিতীয়বার এবং ১৯৩০ সালে তৃতীয়বারের জন্য ভারতে এসে ছিলেন। সেই বছরের ৮ই এপ্রিল তারিখে সিস্টার কৃস্টিনের দেহ ত্যাগের সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি তাঁর প্রতি নিজের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এরপরে ১৯৩৮ সালে তিনি চতুর্থবারের জন্য ভারতে পুনরাগমন করে সেবারে বেলুড় মঠের অতিথিশালায় অবস্থান করেছিলেন।

স্বামীজীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না ম্যাকলাউড তাঁর বেদান্ত প্রচারকার্যে প্রধান সহায়ক ছিলেন এবং নিজের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডের বেদান্ত সমিতির কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। একবার স্বামীজী তাঁর কাজের জন্য ম্যাকলাউডকে নিজের অর্থাভাবের কথা জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে তিনশো ডলার দান করেছিলেন এবং তারপরে প্রতি মাসে স্বামীজীর হাতে পঞ্চাশ ডলার তুলে দেবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধও হয়েছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ নবপ্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য সেই তিনশো ডলার খরচ করেছিলেন। স্বামীজী তাঁর এই শিষ্যাতুল্যা রমণী সম্পর্কে বলেছিলেন, ইনি রত্ন স্বরূপা, এঁর অন্তর সদাই দয়ায় বিগলিত। ইনি রাষ্ট্রনায়কতুল্য,ইনি রাজ্যশাসন করতে পারেন। আমি মানুষের মধ্যে এরূপ সুদৃঢ় অথচ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই দেখেছি। ১৯৪৯ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ৯১ বছর বয়সে ম্যাকলাউড লস এঞ্জেলসে দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

অন্যদিকে নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক মিঃ ওলি বুলের স্ত্রী মিসেস সারা ওলি বুল শিকাগো ধর্মমহাসভার পরেই স্বামীজীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন। এই সদাশয়া মহিলাকে স্বামীজী কখনো 'মা' তো কখনো আবার 'ধীরামাতা' বলে সম্বোধন করতেন।

১৮৯৪ সালের শেষেরদিকে বস্টনে এবং ১৯০০ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্যারিসে স্বামীজী মিসেস বুলের ভবনেই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রভূত বিত্তের অধিকারিণী মিসেস বুলের প্রদত্ত অর্থেই বেলুড় মঠের পুরোনো শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও সন্ন্যাসীদের বাসগৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল।

মিস ম্যাকলাউডের মত মিসেস বুলও ভগিনী নিবেদিতার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরম নির্ভরস্থল ছিলেন। ভারতের সেবাব্রতে আত্মসমর্পিতা নিবেদিতা নিজের এই স্নেহশীলা বান্ধবীর কাছ থেকে যেমন ভালবাসা পেয়েছিলেন, তেমনি বুদ্ধি-পরামর্শ ও আর্থিক সাহায্যও লাভ করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে বেলুড় মঠে বাস ও উত্তর ভারত ভ্রমণকালে তাঁদের উভয়ের হৃদ্যতা ঘনিষ্ঠতর হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

১৮৯৮ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে ভারতে নবাগতা বিদেশিনী ম্যাকলাউড, মার্গারেট নোবল ও মিসেস বুল প্রথমবারের জন্য সঙ্ঘজননী সারদা দেবীর দর্শন লাভ করেছিলেন। পরে এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'শ্রীমার এই বিদেশিনীগণের সহিত ব্যবহার অপূর্ব। সকলকেই তিনি 'আমার মেয়ে' বলিয়া সস্নেহ অভ্যর্থনা করিলেন। কেহই কাহারও ভাষা বোঝেন না, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! ভাবের প্রকৃত বিনিময় ঘটে হৃদয়ে, ভাষা তাহার কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারে!'

সেদিন মিস ম্যাকলাউডের অনুরোধে সারদা দেবী তাঁদের সঙ্গে একত্রে আহারও করেছিলেন। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে ১৬নং বোসপাড়া লেনে সারদা দেবীর দ্বারা নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কার্য সুসম্পন্ন হওয়ার কিছুদিন পরে মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল কয়েকটি দিন নিবেদিতার সঙ্গেই সেই বাড়িতে কাটিয়েছিলেন। সেই সময়ে মিসেস বুল সারদা দেবীর ফটো তোলবার ব্যবস্থা করলে প্রথমে তিনি এবিষয়ে কিছুতেই নিজের সম্মতি দেন নি। কিন্তু শেষে মিসেস বুল যখন বিশেষ অনুনয় করে তাঁকে বলেছিলেন, 'মা, আমি আমেরিকায় গিয়ে পুজো করব'। তখন তিনি তাঁকে ছবি তোলার বিষয়ে সম্মতি দিয়ে ছিলেন। এরপরে সেদিন সারদা দেবীর পর পর তিনটি ছবি হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে প্রথম দুটি বর্তমানে সর্বত্র সুপরিচিত ও পূজিত হয়। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে স্বামীজী যখন রিজলি ম্যানরে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন ভাবাবেগে নিবেদিতা ও মিসেস বুলকে তিনি গৈরিক উত্তরীয় প্রদান করে আন্তরিক আশীর্বাদ করে. ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের মধ্যে তিনি যে দিব্যশক্তির সঞ্চার করেছিলেন, সেটার দ্বারা ভবিষ্যতে বহু কল্যাণকর কাজ সুসম্পন্ন হবে।

এরপরে নিবেদিতা যখন অর্থসংগ্রহ করবার প্রচেষ্টায় স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন, তখন মানসিক সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত অন্তর ও কর্মক্লান্ত দেহের শান্তি ও শক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য মিসেস বুলের সাদর আহ্বানে ব্রিটানীর অন্তর্গত সমুদ্রতীরস্থ লানিয় নামক মনোরম জায়গায় এবং নরওয়েতে তাঁর ভবনে তিনি কিছুকাল বাস করেছিলেন। সেবার নরওয়েতে বাস করবার সময়েই তিনি 'The Web of Indian Life' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থটি রচনার কাজে ব্রতী হন। তখন থেকেই নিবেদিতার সব কাজে মমতাময়ী সারার প্রগাঢ় সহানুভূতি এবং প্রত্যেকটি গ্রন্থ রচনায় তাঁর অসীম উৎসাহ ও সাহায্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

শিক্ষক সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে বাংলার লোকশিল্পের ঘনিষ্ঠতা

শঙ্করলাল কর্মকার

সুধীর চক্রবর্তী। একদা নিজের পরিচয় দিতেন 'কৃষ্ণকলি' বলে। যাঁদের বাড়ি একই সঙ্গে কৃষ্ণনগর ও কলকাতা, তাঁরাই 'কৃষ্ণকলি'। বলতে গেলে তিনি সারা জীবন কৃষ্ণনগরেই কাটিয়েছেন। বাংলার ছোট অথচ প্রাচীন, নিস্তরঙ্গ অথচ ঐতিহ্যময় এক একটি শহর বঙ্গ সংস্কৃতির এক এক জন দিগ্‌দর্শকের ঠিকানা, সুধীর চক্রবর্তীর যেমন কৃষ্ণনগর। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, শিল্প ও কৃষ্টির অন্যতম পীঠস্থান নদিয়ার এই শহরটির পিতৃসম হয়ে উঠেছিলেন তিনি। 'স্যর' বা 'মাস্টারমশাই' তাঁকে বলতেন অনেকেই; কলকাতার মানুষ জনও; কিন্তু আশ্রয় আর প্রশ্রয় মেশানো তাঁর সস্নেহ অভিভাবকত্বের ছায়া পেয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের এই শহর, সমগ্র জেলাটিই। সেই স্নেহের সমান অংশীদার কলেজ পড়ুয়া, গবেষক, শিক্ষক, পত্রিকা সম্পাদক থেকে কুলি, মজুর, ভ্যানচালক, রাজমিস্ত্রি। কিংবা গ্রাম্য

পালা গায়ক, কথক ঠাকুর। দায়িত্ববান গৃহকর্তা, দুই কন্যার স্নেহশীল পিতা তিনি। অগণিত ছাত্রের প্রিয় শিক্ষক, দুই বাংলার সর্বমান্য লোকগবেষক। সেই গবেষণা ঠান্ডা ঘরে বসে বই ঘেঁটে সন্দর্ভ রচনার নয়, সেই অনুসন্ধান গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের সঙ্গে মিশে তাঁদের জীবনকে দেখার। অন্তরে বহতা ছিল সন্ধিৎসা ধারা। যেখানে যা কিছুর মধ্যেই পেতেন বাংলার লোকায়ত জীবনের খোঁজ, ছুটে যেতেন। দেখার চোখটা এতই ক্রিয়াশীল ছিল, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও অবিরত খুঁজে ফিরেছেন লোকজীবনের রহস্য ও গূঢ়ার্থ।

পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রকাশ করেছেন নিজের প্রথম বই। মনন ও প্রজ্ঞার এক মাহেন্দ্রক্ষণেই পাঠকের দরবারে এসেছেন, তার পর থেকে আর ফিরে তাকাননি। পঞ্চাশেরও অধিক মৌলিক গ্রন্থের জনক এই মানুষটির মেধা ও বীক্ষণ তাঁর লেখায় তো বটেই, এমনকি ফুটে উঠত তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গপত্রেও। রূপে বর্ণে ছন্দে বইটি দু'জনকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নামের আগে লেখা 'উদ্যোগী পুস্তক প্রকাশক' এবং 'নিঃস্বার্থ পুস্তকপ্রেমী'। সম্পাদিত গ্রন্থ গবেষণার অন্দর মহল যাঁকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর নামের আগে লিখেছেন 'পরহিত ব্রতী'। এই মূল্যায়ন যে তাঁর নিবিড় অন্তর-অবলোকনের ফল, আর ওই স্নেহোপহারও নিখাদ প্রীতিমাখা, তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে খুব কাছ থেকে। বিদ্যা বিনয় দেয়, প্রজ্ঞা; ঔদার্য। তাঁর ঔদার্য নিজেকে জাহির করত না; যাঁর উপর ঝরে পড়ত, তাঁকে টেনে নিত কাছে।

বিজ্ঞাপনবিহীন ধ্রুবপদ পত্রিকার বারোটি সংখ্যার নির্মাণ তাঁর চিন্তা-চেতনার এক শ্রেষ্ঠ ফসল। সম্পাদনা, বিষয় ও লেখক নির্বাচন থেকে লেখা সংগ্রহ, বার বার তার পরিমার্জন ও পুনর্লিখন করানো, প্রুফ দেখা, পত্রিকার বিপণন ইত্যাদি তিনি নিজে করতেন। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি লেখা ও প্রতি সংখ্যায় 'আত্মপক্ষ' ছাড়া তিনি এতে আর লেখেননি, লিখিয়েছেন তরুণ থেকে তরুণতর লেখকদের দিয়ে। লেখক তৈরির জন্যে ছিল তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা। পত্রিকার কাজকেও তাঁর একার কাজ বলে মনে করতেন না কখনও। প্রত্যেক সংখ্যায় থাকত 'যাঁদের কাছে ঋণী' শিরোনামে শতাধিক নামের একটি তালিকা। এঁদের অধিকাংশই তরুণ; কেউ শিক্ষক, কেউ চিত্রকর, কেউ গায়ক, আবার কেউ সরকারি কর্মী। লেখালিখি যে একটা সম্মিলিত সাধনা বা ব্রতও হয়ে উঠতে পারে, বিরল ক্ষমতায় এত মানুষকে একত্র করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

লোকজীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ ছিল অনিঃশেষ। অনায়াসে মিশে যেতে পারতেন সাধারণ্যে। এক বার তাঁর সঙ্গে কেঁদুলি মেলায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রতি বছরের মতো সে বারও সেখানে অনেক বাউল ফকির ও দেশি-বিদেশি কৌতূহলী মানুষের ভিড়। পৌঁছে দেখি সুধীরবাবুর সেখানে অভূতপূর্ব সমাদর।

বেনারসের গলি কখনও ঘুমায় না,জেগে থাকে

চিত্তজিৎ দত্ত

মান্না দে'র গানটা দিয়ে শুরু করি.. সেই গলিতে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে দেখি বন্ধু সেজে বিপদ আমার দাঁড়িয়ে আছে এ কি! না, বেনারসের গলিতে বিপদ নয়, বরং গলির কথা বললাম, এইসব বেশীর ভাগ গলিপথে দুজনে পাশাপাশি হাঁটা যাবে না। এত সংকীর্ণ। গানের সাথে সঙ্গতি রেখে যেমন অসংখ্য নানা বাদ্যযন্ত্র থাকে সঙ্গীতে শ্রুতিমধুর করার জন্য। এখানেও

রকমারী পদের সমাহার। বেনারস, যেসব কারণে বিখ্যাত বা আমাদের মনের কোণে জায়গা করে নিয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম হলো, বেনারসের গলি। যা সারা বেনারস শহরটা জুড়ে মাকড়সার জালের মতন ছড়িয়ে রয়েছে। কত রকমের যে গলি আছে তার ঠিক নেই। সোজা গলি, সাপের মতন আঁকাবাঁকা গলি, জ্যামিতিক যিগযাগ গলি, গলির অন্ত নেই অসংখ্য গলি। ভুলভুলাইয়ার মতন। এই গলিতে পথ হারানো অতি সাধারণ ব্যাপার, যদি চেনা না থাকে। আবার প্রত্যেকটা গলিই গিয়ে শেষ হয়েছে কোনো না কোনো ঘাটে বা মন্দিরে। অসংখ্য ঘাট, অসংখ্য মন্দির আর তার সাথে তাল মিলিয়ে অসংখ্য গলি।

আর আছে বেনারসের বিশ্বনাথ মন্দিরকে ঘিরে জিলিপির প্যাঁচের মতন গলি। পুরনো, স্যাঁতসেঁতে, আবহমানকালের ঐতিহ্যের ধারাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। সে আরও ভয়ংকর! আর এই যে নানা অনেকটা তাই। গলির চেহারা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আছে, জল, কাদা, মানুষ জন, সাধু সন্ন্যাসী, মাতাল, নেশায় বেহুঁশ হয়ে গলিতে শুয়ে থাকা নেশারু, ভিখিরি, রকমারী দেবতার নানা আকারের বহুবিধ মন্দির, দোকান-পাট, ষাঁড়, গোবর, গলির মধ্যেই মাটিতে লাগানো সব্জিসহ নানা দোকান, পশরা শোভিত ঠেলা ভ্যান, স্তূপাকৃতি আবর্জনা, অগণিত কুকুর আর যেখানে সেখানে তাদের মল, অন্যমনস্ক হলেই তাদের মাড়াতে হবে, গলির দুপাশে ঝুপড়ির ঘর থেকে সুদৃশ্য, ঐশ্বর্যমণ্ডিত হাভেলি, সবই গাঁ ঘেঁষাঘেঁষি করে, আর সেইসব বাড়ির ভিতের নীচের অংশটা পানের পিক আর ঘুটখার পিক মিলেমিশে মোটা চাদরের মতন হয়ে লেপ্টে আছে, বেশীরভাগ গলিগু এত ঘিঞ্জি যে বলার নয়, যেসব গলির মাটি সূর্যের আলোও স্পর্শ করতে পারে না, গলির লাগোয়া রকে নানা ধর্মীয় পুস্তক সাথে নিয়ে, মাথায় জটা, কপালে তিলক কাটা, গেরুয়া কাপড় চোপড় পরা বৃদ্ধ সাধু, অনেক কষ্টে বুঝলাম, তিনি ওই কথক ঠাকুরের মতন, কেউ তার কাছে শুনতে চাইলে, তার পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্ম পুস্তক থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান, তার বিনিময়ে হয়তো বা সামান্য অর্থ পান, এতে পাঠক ও শ্রোতা বা শ্রোতাদের দুপক্ষেরই পুন্যলাভ হয়। এছাড়াও ভাঙ্গা-চোরা, উঁচু নীচু পথ, দুর্গন্ধযুক্ত পথ চলার অগম্য গলিপথের কথা বাদই দিলাম। এখানে গলিগুলির গলা গলি দেখলে বড্ড হিংসে হয়। হবে নাই বা কেন। আজীবনকালের বন্ধুত্ব যে!

এই গলিপথেই বিভিন্ন সুস্বাদু খাবারের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, আতরের গন্ধ, জমা হয়ে থাকা জঞ্জালের দুর্গন্ধ, গোবর আর পশুর মলের দুর্গন্ধ, গরম দুধ জ্বাল দেওয়ার গন্ধ, চায়ের দোকানে চা পাতা ফোটানোর গন্ধ, সুরভিত, রকমারী জর্দার মন পাগল করা গন্ধ, পুরনো স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, ইতিহাসের গন্ধ, ঐতিহ্যের গন্ধ, নোনাধরা দেওয়ালের গন্ধ সবকিছু মিলেমিশে একাকার! গলি দিয়ে হাঁটলেই গন্ধের গন্ধমাদন যেনো নাসিকা রন্ধ্রদ্বয়ের ওপর চেপে বসে! তবুও তারই মধ্যে দিয়ে বছরের পর বছর বহু মানুষের আনাগোনা, চলা ফেরা, বসবাস, ব্যবসা বাণিজ্য। গলির মধ্যেই সাইকেল, মোটর সাইকেলের চলাচল। ভীড় বাঁচিয়ে, গাড়ীর ধাক্কা বাঁচিয়ে, নোংরা বাঁচিয়ে চলতে হয় মানুষকে! মনিকর্নিকা তোরণদ্বার দিয়ে ঢুকে সরু আঁকাবাঁকা গলিপথ দিয়েই কাঁধে করে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যায় তাঁর আত্মীয়-পরিজনেরা। গলিপথেই অন্যান্য আওয়াজের মধ্যেই হরিধ্বনি ওঠে শ্মশানযাত্রীদের মুখে। অভ্যস্ত হয়ে গেছে সবাই।

বেনারসের গলির এবং খাবারের এমনই মাহাত্ম যে শুধুমাত্র কচুরির নামেই একটা গলিপথের নাম হয়েছে, কচৌরি গলি! ভাবা যায়!! বিশ্বনাথের গলি, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সেখানে পুজোর বাসন-কোসন, পাথরের দেব দেবীর মূর্তি, গাঁজার কলকে, রুদ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষের মালা, স্ফটিকের মালা, কাঁচের চুড়ি, প্যাড়া, রকমারি মিষ্টি সব পাবেন। পুরনো আমলের শপিং মল আরকি!

এইসব গলিপথ কিন্তু এক দিনে তৈরী হয়নি। মনে রাখতে হবে, রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে। অনেকটা সেইরকম ধীরে ধীরে, একটু একটু করে তৈরী হয়েছে গলি পথ। কোনোরকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠেছে এইসব গলিপথ। মনে রাখতে হবে এই শহরটার বয়স প্রায় তিন হাজার বছর। বহু ঘটনা-দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার মতন হাজারো ঘটনার সাক্ষী এই শহর, তার সাথে এই গলিপথ।

আর হ্যাঁ, ওইসব গলিপথে বিভিন্ন পণ্যের দোকান ছাড়াও রয়েছে রকমারী স্বাদের, লোভনীয়, উপাদেয় সব খাদ্যসমৃদ্ধ দোকান। এই দোকানের কচুরি তো ওই দোকানের রাবড়ি। এই দোকানের মালাই তো ওই দোকানের ঠাণ্ডাই। এই দোকানের প্যাড়া তো ওই দোকানের পান। এই দোকানের শাড়ী তো ওই দোকানের কাঁচের চুড়ি। এই দোকানের চাট তো ওই দোকানের চমচম। গলির ভেতরের দোকানগুলো যেমন একদিকে ছোট ছোট আবার এক একটা দোকান, অনেকটা জায়গা জুড়ে, একদম ঝাঁ চকচকে। তার সাথে আতর, আচার, পাঁপড়, ফুল-মালা, চা, জলেবী ইত্যাদির কথা আর আলাদা করে বললাম না। তার কারণ, বলে শেষ করা যাবে না। শুধু নোনতা খাবারের দোকান অন্যান্য দোকানের তুলনায় একটু কম। এটা অবশ্য আমার স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই বললাম। বেনারসের গলি সম্বন্ধে কথা বেশ চালু আছে।

শিল্পপতি বিড়লা এবং আদানির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শিল্পমৈত্রী তৈরি করছেন

বিশেষ প্রতিনিধি

কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই শিল্পপতি বিড়লা গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বিড়লারা বাংলার শিল্পপতি হিসাবে খ্যাতি রয়েছে। গোয়েঙ্কাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করছেন শীঘ্রই। বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

এদিকে অনন্ত অম্বানীর বাড়ির গণেশ চতুর্থীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গত সোমবার মুম্বই গেলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, এটা 'সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার।'

নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই

শিল্পপতিদের নিয়ে শুধু বৈঠকই নয় শিল্প গড়া নিয়ে কথা বলতে উৎসুক হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আর দ্বিতীয় সিঙ্গুর ন্দীগ্রাম করতে দেবেন না সেটা পরিস্কার করে দিয়েছেন। বাংলার শিল্পকে শেষ করেছে বাম সরকার। তারপরে পনেরো বছর ধরে বাংলায় কোনও বৃহৎ শিল্প হয়নি। শিল্প নিয়ে বিশাল আলোচনা সভা হয়েছে বিশ্ব বাংলায়। কিন্তু কাজের কাজ একেবারে শূন্য। সেই শূন্য থেকে কী করে সংখ্যায় শিল্পকে নিয়ে আসা যায় তা নিয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। গত মে মাসে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই রাজ্যে বড় শিল্পের বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী হন। সেই প্রেক্ষাপটে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী অম্বানীদের পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যে বড় শিল্পের বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সেই প্রেক্ষাপটে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী অম্বানীদের পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, অনন্তের বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি শিল্প সংক্রান্ত সম্ভাব্য যোগাযোগও এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে। যদিও সরকারি ভাবে এখনও এই সফরের সঙ্গে কোনও বিনিয়োগ প্রস্তাব বা শিল্প প্রকল্পের যোগসূত্রের কথা জানানো হয়নি। তবে রাজ্যের শিল্পমহলে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। শিল্পমহলের বক্তব্য, অতীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা সহ বিভিন্ন সমস্যা থাকায় শিল্প স্থাপনের নানা জটিলতা দেখা দিয়েছিল এবারে তা কেটে নতুন শিল্পের পরিবেশ তৈবি হবে।

চিত্র ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

ডোমকল পঞ্চায়েত সমিতি দখলে এনসিপিআই-এর সঙ্গে জোট কংগ্রেসের! দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন কংগ্রেস বিধায়ক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ জাতীয় এবং রাজ্যের রাজনীতিতে কংগ্রেস দল এনসিপিআই-এর বিরুদ্ধে লড়াই করলেও সোমবার মুর্শিদাবাদের ডোমকল পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেসের সহযোগিতায় 'জোট' করে পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিলো এনসিপিআই। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়ে গেছে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিতে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এই অনৈতিক জোটের জবাব ডোমকলের মানুষ ২০২৯ লোকসভা নির্বাচনী দিয়ে দেবে। ২৭ আসন বিশিষ্ট ডোমকল পঞ্চায়েত সমিতিতে সোমবার নতুন সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন এনসিপিআই-এর মৌসুমী খাতুন। তিনি তৃণমূল এবং সিপিআইএম সমর্থিত 'জোট' প্রার্থী আইরিন বেগমকে হারিয়ে জয়ী হন। আজকের ভোটাভুটিতে আইরিনের পক্ষে ১২টি ভোট পড়ে এবং এনসিপিআই-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী মৌসুমী খাতুনের পক্ষে ১৪ টি ভোট পড়ে। এক সদস্য ভোট দানে অনুপস্থিত ছিলেন। যদিও ডোমকল পঞ্চায়েত সমিতির ২ কংগ্রেস সদস্যের এনসিপিআই-কে সমর্থন করার বিষয়টি মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না কংগ্রেস। দলের রানীনগরের বিধায়ক জুলফিকার আলী বলেন, আমাদের দলের ২ সদস্যকে ভয় দেখিয়ে এনসিপিআই সাংসদ আবু তাহের খান এবং তাঁর লোকজন তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তবে আমাদের দল দু'জনের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে। এই অনৈতিক জোট করার জন্য তাঁদের দল থেকে সাসপেন্ড করা হতে পারে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ২৭ আসন বিশিষ্ট ডোমকল পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস ১৯, সিপিএম এবং কংগ্রেস প্রার্থীরা ৪ টি করে আসনে জয়ী হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে সিপিএম ও কংগ্রেস থেকে দু'জন করে মোট ৪ জন সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এরপর ওই পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের তরফ থেকে সাহানা বিশ্বাস সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরে সাহানা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য। মমতা পন্থী তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি , রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই তৃণমূলের বেশ কিছু সদস্য আবু তাহের খানের নেতৃত্বে এনসিপিআই দলে যোগদান করেন। সোমবার পঞ্চায়েত সমিতির ভোটাভুটিতে কংগ্রেসের ২ সদস্যের সহযোগিতা নিয়ে এনসিপিআই দলে যোগদানকারী তৃণমূল সদস্যরা জোট করে নতুন সভাপতি নির্বাচন করেন। যদিও এনসিপিআই নাম দিয়ে কোনও জোট হয়নি বলে দাবি করেন তৃণমূল ত্যাগীএনসিপিআই সাংসদ আবু তাহের খান। তিনি বলেন, আমি ডোমকল পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত 'শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সদস্যদের'কে নিয়ে একটি জোট করেছিলাম। সেই জোটের নাম মোটেই এনসিপিআই নয়। জোটের সদস্যরা উন্নয়নের স্বার্থে নতুন সভাপতি নির্বাচন করেছেন। আমি কেবল তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছি। ডোমকল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা তথা মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী মাহফুজা বিশ্বাস বলেন, গোটা রাজ্যের মানুষ জানে এনসিপিআই সাংসদরা বিজেপির হয়ে রাজ্যে দালালি করছে। এনসিপিআই-এর ১২ জন সদস্য এবং কংগ্রেসের দু'জন সদস্য জোট করে পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি নির্বাচন করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে ডোমকলের মাটিতে কংগ্রেস নিজেদেরও কবর খুঁড়ে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা করল।

মন্দারমণিতে সমুদ্রস্নানে নেমে তলিয়ে মৃত্যু তিনজন পর্যটকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দারমণি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ মন্দারমণিতে সমুদ্রস্নানে নেমে তলিয়ে মৃত এক! নিখোঁজ দুই! আট বছরের এক শিশুর দেহ উদ্ধার হয়েছে। মর্মান্তিক খবরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমুদ্রসৈকতে। প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে, নিখোঁজ দম্পতির নদীয়ার শান্তিপুরের বাসিন্দা। মন্দারমণির মোহনায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন ওই দম্পতির দাদা। দাদার দশ বছরের ছেলেকে নিয়ে সোমবার মোহনাতে টোটো করে ঘুরতে গিয়েছিলেন নদীয়ার দম্পতি। নদীয়ার আত্মীয় দম্পতির সঙ্গে মন্দারমণির সৈকতে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রস্নানে নেমেই বিপত্তি ঘটে। তিনজনের জলে তলিয়ে যান। সোমনাথ হালদার নামে ১০ বছরের বালকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সোমনাথের বাবার নাম সন্টু হালদার, সে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বাসিন্দা। সোমনাথের সঙ্গে আত্মীয় সুমন শীল ও তার স্ত্রী বৃষ্টি শীল সোমবার বেড়াতে গিয়েছিলেন। সুমনের বয়স ২৪ এবং বৃষ্টির বয়স ১৮ বছর। ওই দম্পতি শান্তিপুরের বাগদেবী গ্রামের বাসিন্দা। দাদার বাড়িতে তারা বেড়াতে এসেছিলেন। দাদার ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন সমুদ্রস্নানে। সেখানেই মারাত্মক কাণ্ড ঘটে যায়। ১০ বছরের বালকের দেহ উদ্ধার হলেও তাদের খোঁজে এখনও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। কোস্টাল পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তল্লাশি চালাচ্ছে।

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH

NIT NO.-04/15th F.C. UNTIED/EO/PANCHLA/2026-2027

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the **4(Four)Nos.** different works at different places. Bid Submission starting from **21/09/2026 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid **29/09/2026 at 13.00 Hrs**. Date of opening of Bid **01/10/2026 at 15.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
BUNIADPUR MUNICIPALITY
Buniadpur, Dakshin Dinajpur

e-TENDER

e-Tender are hereby invited from the eligible contactors/ suppliers for different works as specified in **NIT No.- 2584/ BPM/N-242/2026, Dated: 20/09/2026, Closing date-29/09/ 2026, 6.55 PM.** of the said e-Tender, as well as the e-Tender issued vide Date Extension **NIT No. 2451/BPM/N-240/2026, Dated: 01/09/2026, Closing date: 29/09/2026, 6.55 PM.** For detailed information, please visit the official e-Tender portal **https://tenders.wb.gov.in** or contact the Office of the Administrative, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

Sd/-
Executive Officer
Buniadpur Municipality

Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

Notice Inviting Tender (in brief)

The last date of submission of Technical and Financial Bid is being extended up to 25.09.2026 (up to 5.00 P.M.) for the NIT No. WBZP/57/ DE-ET/COB/ 2025- 26 (2nd Call) regarding FSTP at Mekhliganj and for details the website https://wbtenders.gov.in may be accessed and also the last date of submission of Technical and Financial Bid is being extended up to 25.09.2026 (up to 5.00 P.M.) for the NIT No. WBZP/10/DE-ET/COB/2026-27(Sl.No.1-20), WBZP/11/ DE-ET/COB/2026-27 (Sl.No.1-20) and WBZP/13/DE- ET/COB/2026-27 (Sl.No.1-21) regarding repair works of roads at various places in this district of Cooch Behar and for details the website https://tenders.wb.gov.in may be accessed .

Sd/-
Additional Executive Officer
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar
Memo no. 136/ICA/ADD/COB Date: 21.09.2026

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMPS/EO/625/NIT-05/26-27 Dt. 11.09.2026 for Sl. no. 1 to 9 for different schemes at **EO,T.M. Panchayet Samity. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:

Name of Work - Sl. no. 1 to 9 for different Schemes. Thakurpukur Maheshtala Panchayet Samity.

Bid Submission date Started on **23.09.2026 at 02.00 P.M.** (As per server clock) and Bid Submission End date **05.10.2026 at 02.00 P.M.** (As per server clock). Technical Bid Opening date **07.10.2026 at 02.00 P.M.** (As per server clock) details on NIT & Tender Documents may be download from: **http://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Thakurpukur Maheshtala Panchayet Samity, South 24 Parganas

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409

E-tender Inviting notice

Tender reference no: 221/SGPII/15 th CFC/26-27 Dated: 21/09/26. Electronic tenders are hereby invited by the Executive Assistant, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For Deep Tubewell at 2 different places within Salap-2 Gram Panchayat, Howrah. Bid submission start date(online) **22/09/2026 at 09 A.M.** Bid Submission end date **29/09/ 2026 up to 03.00 pm.** Bid Opening Date: **01/10/2026 at 03 PM**. Details are available in: **https:// tenders.wb.gov.in/**

Sd/- Executive Assistant
Salap-2 Gram Panchayat

NOTICE INVITING ONLINE ITEM RATE TENDER

Notice Inviting e-Tender No. 05/EE-SWM/NKDA/2026-27

Name of Work: **Construction of Temporary Pandal and other arrangement for Immersion of Durga Idol, Kali idol, Chat Puja & Jagadhatri Idol at Bisarjan Ghat for the Year-2026.**

Online Item Rate Tender are invited by the Executive Engineer-SWM New Town Kolkata Development Authority Vide Memo No. **5985/NKDA/Engg.-SWM/22(Const. of Temy. Pandal at Bisarjan Ghat)/ 2026 dated 21.09.2026** for the work. Having tender amount- **Agency has to be Quote** only. Bid submission closing date **06.10.2026 up to 12.00 P.M.** For other details please visit our website at **www.nkdamar.org** & **https://wbtenders.gov.in** and the office notice board Newtown, Kolkata -700156.

Sd/-
Executive Engineer - SWM
New Town Kolkata Development Authority

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.:
UKM/PWD/001(e)/2026-27 Dated: 09/09/2026
Tender ID: 1. 2026_MAD_1041536_1 (SL-01)
2. 2026_MAD_1041536_2 (SL-02)
3. 2026_MAD_1041536_3 (SL-03)
The bid Submission Closing date is hereby extended up to **26-09-2026** in place of **19-09-2026.**

Notice Inviting e-Tender No.:
UKM/PWD/002(e)/2026-27 Dated: 10/09/2026
Tender ID: 3. 2026_MAD_1041566_3 (SL-03)
4. 2026_MAD_1041566_4 (SL-04)
5. 2026_MAD_1041566_5 (SL-05)
6. 2026_MAD_1041566_6 (SL-06)
7. 2026_MAD_1041566_7 (SL-07)
9. 2026_MAD_1041566_9 (SL-09)
10. 2026_MAD_1041566_10 (SL-10)
11. 2026_MAD_1041566_11 (SL-11)
The bid Submission Closing date is hereby extended up to **26-09-2026** in place of **19-09-2026.**

e-N.I.Q.No.: UKM/MSMK/002(e)/2026-27
Dated: 08/09/2026
Tender ID No.-2026_MAD_1041198_1
The bid Submission Closing date is hereby extended up to **28-09-2026** in place of **19-09-2026.**

For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Administrator,**
U.K. Municipality

বিচারকের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহের অভিযোগ, কর্মবিরতিতে স্তব্ধ আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ বিচারকের বিরুদ্ধে এক কর্মচারীকে কান ধরে উঠবোস করানো ও কুরুচিকর ব্যবহারের অভিযোগে আন্দোলনে নামলেন জেলা আদালতের কর্মচারীরা। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকেই সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম। কর্মবিরতি ও বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আদালত চত্বরে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার জেলা আদালতের এক বিচারকের বিরুদ্ধে

এক কর্মচারীর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার এবং তাঁকে কান ধরে উঠবোস করানোর অভিযোগ ওঠে। ঘটনার জেনেই চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয় কর্মচারীদের মধ্যে। এই অপমানের প্রতিবাদে সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই 'পেন ডাউন' কর্মসূচির ডাক দেন তাঁরা। এদিন সকালে আদালতের কর্মচারীরা কাজ বন্ধ রেখে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন। বিচারকের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে সোচ্চার হন আন্দোলনকারীরা। পুরুলিয়া জেলা আদালতের পাশাপাশি রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতেও কর্মবিরতি পালিত হয়। দুই আদালতের কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে পড়ায় বিপাকে পড়েন দূর-দূরান্ত থেকে আসা বিচারপ্রার্থীরা। ঘটনা নিয়ে আন্দোলনকারী কর্মচারীরা সংবাদমাধ্যমের সামনে সরাসরি মুখ খুলতে না চাইলেও, আইনজীবী মহল এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। পুরুলিয়া বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অরুণাভ মহাপাত্র এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে জানান, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং মোটেও ঠিক হয়নি। আইন আদালতের মতো জায়গায় একজন বিচারকের দায়িত্বশীল আচরণ কাম্য।

পূর্ব রেল মালদা ডিভিশন জুড়ে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা জোরদার করছে

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন স্টেশন, কারখানা এবং রেলওয়ে কলোনিগুলিতে নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের সুবিধা সুনিশ্চিত ও জোরদার করার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এর অগ্রগতির ওপর নিয়মিত নজরদারি ও পর্যালোচনা চালানো হচ্ছে। বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসেবে, চিহ্নিত ১,৫৪৮টি ওভারহেড, ভূগর্ভস্থ এবং পিভিসি জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে ৫২৭টি ইতিমধ্যেই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। বাকি ট্যাঙ্কগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নিবিড় তদারকি করা হচ্ছে এবং ২০২৬ সালের ১৫ অক্টোবরের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের প্রমাণ হিসেবে জিও-ট্যাগযুক্ত (geo-tagged) ছবিও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের ২০ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মালদা ডিভিশন জুড়ে ওয়াটার কুলার পরিষ্কার ও পরিদর্শনের জন্য একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের সময় ১১৯টি ওয়াটার কুলার পরীক্ষা করা হয় এর মধ্যে ছিল কুলারের বডি ও ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা, কুলিং-এর কার্যকারিতা ও কোনো লিকেজ আছে কি না তা যাচাই করা এবং নিরাপত্তার জন্য সঠিক আর্থিং ও আরসিসিবি সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পূর্ব রেল নিয়মিতভাবে জলের গুণমান পরীক্ষার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০২৬ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে, নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী বিভিন্ন ওয়াটার বুথ, জলের উৎস, ওয়াটার কুলার এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে ১১২ টি জলের নমুনা ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য এবং ৩৩৩ টি নমুনা রেসিডুয়াল ক্লোরিন পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। জল সরবরাহ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ইতিমধ্যেই ১,৪১৪ মিটার ক্ষতিগ্রস্ত জল সরবরাহ পাইপলাইন এবং ১,৭১৬টি ক্ষতিগ্রস্ত জলের ট্যাপ সংযোগ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট পাইপলাইন ও ট্যাপ সংযোগগুলির নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে এবং কোনো ত্রুটি বা সমস্যা দেখা দিলে তা দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে। মালদা ডিভিশন হ্যান্ড টিউবওয়েল এবং ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে সংগৃহীত পানীয় জলের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করছে। মোট ১০৫ টি স্টেশনের মধ্যে ৩০টিতে হ্যান্ড টিউবওয়েলের মাধ্যমে এবং ৭৫ টিতে ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। সমস্ত স্টেশনে টিউবওয়েলগুলির যথাযথ সুরক্ষা এবং ম্যানুয়াল ক্লোরিনেশন নিশ্চিত করা হচ্ছে পাশাপাশি পুরো ডিভিশন জুড়ে অটো- ক্লোরিনেশন ব্যবস্থা চালুর জন্যও প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিভাগটি প্রতিদিনের ক্লোরিনেশন, অবশিষ্ট ক্লোরিন পরীক্ষা এবং পানীয় জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বিশেষ করে অধিক জনসমাগমপূর্ণ এবং দূষণের ঝুঁকি রয়েছে এমন

স্টেশনগুলিকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। জল সরবরাহ, ক্লোরিনেশন এবং পরিস্রাবণ ব্যবস্থার নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনে অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পানীয় জলের সুবিধার মধ্যে রয়েছে ২১টি স্টেশনে স্থাপিত ৫৪টি 'ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন' (জল বিক্রয়কারী যন্ত্র), যা ২০২৫ সালে বসানো হয়েছিল। নিয়মিতভাবে এগুলি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে এবং চালু থাকা মেশিনগুলির পরিশোধন ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করছে বলে দেখা গেছে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, জলের গুণমান পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী (কনজিউমেবলস) প্রতিস্থাপনের কাজ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কোনো বড় ধরনের ত্রুটি, লিকেজ, দূষণ বা পানযোগ্য নয় এমন জল সরবরাহের লাইনের সাথে কোনো সংযোগ (ক্রস-কানেকশন) পাওয়া যায়নি। ১৫ দিনব্যাপী এই ব্যাপক বিশেষ অভিযানের আওতায় রেলওয়ে কলোনি ও কর্মক্ষেত্রগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে স্টেশন বা কর্মক্ষেত্র-ভিত্তিক ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পানীয় জলের সুবিধা যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে একটি সুনির্দিষ্ট পর্যালোচনা ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, মালদা ডিভিশন জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ, প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সময়মতো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইস্টার্ন রেলওয়ে যাত্রী ও রেলকর্মীদের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও নির্ভরযোগ্য পানীয় জলের সুবিধা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পূর্ব মেদিনীপুরে পুজোয় শব্দদূষণ রুখতে কড়া পদক্ষেপ, নির্দেশ মন্ত্রী অশোক দিন্দার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর আনন্দে যেন ভাটা না পড়ে পরিবেশ ও জনজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে। শব্দবিধি মেনে পরিবেশবান্ধব ও উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় রাখতে উদ্যোগী হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। নিয়ম মেনে মাইব বা সাউন্ড বক্স ব্যবহারকারী পুজো কমিটিগুলিকে যেমন জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হবে, তেমনই শব্দসীমা লঙ্ঘন করে ডিজে বা উচ্চশব্দে মাইক বাজালে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও সাউন্ড অপারেটরদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি তমলুকের মানিকতলার একটি প্রেক্ষাগৃহে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে সমন্বয় সভার আয়োজন করে প্রশাসন। তমলুক থানা এলাকার শতাধিক পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী ও ময়নার বিধায়ক অশোক দিন্দা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বামদেব গুছাইত, নন্দকুমারের বিধায়ক নির্মল খাঁড়া এবং তমলুক পুরসভার প্রশাসক অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও বিদ্যুৎ, দমকল ও তমলুক থানার আইসি-সহ প্রশাসনিক কর্তারা সভায় পুজো মণ্ডপের বিদ্যুৎ সংযোগ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে বেশ কিছু জরুরি নির্দেশ দেন। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া বার্তা দিয়ে মন্ত্রী অশোক দিন্দা জানান, উৎসবে মাইক বাজানো স্বাভাবিক, তবে তার মাত্রা এমন হওয়া উচিত যা শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষের জন্য কষ্টের কারণ না হয়ে ওঠে। নিয়ম ভেঙে অনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় শব্দে মাইক বা ডিজে বাজানো হলে পুলিশ সরাসরি সেই মাইক বা সাউন্ড সিস্টেম বাজেয়াপ্ত করবে বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বামদেব গুছাইতও ডিজে বর্জনের আহ্বান জানিয়ে মণ্ডপে শ্রুতিমধুর গান, দেবী বন্দনা, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি বাজানোর গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রশাসনের এই সুনির্দিষ্ট ও কড়া মনোভাবকে সানন্দে স্বাগত জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পুজো মণ্ডপে নিয়ম মেনে আনন্দ উদ্যাপনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে ইতিমধ্যেই এককাট্টা হয়েছে সাউন্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনও। কয়েক দিন আগেই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বৈঠক করে সাউন্ড সিস্টেম মালিকদের জন্য একগুচ্ছ শর্তাবলী ও পরিবেশবান্ধব নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, একটি সুশৃঙ্খল ও শব্দদূষণমুক্ত পুজো উপহার দিতে একযোগে কোমর বাঁধছে স্থানীয় প্রশাসন ও নাগরিক সমাজ।

নারকেল গাছে উঠে হাইভোল্টেজ তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ নারকেল গাছ ঝাড়াই করতে উঠে হাইভোল্টেজ তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম অধীর দাস (৫৫)। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। নারকেল ও তালগাছ ঝাড়াই- পরিষ্কারের কাজ করেই সংসার চালাতেন তিনি। সোমবারও গ্রামেরই এক বাসিন্দার বাড়িতে নারকেল গাছ ঝাড়াইয়ের কাজে গিয়েছিলেন। কাজ করতে গিয়ে নারকেল গাছে ওঠেন তিনি। সেই সময়ে কোনও ভাবে গাছের একটি পাতার পাশ দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসায় তিনি মুহূর্তের মধ্যেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। বিদ্যুতের ঝটকায় প্রায় ২০ ফুট উপর থেকে নীচে পড়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। অধীর দাসের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছতেই নেমে আসে শোকের ছায়া।

উপরিউক্ত ছবিটি একটি অজ্ঞাত পরিচয় বালকের, যার নাম বিবেক হেলা (BIBEK HELA) এই বালকটির বয়স- ৯ বছর, গায়ের রঙ আংশিক কালো, শিশুটিকে পাওয়ার সময় পরনে ছিল লাল জামা ও ব্লু জিন্স। যদি উপরিউক্ত বালক টির কোন পিতা, মাতা, অথবা আইনি কোনো অবিভাবক থেকে থাকেন, তাহলে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি, DCPU, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত, ফোন নং- (৬২৯৩০০৮৭৫৫) অথবা ASSI হোম, কেষ্টপুর, নিউটাউন, কলিকাতা-৭০০১০২, ফোন নং -(৮৭৯৭৪৯৩৯২৫) তে এই প্রকাশনের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Memo No.1606(2)/DICO/N24 pgs Dt. 21.09.2026

IN THE COURT OF THE HON'BLE I ADDITIONAL FAMILY COURT, AT: HYDERABAD, Telangana State
GWOP No. 17 OF 2025

BETWEEN:
Smt. Reena Sarkar @ Moshina Khatoon ... *PETITIONER*
AND
Abhijit Sarkar ... *RESPONDENT*
To,
Abhijit Sarkar, S/o. Late Pratap Kumar Sarkar Aged about 36 years, Occ: Private Employee, R/o, Thakurpukur bazaar Road, Sankhriputa Road, Kolagachia Post, Opposite Ashaland **West Bengal - 700063**

Whereas the above named Petitioner filed GWOP No. 17 of 2025 for custody of her minor child on the file of the Hon'ble I Additional Family Court Judge, Kalpataru, At: Hyderabad and the same stands posted to **14-10-2026 at 10:30 AM** for your appearance i.e Mr. Abhijit Sarkar is hereby directed by the Hon'ble Court to appear either in person or through pleader with instructions if any on the said date and time mentioned above. Failing which the case will be heard and determined ex-parte.

//BY ORDER OF THE HON'BLE I ADDITIONAL FAMILY COURT JUDGE, KALPATARU AT:HYDERABAD//
M/s. H. SUDHAKAR RAO, ADVOCATES & ASSOCIATES.
OFF: 6-3-352/2&3, Astra Heights, 6th Floor, Nagarjuna Circle, Beside Shanbagh Hotel, Near Nagarjuna Circle, Banjara Hills, Road No. 1, Hyd - 34.

উপরিউক্ত ছবিটি একটি অজ্ঞাত পরিচয় বালকের, যার নাম আকেশ হায়দার@ রাকেশ হায়দার (AKESH HAIDER @ RAKESH HAIDER) এই বালকটির বয়স- ৭ বছর, গায়ের রঙ আংশিক কালো, শিশুটিকে পাওয়ার সময় পরনে ছিল লাল জামা ও ব্লু জিন্স। যদি উপরিউক্ত বালক টির কোন পিতা, মাতা, অথবা আইনি কোনো অবিভাবক থেকে থাকেন, তাহলে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি, DCPU, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত, ফোন নং- (৬২৯৩০০৮৭৫৫) অথবা ASSI হোম, কেষ্টপুর, নিউটাউন, কলিকাতা-৭০০১০২, ফোন নং -(৮৭৯৭৪৯৩৯২৫) তে এই প্রকাশনের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Memo No.1607(2)/DICO/N24 pgs Dt. 21.09.2026

PASCHIM BARDHAMAN ZILLA PARISHAD
Asansol

Notice Inviting Tender

E Tender Notice No. e-NIT No.09 of 2025-2026 Memo No.3082/e-NIT/PSBZP dated 21.09.2026 Please visit to the website www.tenders.wb.gov.in for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.

Sd/-
District Engineer
Paschim Bardhaman Zilla Parishad

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ ১) সজল কুমার দাস পিতা- ঁভোলানাথ দাস ২) সবিতা দাস স্বামী- সজল কুমার দাস, সাং- উত্তর ঝাপড়দহ, থানা- ডোমজুড়, হাওড়া ৩) শম্ভুনাথ দাস পিতা - ঁগদাধর দাস, সাং- চ্যাটার্জি হাট, থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া। জয়দেব দাস ও বেবি দাস ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তার সন্দীপ দাস, মহাদেব দাস ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তার রঞ্জন দাস ও সঞ্জয় কুমার দাস ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তার কার্তিক চন্দ্র নান এদের নিকট হইতে A.D.S.R ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-3979/25, 40-2682/25, 40-4078/24 ও A.D.S.R শ্রীরামপুর (হুগলি) অফিসে রেজিস্টিকৃত 50-1596/23 নম্বর আমোক্তারনামা দলিল গুলো দ্বারা, জেলা- হাওড়া, থানা-ডোমজুড়, মৌজা- দফরপুর, জে.এল. নং-৩৮ ভুক্ত হাল ৫৬১,১৪৫৩,১৯৫৫ নং খতিয়ানে হাল ৩১৩৬,৩১৩৭ নং দাগে সর্বমোট ৬.৬৭ শতক সম্পত্তি 40-4245/25, 40-4246/25, 40-4247/ 25 নম্বর দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নামপত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে এক মাসের মধ্যে B.L & L.R.O. ডোমজুড় অফিসে আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-ওপেন টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরক্ষপুরস্থ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের কার্যালয়ের ডেপুটি সিএমই (ওয়ার্কস) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন - ক্রমিক নং ১, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের নামঃ টেন্ডার নং - ''23-GKP-MWS-2026-27'' LHB ফার্স্ট এসি কোচগুলোতে পরিবর্তন বা মডিফিকেশনের কাজ (সংখ্যাঃ ৫৫টি), RCF CAI-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী গোরক্ষপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ এবং LJN ও BSB কোচিং ডিপোতে এই কাজ সম্পন্ন হবে। আনুমানিক মূল্য (টাকায়)ঃ ১,১৪,২২,৪০০.০০, আর্নেস্ট মানি বা জামানত (টাকায়)ঃ ২,২৮,৫০০.০০, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ সময় ও তারিখঃ ১২.১০.২০২৬ তারিখের সকাল ১১.০০টা পর্যন্ত, টেন্ডার ফর্মের মূল্য - শূন্য, চুক্তির মেয়াদঃ ১২ মাস।

উপরোক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য ভারতীয় রেলের ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ-ও পাওয়া যাবে।

ডিওয়াই. সিএমই / ওয়ার্কশ,
মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর

CPRO/Mech. - 87

''কখনও গাড়ির ছাদে বা ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না।''

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Sealed short tenders are hereby invited by the Executive Engineer, P.W.D., Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103, NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-205 of 2026-2027.

Memo. 2892 Dt. 21.09.2026

Name of Work- Temporary Electrification work & other utility within the campus of Nabanna Sabhaghar related to the Meeting Chaired by the Chief Minister of West Bengal on 23/ 09/2026.

Last Date of Submission : 22.09.2026.

Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : www.pwd.wb.in.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/ Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage two bid system for following work :-

NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/51

Name of work : **Temporary lighting arrangement for the occassion of Durga Puja and Kali Puja 2026 at different places in Ward No-59, Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.1,61,480.00.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **29.09.2026 - 12 noon.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **29.09.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.09.2026 - 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work :-

NIT No. : EE-III/35/005/26-27

Name of work : **Repairing of footpath, passage and road surface excavated by CESC at 166/1/6 Beliaghata Main Road, 55/1 Rakhal Ghosh Lane and different places in Ward No-35.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,99,899.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **01.10.2026 upto 12 noon.** Date and Time of opening of Tender : **03.10.2026 after 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **22.09.2026 - 12 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/08/2026-2027

Name of work : **Restoration of footpath and passages at 28, Akhil Mistry Lane, 42, Rajani Gupta Row etc. in Ward-49, Br-V.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,82,725.51.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **40 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **05.10.2026 - 11 a.m.** Date and Time of opening of Tender : **07.10.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **23.09.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/22/008/2026-2027/R

Name of work : **Repairs to I.P. & Concrete passages at Maharshi Debendra Road and other places in Ward No.22.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,94,260.61.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **03.10.2026 - 11 a.m.** The tender will be opened on : **05.10.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.09.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT No. : S_D/BR-X/1/26-27

Name of work : **Restoration of Collapsed Sewer at 68/B, Raja S.C. Mallick Road, Ward-99, Br-X.** Estimated Cost : **Rs.3,91,729.97.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **22 Days.** Bid submission start date (Online) : **22.09.2026 at 2 p.m.** Last Date and Time of submission of Bid (Online) : **25.09.2026 at 2 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **28.09.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.09.2026 at 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

1. NIT No. : KMC/XV/133/013/2026-2027/R/ UTTARAN (1st Call)

Name of work : **Removal of floating materails and chokage by Deployment of Labour Gang at 4 No, 3 No Burial Ground Nikashi and surrounding area in Ward No.133, Br-XV under Uttaran Service.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,97,764.16.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **150 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) : **24.09.2026 - 12 noon.** Documents download/sell start date (online) : **24.09.2026 - 4 p.m.** Documents donwload/ sell end date (online) : **05.10.2026 - 4 p.m.** Bid submission start date (online) : **24.09.2026 - 4 p.m.** Bid submission closing (online) : **05.10.2026 - 4 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (online) : **07.10.2026 - 4 p.m.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/006/ 2026-2027/R/P&S

Name of work : **Miscellaneous repairing work at Kheyali Play Ground & adjacent pond side Park with allied works at N/H No.O-119, Fathepur 2nd Lane etc. in Ward No.136, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,61,086.67.** Earnest Money : **Rs.5,300.00.** Period of Completion : **120 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **03.10.2026 - 11 a.m.** Date of opening of tender : **05.10.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **23.09.2026 - 5 p.m.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/014/ 2026-2027/R

Name of work : **Removal of Silt & Slush from surface drain and sewer line at Paharpur Road, Fathepur 2nd Lane and Halder Para near Premises No.N10, N11, N299/3 etc. in Ward No.133, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,87,549.64.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Period of Completion : **120 Days.**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/008/ 2026-2027/R

Name of work : **Maintenance of passages (I.P/C.Con) at different place at K.B Road and Satghara Road in Ward No.140, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,66,551.96.** Earnest Money : **Rs.5,400.00.** Period of Completion : **120 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **05.10.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.3 & 4).** Date of opening of tender : **07.10.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **24.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No. 3 & 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

CORRIGENDUM

NIT NO. KMC/EE-III/014/05/26-27 (1st Call) published in this newspaper on **11/09.2026 (Key No.479/26-27) of Engineering (Civil), Br-III, Department (for Sl.No.6).** Last date and time of submission of bid will be read as **28/09/2026 at 12 Noon** instead of 19/09/2026 upto 12 Noon. Date and time of opening of tender will be read as **30/09/2026 after 12 Noon** instead of 21/09/2026 on or after 12 Noon. Other terms and condition remain unchanged.

520 / 26-27

একের পর এক স্টেশন পেরিয়ে যায় জীবনের ট্রেন

অন্তরালে হারিয়েছিলেন, বাঙালির মনে রয়ে গেলেন মিঠু মুখোপাধ্যায়

সময় এগিয়ে যায় নিজের নিয়মে। একের পর এক স্টেশন পেরিয়ে যায় জীবনের ট্রেন। বদলে যায় যাত্রী, বদলে যায় প্রজন্ম। কিন্তু কিছু মুখ সময়ের কুয়াশা পেরিয়েও থেকে যায় স্মৃতির গভীরে। সাদা-কালো পর্দার সেই মিষ্টি, আত্মপ্রত্যয়ী, স্বভাবসিদ্ধ স্মার্ট মুখগুলির অন্যতম মিঠু মুখোপাধ্যায়। সোমবার সকালে এল তাঁর প্রয়াণের খবর। জাগতিক জীবনের পথচলা শেষ হল তাঁর। অথচ সত্যি বলতে, পর্দার জীবন থেকে মিঠু যেন বহু আগেই সরে গিয়েছিলেন-প্রায় সাড়ে তিন দশক আগে।১৯৯০ সালে মুক্তি পেয়েছিল তাঁর শেষ ছবি ' ছবিটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল। তারপর আর কোনও ছবিতে দেখা যায়নি তাঁকে। মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই রুপোলি পর্দাকে বিদায় জানিয়েছিলেন মিঠু। ঠিক কী কারণে এত অল্প বয়সে অভিনয় থেকে সরে গেলেন, তার স্পষ্ট উত্তর আজও মেলে না। ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার কিংবা অন্য কোনও কারণ-রয়ে গিয়েছে নানা সম্ভাবনা। তবে কারণ যা-ই হোক, তাঁর আচমকা অন্তরালে চলে যাওয়া বাঙালি দর্শকের মনে তৈরি করেছিল এক দীর্ঘ অপূর্ণতা।মিঠুর অভিনয়জীবনের শুরু ১৯৭১ সালে চিত্ত বসুর 'শেষ পর্ব' ছবির হাত ধরে। তবে দর্শকের মনে তাঁর স্থায়ী পরিচয় তৈরি হয় দীনেন গুপ্তর ' মর্জিনা আবদাল্লা' ছবির 'মর্জিনা' চরিত্রে। সালটা ১৯৭৩। পরের বছর অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'মৌচাক' এবং ১৯৭৫ সালে 'স্বয়ংসিদ্ধা' এই ছবিগুলিই তাঁকে পৌঁছে দেয় বাঙালির ঘরের মেয়ের জায়গায়।'মৌচাক নীপা হোক কিংবা 'স্বয়ংসিদ্ধা' আত্মপ্রত্যয়ী নারী-মিঠুর চরিত্রগুলি নিছক নায়িকার সৌন্দর্যের মধ্যে আটকে থাকেনি। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে ছিল স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস, বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থিতি এবং এক ধরনের আধুনিকতা। ' নীপাকে আজও মনে রাখা হয় তাঁর

সহজ অথচ তীক্ষ্ণ সংলাপ বলার ভঙ্গির জন্য। চরিত্রের মধ্যে যে স্বচ্ছন্দতা ও স্মার্টনেস তিনি আনতেন, তা সেই সময়ের বাংলা ছবিতে আলাদা করে নজর কেড়েছিল।মিঠুর সৌন্দর্য নিয়েও আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয়। একঢাল চুল, টানা চোখ, মুখের অনন্য তিল আর মিষ্টি হাসি-সব মিলিয়ে তাঁর চেহারায় ছিল এক স্বতন্ত্র আকর্ষণ। কিন্তু তাঁকে শুধুই সৌঃদর্যের প্রতিমা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। তাঁর আসল শক্তি ছিল সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে থাকা সেই আত্মবিশ্বাস ও স্মার্টনেস। সময়ের তুলনায় যেন কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকা এক ব্যক্তিত্ব।সেই সময় বাংলা ছবির আকাশে উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো মহাতারকারা রাজত্ব করছেন। পাশাপাশি উঠে আসছেন সমিত ভঞ্জ, সন্তু মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিকের মতো নতুন প্রজন্মের অভিনেতারাও। এমন এক সময়ে মিঠুকে নায়িকাপ্রধান ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে ভরসা করেছিলেন পরিচালক-প্রযোজকেরা। 'স্বয়ংসিদ্ধা' তাঁর চরিত্র সেই আস্থারই প্রমাণ।ছবিতে তিনি শুধু ' বাড়ির মেয়ে' নন। প্রয়োজনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন, অসুস্থ স্বামীর সামনে ঢাল হয়ে উঠতে পারেন-এমন এক নারীচরিত্রকে নিজের অভিনয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিলেন মিঠু। তাই তাঁকে শুধু প্রেমিকা বা নায়িকা হিসেবে দেখলে তাঁর অভিনয়জীবনের বিস্তৃতিটাই ধরা পড়ে না।১৯৭৬ সালে হিন্দি ছবিতেও পা রাখেন মিঠু। শত্রুঘ্ন সিনহার বিপরীতে অভিনয় করার পাশাপাশি সেই ছবিতে ছিলেন রাজ কাপুরের মতো কিংবদন্তি অভিনেতাও। এরপর আরও কয়েকটি হিন্দি ছবিতে কাজ করলেও তাঁর সবচেয়ে গভীর পরিচয় তৈরি হয়েছিল বাংলা ছবির অভিনেত্রী হিসেবেই।আর তারপরই আচমকা পর্দা থেকে সরে যাওয়া। সুচিত্রা সেনের মতোই মিঠুও নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে রেখেছিলেন আড়ালে। তবে দুজনের বিদায়ের সময় এক ছিল না। সুচিত্রা যখন দীর্ঘ অভিনয়জীবনের পর নিজেকে সরিয়ে নেন, মিঠু তখনও বয়সে অত্যন্ত তরুণ। তাঁর সামনে পড়েছিল আরও দীর্ঘ পথ। আরও অনেক চরিত্র, আরও অনেক ছবি হয়তো অপেক্ষা করছিল।কিন্তু তিনি আর ফেরেননি।' তাই আজ শুধু তাঁর শেষ ছবি নয়, এক অর্থে একটি অসমাপ্ত অভিনয়জীবনের নামও। ছবিতে তাঁর বিপরীতে থাকা নবাগত কানওয়ালজি তখনও দর্শকের কাছে নতুন মুখ। কিন্তু ছবির প্রাণ হয়ে উঠেছিলেন মিঠু।পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে আজকের প্রজন্মও ইউটিউবের পুরনো ক্লিপে মিঠু মুখোপাধ্যায়কে দেখে মুগ্ধ হয়। এটাই হয়তো একজন শিল্পীর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। জনপ্রিয়তার সময় শেষ হয়ে যেতে পারে, পর্দার আলো নিভে যেতে পারে, কিন্তু শিল্পীর তৈরি চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব যদি মানুষের স্মৃতিতে থেকে যায়, তবে তাঁর উপস্থিতি আর কখনও পুরোপুরি মুছে যায় না।মিঠু মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তাই। জীবনের শেষ অধ্যায় তিনি কাটিয়েছেন অন্তরালে। কিন্তু বাঙালির স্মৃতিতে তিনি থেকে যাবেন সেই উজ্জ্বল পর্দার মেয়েটি হয়ে-যাঁর চোখে ছিল আত্মবিশ্বাস, হাসিতে ছিল মায়া, আর মুখের সেই নক্ষত্রসম তিলটি আজও মনে করিয়ে দেয় এক হারিয়ে যাওয়া সময়কে।সময় এগিয়ে যাবে। আরও নতুন মুখ আসবে। কিন্তু স্মৃতির জালে আটকে থাকা সেই সাদা-কালো আলোয় মিঠু মুখোপাধ্যায় থেকে যাবেন চিরকাল-এক অনন্যা, এক ' এক চির '

পাসপোর্টের নিয়মে বড় বদল কেন্দ্রের

১-র পাতার পর-টাকা করা হয়েছে। একইভাবে ৩৬ পাতার পাসপোর্ট পুনরায় ইস্যু করতেও আড়াই হাজার টাকা দিতে হবে। এছাড়া, তৎকাল পরিষেবায় ৩৬ পাতার নতুন পাসপোর্ট অথবা পাসপোর্ট পুনরায় ইস্যু করার ক্ষেত্রে ফি হল পাঁচ হাজার টাকা। অন্যদিকে, ৬০ পাতার নতুন সাধারণ পাসপোর্ট অথবা ফের ইস্যু করার জন্য ফি ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে তিন হাজার টাকা করা হয়েছে। তৎকাল-এর ক্ষেত্রে ৬০ পাতার পাসপোর্টের ফি চার হাজার টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ছয় হাজার টাকা।

মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেও দ্রুত শুনানির

১-র পাতার পর-বসেছিল। ঘটনার দিনই নিজের গাড়ি থেকে একটি ভিডিও বার্তা পোস্ট করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের উদ্দেশে মহুয়াকে বলতে শোনা যায়, ''দেখে যান, বুলেটের মতো ডিম খাচ্ছি।''উল্লেখ্য, গত অগাস্ট মাসে মহুয়ার একটি মামলায় বিচারপতি দত্ত মন্তব্য করেছিলেন, ''রাজনীতিতে এসে ডিম ছোড়ায় ভয় কীসের? স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তো বুকে বুলেট সামলেছেন!'' শীর্ষ আদালতের সেই মন্তব্যের রেশ ধরেই তেহট্টের ঘটনায় সরব হন সাংসদ।

কৃষির প্রসারে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ রাসায়নিক নির্ভরতা কমিয়ে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষিপদ্ধতির প্রসারে এবার গ্রামবাংলায় কৃষি সখীদের হাতিয়ার করছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। প্রাকৃতিক কৃষির প্রসার এবং কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বা।ানোর লক্ষ্যে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্রের উদ্যোগে শুরু হল কৃষিসখীদের পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

NAME CHANGE

I, Julfikar Mallick (Old Name) S/O-Akkach Mondal residing at Vill-Hatkhola , PO-Mahakhola , PS-Chapra , Dist-Nadia, West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Julfikar Mallick to Julfikar Mondal and henceforth I shall be known as Julfikar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My name Julfikar Mondal & Julfikar Mallick both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Najina Mallick (Old Name) W/O-Akkach Mondal residing at Vill-Hatkhola , PO-Mahakhola , PS-Chapra , Dist-Nadia, West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Najina Mallick to Najina Mondal and henceforth I shall be known as Najina Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My name Najina Mondal & Najina Mallick both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Akkas Mallick (Old Name) S/O-Fayej Mondal residing at Vill-Hatkhola , PO-Mahakhola , PS-Chapra , Dist-Nadia, West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Akkas Mallick to Akkach Mondal and henceforth I shall be known as Akkach Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My name Akkach Mondal & Akkas Mallick both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Abdur Rahim my father's (Old Name) Md Nowsad Ali residing at Antardwipa , PO-Bhasaipaikar , PS-Samserganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Nowsad Ali to Md Nowshad Ali and henceforth my father's name shall be known as Md Nowshad Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/09/2026 . My father's name Md Nowshad Ali & Md Nowsad Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdus Suvan (Old Name) S/O-Md Aslem Ali residing at Vill-Narayanpur , PO-Amdahara , PS-Ranitala , Dist-Murshidabad, West Bengal 742123 do hereby declared that I have changed my name from Abdus Suvan to Abdus Subhan and henceforth I shall be known as Abdus Subhan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My name Abdus Subhan & Abdus Suvan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anil Kumar, S/o Chhote Narayan, aged about 48 years, residing at A-5, Palki Apartment, Thanapara, Near Police Station, Rampurhat, P.O. Rampurhat, Dist. Birbhum, West Bengal – 731224, hereby declare that I am the father/legal guardian of my minor daughter Twinkle, aged about 16 years and 3 months, Vide Affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Rampurhat, Birbhum, dated 14.09.2026, I have declared that my minor daughter Twinkle shall henceforth be known and identified as "Vedika Varun" for all purposes and in all records, documents, certificates, educational records, identity documents, Government records and other official documents.Twinkle and Vedika Varun are one and the same person, i.e. my minor daughter.

NAME CHANGE

I, Soburali Shaikh (Old Name) S/O-Hekmat Sekh residing at Vill & PO-Talukhuda , PS-Chapra , Dist-Nadia, West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Soburali Shaikh to Sabur Sekh and henceforth I shall be known as Sabur Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My name Sabur Sekh & Soburali Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asekul Seikh (Old Name) S/O-Samiruddin Sk residing at Vill-Kharikadanga , PO-Panchgram , PS-Nabagram , Dist-Murshidabad, West Bengal 742184 do hereby declared that I have changed my name from Asekul Seikh to Asekul Sk and henceforth I shall be known as Asekul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My name Asekul Sk & Asekul Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Samiruddin Seikh (Old Name) S/O-Budhu Sk residing at Vill-Kharikadanga , PO-Panchgram , PS-Nabagram , Dist-Murshidabad, West Bengal 742184 do hereby declared that I have changed my name from Samiruddin Seikh to Samiruddin Sk and henceforth I shall be known as Samiruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My name Samiruddin Sk & Samiruddin Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pali Bibi (Old Name) W/O–Abdul Manib residing at Thanarpara PS-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Pali Bibi to Poly Biswas and henceforth I shall be known as Poly Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My name Poly Biswas & Pali Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mariyam Bibi (Old Name) W/O–Maharam Sekh residing at Vill & PO-Paschim Dogachi , PS-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Mariyam Bibi to Mariyam Bibi Sekh and henceforth I shall be known as Mariyam Bibi Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My name Mariyam Bibi Sekh & Mariyam Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Apurba Mandal (Old Name) S/O–Rabindranath Mandal residing at Vill & PO-Kamarahati , PS-Dhubulia , Dist-Nadia , West Bengal 741154 do hereby declared that I have changed my name from Apurba Mondal to Apurba Mandal and henceforth I shall be known as Apurba Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My name Apurba Mondal & Apurba Mandal both are same and one identical person.

পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা সংক্রান্ত পর্যালোচনা

কলকাতা, ২১সেপ্টেম্বর ঃ রেলওয়ে বোর্ডের অ্যাডিশনাল মেম্বার (রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন) শ্রী রামেন্দ্র কুমার তেওয়ারি এবং পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পান্ডে গত রবিবার (২০.৯.২০২৬) ফেয়ারলি প্লেসস্থিত পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পূর্ব রেলওয়ের বৈদ্যুতিক বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলী পর্যালোচনা করেন। পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী ধনেশ্বর মোহান্ত এবং বৈদ্যুতিক বিভাগের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই পর্যালোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা চলাকালীন মাঠপর্যায়ে তদারকি জোরদার করার ওপর এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে সমস্ত শাখা আধিকারিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আধিকারিকদের নিয়মিত মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করতে এবং ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই), হাই-মাস্ট টাওয়ার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্থাপনাসহ গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক সম্পদগুলির নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ জানান যে, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, রেলওয়ের সম্পদগুলির নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং ট্রেন চলাচল মসৃণ ও বাধাহীন রাখার জন্য কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ এবং মাঠপর্যায়ে নিবিড় তদারকি অত্যন্ত জরুরি। সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধিকারিকদের তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

উৎসবের আয়োজনের বাইরেও প্যারাগন নজর দিচ্ছে সেইসব মানুষের ওপর, যারা এই আয়োজনকে সম্ভব করে তোলেন

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত জুতোর ব্র্যান্ড ' ফুটওয়্যার' দুর্গাপূজো উপলক্ষে একটি নতুন ব্র্যান্ড ফিল্ম নিয়ে এসেছে এই ফিল্মে এমন সব মানুষের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, যাঁদের নিরলস ও নিভৃত প্রচেষ্টায় এই উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পূজোর ঠিক আগের সময়কার প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ফিল্মটি এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আবর্তিত হয়, যিনি এলাকার একটি প্যান্ডেলের বাঁশের কাঠামো তৈরি করার কাজ করেন। এই গল্পের মূলে রয়েছে ওই ব্যক্তি ও তাঁর ছোট্ট মেয়ের মধ্যকার সহজ-সরল সম্পর্ক, যা নির্মাণস্থলের বাইরে তাঁর জীবনের এক ঝলক তুলে ধরে। তাঁদের দৈনঃদিন কথাবার্তা ও মেলামেশার মধ্য দিয়ে ফিল্মটি তাঁর কাজের প্রতি এক নীরব গর্বের অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলে-এমনকি সেই কাজের সুফল যারা ভোগ করেন, তাঁদের অনেকের কাছেই হয়তো সেই কাজের পেছনের শ্রম বা অবদানটি অগোচরেই থেকে যায়। 'টারমারিক' এর ভাবনায় নির্মিত এই গল্পটি দুর্গাপূজোকে এক সহজ ও পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরেছে। এটি উসবের জাঁকজমকের চেয়ে বরং পূজো ঘিরে মানুষের প্রত্যাশা, প্রস্তুতি এবং এর নেপথ্যে থাকা মানুষদের ওপরই বেশি আলোকপাত করে। ফিল্মের গল্পটি একটি ফাঁকা এলাকার মাঠের রূপান্তর এবং তা প্রস্তুতকারী ব্যক্তির দৈনঃদিন জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যেখানে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাঁর অবদানের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে. এই প্রচারণার বিষয়ে প্যারাগন ফুটওয়্যারের মার্কেটিং ও আইটি বিভাগের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেঃটশচীন জোসেফ বলেন, দুর্গাপূজো হলো একতা, ঐতিহ্য এবং সমষ্টিগত চেতনার এক গভীর উসব। প্যারাগন এ আমরা সবসময়ই মানুষের দৈনঃদিন জীবনের এক নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হিসেবে পাশে থাকার এবং প্রতিটি পদক্ষেপে নীরবে সহায়তা করার নীতিতে বিশ্বাসী। এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমরা উসবের মৌসুমে সেই চেতনাকেই তুলে ধরতে চেয়েছি- একটি সহজ অথচ অর্থবহ গল্পের মধ্য দিয়ে, যা একটি উসবকে সফল করে তোলার পেছনে থাকা নানাবিধ প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়।

এর সাথে যোগ করে ' এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রাহুল গুহ বলেন, পূজোর জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের বাইরে গিয়ে, এর নেপথ্যে থাকা অসংখ্য মানুষ ও তাঁদের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরার ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। বাঁশের কাঠামো তৈরি করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিটিকে কেঃদ্র করেই এই গল্পটি বলা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি উপায়। আমরা চেয়েছিলাম ফিল্মটি যেন মানবিক ও অনা।ম্বর হয় বাবা ও মেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক মূল ভাবনার গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ না করেও কাহিনিতে আবেগের এক গভীর মাত্রা যোগ করবে-এমনটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, মেয়ের মতোই দর্শকরাও যেন ধীরে ধীরে তাঁর কাজের তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন।

ফিল্মটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে, যেখানে দুর্গাপূজো কে ঘিরে যে উদ্দীপনা ও প্রতীক্ষা থাকে, তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো পূজো-মণ্ডপ তৈরি করার প্রক্রিয়া। উসবের চূ।ান্ত আয়োজনের জাঁকজমকের ওপর নির্ভর না করে, এই ফিল্মটি প্রস্তুতির দিনগুলোর মধ্যেই তার আবেগের সন্ধান করে-বাঁশের তৈরি হতে থাকা কাঠামো, পরিচিত মানুষের আনাগোনা, পূজোর আয়োজনের সূচনা এবং সেই ব্যক্তির মনে থাকা এক নীরব গর্ব, যিনি জানেন এই সবকিছুর নেপথ্যে আসলে কী রয়েছে। দুর্গাপূজো উপলক্ষে ডিজিটাল ও সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম জু।ে এই প্রচারভিযানটি শুরু করা হবে এতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গ এবং এমন সব দর্শকদের ওপর, যারা এই উসবকে ঘিরে থাকা সংস্কৃতি, আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

NAME CHANGE

I, Mousumi Ghosh (Roy), W/O Army no 733277L, Rank Subedar, Arup Ghosh, D/O Ranjit Kumar Roy. resident of Fulur, Kanturi, PS: Sainthia, Dist: Birbhum, WB, Pin 731234 have change my name from Mousumi Ghosh (Roy) and Mousumi Roy to Mousumi Ghosh vide affidavit no 2421 dated 31.08.2026 the court of Ld Judicial Magistrate, 3rd Court at Suri, Birbhum.

AFFIDAVIT

I, Kamal Kumar Dutta, Mother, s name Abharani Dutta, R/O & P.O. & Dist . Coochbehar, P.S. Kotwali. That in my Above mentioned Voter Id Card, Which is recorded my Mother's name as Abharani Dutta. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1998 038776, Wherein my name has been recorded as Kamal Kr. Dutta. That in my Above mentioned Driving Licence Card, my father's name is mentioned as i.e. Lt. Satya Ranjan Dutta, Wherein by mistakenly my father's name, Lt. Satya Ranjan Dutta, to be recorded in Place of my Mother,s name Abharani Dutta. That Said Kamal Kumar Dutta and Kamal Kr. Dutta, is one and same identical person., Dt. 08/09/26. Before The Notary Public, (S), Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Anjali Roy W/o Migu Roy Residing at Vill. + P.O- Bijur, P.S-Memari, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713422, W.B, do hereby Solemnly affirm and declare my actual name Anjali Roy instead of Anjana Roy & Anjana and my husband's actual name Migu Roy instead of Migu, Vide Affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman. Date-08/09/26. Anjali Roy W/o Migu Roy, Anjana Roy W/o Migu and Anjana W/o Migu all are same person.

NAME CHANGE

I, Fahamida Salim (old name) D/o-Salim Nehaly residing at 1/7A/12, J.K. Ghosh Road, Ultadanga, Belgachia, Kolkata, Pin-700037 W.B, do hereby declare that I have changed my name from Fahamida Salim to Fahmida Salim(New Name) and henceforth I shall be known as Fahmida Salim(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata dated 15/09/2026. Fahamida Salim and Fahmida Salim is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hamim Sekh S/o Late Abilas Sekh Residing at Vill-Rukunpur, P.O-Rukunpur, P.S-Dhubulia, Dist-Nadia, Pin-741154, W.B, do hereby Solemnly affirm and declare my mother's actual name Lata Bibi Sekh instead of Lata Bibi, which is wrongly recorded as Lata Bibi in my Birth Certificate No. 128, Dt.-04.10.2002, Vide Affidavit No. 01 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Krishnagar, Nadia. Date-19/09/26. Lata Bibi Sekh and Lata Bibi is same and identical person.

৩৩ লক্ষ ভোটারের রেকর্ডে 'গড়মিল' বিশেষ ব্যাখ্যা দিল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লিতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পর এবার নোটিসের তালিকায় নাম উঠে এসেছে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তেরও। তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় নথি ও সরেজমিন যাচাইয়ের পর রেখা গুপ্তের ভোটার হিসেবে নথিভুক্তি বৈধ বলে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকাতেও তাঁর নাম থাকবে। দিল্লিতে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক ভোটারের তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩৩.১৩ লক্ষ ভোটারের নথিতে এমন কিছু অসঙ্গতি চিহ্নিত হয়েছে, যার ভিত্তিতে নোটিস পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ৩১.৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটারকে ইতিমধ্যে নোটিস দেওয়া হয়েছে। মূলত দুটি ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে-আগের এসআইআর-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান তথ্যের ' না হওয়া এবং তথ্যের মধ্যে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি' থাকা।রেখা গুপ্তের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধরনের অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল। তাঁর গণনা-সংক্রান্ত নথিতে নিজের বয়সের সঙ্গে বাবা-মায়ের বয়সের ব্যবধান নিয়ে অসঙ্গতি দেখা যায়। সেই কারণেই তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়েছিল বলে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।তবে বিষয়টি সেখানেই শেষ হয়নি। কমিশনের বক্তব্য, নোটিস পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি যাচাই করা হয়। পাশাপাশি বুথ লেভেল অফিসারের মাধ্যমে সরেজমিন যাচাইও করা হয়েছে। সেই যাচাইয়ের পর রেখা গুপ্তের ভোটার সংক্রান্ত তথ্য সঠিক বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে শালিমার বাগ বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রাখা হবে।অন্যদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর পরিবারের পাঁচ সদস্যকে 'Unmapped with Last SIR' শ্রেণিতে নোটিস দেওয়া হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন কেজরিওয়াল, তাঁর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল, ছেলে পুলকিত কেজরিওয়াল এবং তাঁর বাবা-মা গোবিন্দ রাম কেজরিওয়াল ও গীতা দেবী। তাঁদের নাম আগের এসআইআর-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান তথ্যের মাধ্যমে মেলানো যায়নি বলেই এই শ্রেণিতে রাখা হয়েছে।কেজরিওয়াল পরিবারের পাশাপাশি দিল্লির আরও বেশ কয়েকজন পরিচিত রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ব্যক্তিত্বের নামও নোটিসের তালিকায় রয়েছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসআইআর-এর পদ্ধতি ও নোটিস দেওয়ার কারণ নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে।তবে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, এটি কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য নেওয়া পদক্ষেপ নয়। ভোটার তালিকার তথ্য যাচাইয়ের অংশ হিসেবেই সংশ্লিষ্ট ভোটারদের নোটিস দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, রেকর্ডে কোনও অসঙ্গতি থাকলে তা নথি ও যাচাইয়ের মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ রয়েছে।এই পরিস্থিতিতে এসআইআর ঘিরে বিতর্কের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি' এবং 'আনম্যাপড শ্রেণি।

ADITYA BIRLA CAPITAL

আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাবল, গুজরাট - ৩৬২২৬৬
কর্পোরেট কার্যালয়ঃ ১২তম তল, আর টেক পার্ক, নির্লন কমপ্লেক্স, হাব মলের কাছে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০ ০৬৩, মহারাষ্ট্র

দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (আইন)-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইটারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (বিধিমালা)-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত।

১১.০৩.২০২৪ তারিখের 'একত্রীকরণ স্কিম'-এর মাধ্যমে আদিত্য বি।লা ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের মধ্যে যে একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়েছে-যা ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (আহমেদাবাদ)-এর ২৪.০৩.২০২৫ তারিখের আদেশে যথাযথভাবে নথিভুক্ত-তার ফলে, উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তির বিষয়ে আদিত্য বি।লা ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত সমস্ত SARFAESI কার্যক্রম একত্রীকৃত কোম্পানি 'আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড'-এর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।তদনুসারে, উক্ত আইনের অধীনে আদিত্য বি।লা ক্যাপিটাল লিমিটেড (ABCL)-এর 'অনুমোদিত কর্মকর্তা' (Authorized Officer) হিসেবে এবং আইনের ধারা ১৩(১২)-এর সাথে বিধি ৩-এর পঠন অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে 'দাবি নোটিশ' (Demand Notice) জারি করেছেন। এই নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস যে, ঋণগ্রহীতা(গণ) দাবি নোটিশ গ্রহণ এ।িয়ে চলছেন তাই বিধিমোতাবেক নোটিশটি সংশ্লিষ্ট স্থানে সাঁটিয়ে (affixation) এবং প্রকাশনার মাধ্যমে জারি করা হচ্ছে। দাবি নোটিশের বিষয়বস্তু নিচে দেওয়া হলোঃ
উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারী / আইনি প্রতিনিধিদের পুনরায় নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ABCL-কে সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করেন। এই অর্থের সাথে নিচে (এ) কলামে উল্লিখিত তারিখ থেকে শুরু করে অর্থ পরিশোধ বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদও (যার বিবরণ নিচে দেওয়া হয়েছে) পরিশোধ করতে হবে যা ঋণ চুক্তি এবং ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য নথিপত্র বা দলিলের শর্তাবলি অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে। ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের জামানত হিসেবে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ কর্তৃক নিম্নোক্ত 'সুরক্ষিত সম্পদ' (Secured Asset) ABCL-এর কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	দাবি সংক্রান্ত নোটিশ ও এনপিএ তারিখ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১।	১. **মেসার্স মা লক্ষ্মী ট্রেডার্স,** এর মালিকের মাধ্যমে বিলাশ মন্ডল, **ঠিকানাঃ** গ্রাম/ পি. ও বালিশা, পি.এস. অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগণা, নারায়ণপুর-৭৪৩ ২৩৪. ২. **মেসেস' বিলাশ মন্ডল, ঠিকানাঃ** গ্রাম/ পি. ও-বালিশা, পি.এস. অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগণা,নারায়ণপুর-৭৪৩ ২৩৪ এছাড়াও ৫৩১ এম, চাউলপট্টি রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১০। ৩. **মিঃ বিশ্বজিৎ মন্ডল, ঠিকানাঃ** গ্রাম/ পি. ও বালিশা, পি.এস. অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগনা,নারায়ণপুর-৭৪৩ ২৩৪ এছাড়াও ৫৩১ এম, চাউলপট্টি রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১০। **লোন এসি। নম্বর ABKOLSTS000000611487**	**১৫.০৯.২০২৬ ও ০৩.০৬.২০২৪** **মোট ও / এস বকেয়া অর্থ** **টাকা ৪৩,৩৭,৮১৫.১০ ১৫.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী**	একটি কক্ষ, একটি রান্নাঘর এবং স্নানঘর-সহ-শৌচাগার- যার মোট আয়তন (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া) আনুমানিক ৮৮৮ বর্গফুট এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত কলকাতা-১০-এর বালিঘাটা থানা এলাকার ৫৩১এম চালপট্টি রোডের ভবনের দ্বিতীয় তলার উত্তর-পশ্চিম দিকের 'ব্লক বি'-তে অবস্থিত। এর সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপার্টমেন্ট মালিকানা আইন, ১৯৭২' (W. B. Apartment Ownership Act, 1972)-এর অধীনে উক্ত কাঠামোর নিচের জমি এবং সাধারণ ব্যবহার্য স্থান ও সুযোগ-সুবিধার ওপর আনুপাতিক ও অবিভাজ্য অধিকার।সম্পত্তিটির বিবরণঃ তৌজি নং ১২৯৮ (পুরাতন) ও ২৮৩৩ (নতুন) মৌজা মল্লিকাবাদ হোল্ডিং নং ১ ডিভিশন নং ৩ সাব-ডিভিশন নং ৬ ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম প্রাঙ্গণ ঠিকানা নং ৫৩১এম (পুরাতন নং ৪০, ৪১ ও ৫৩১) চালপট্টি রোড থানা বালিঘাটা ওয়ার্ড নং ৩৩ কলকাতা পৌরসংস্থা (KMC) এডিএসআর (ADSR) শিয়ালদহ কলকাতা-৭০০ ০১০ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

এর সাথে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ (যা উপরে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট দাবি-নোটিশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এবং অর্থ প্রদান বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও অন্যান্য চার্জও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা ABCL-কে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে ABCL উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য বিধিমালার অধীনে উপরে উল্লিখিত জামানতকৃত সম্পদস্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এক্ষেত্রে যাবতীয় খরচ ও পরিণতির দায়-দায়িত্ব এবং ঝুঁকি সম্পূর্ণভাবে উক্ত ঋণগ্রহীতাআইনগত উত্তরাধিকারীআইনগত প্রতিনিধির ওপর বর্তাবে।উক্ত আইনের অধীনে, ABCL-এর পূর্বানুমতি ছাড়া বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে উল্লিখিত জামানতকৃত সম্পদস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা উক্ত ঋণগ্রহীতাআইনগত উত্তরাধিকারীআইনগত প্রতিনিধির জন্য নিষিদ্ধ। অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, এটি 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)'-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে একটি চূড়ান্ত নোটিশ। উল্লেখ্য যে, ঋণগ্রহীতার ঝুঁকি, দায়-দায়িত্ব ও খরচের বিনিময়ে উপরে উল্লিখিত যেকোনো বা সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করার পূর্ণ অধিকার ABCL-এর রয়েছে।

স্থানঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ তারিখঃ ২২.০৯.২০২৬ স্বাক্ষর- **অনুমোদিত কর্মকর্তা, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড**

অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN:L51909WB1994PLC061514
রেজিঃ অফিসঃ ৩২, কেএল সায়গল সরণি ৭৪০এ, ব্লক-পি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ইমেলঃ cs@auroimpex.com ওয়েবসাইট ঃ www.auroimpex.com
ফোন নম্বর ০৩৩-২৪০০ ৬৩০০

অসাধারণ সাধারণ সভা, কাট-অফ তারিখ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, '**অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড**'-এর সদস্যদের একটি 'অসাধারণ সাধারণ সভা' ২০২৬ সালের **১৫ই অক্টোবর**, বৃহস্পতিবার দুপুর **১২.০০**টায় ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যা 'মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স' এবং 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া'-র জারি করা প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা বা সার্কুলার মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে।যেসব সদস্য কোম্পানিরেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট -এর কাছে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেছেন এবং ২০২৬ সালের **১৮ই সেপ্টেম্বর**, শুক্রবার পর্যন্ত কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে EGM-এর নোটিশ এবং সভায় আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত 'ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি' (Explanatory Statement) পাঠানো হয়েছে। EGM-এর নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.auroimpex.com), ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE)-এর ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, সভার তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (শনিবার ব্যতীত অন্য কর্মদিবসগুলিতে) কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও এগুলি পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ রয়েছে। MCA এবং SEBI-র সার্কুলার অনুযায়ী নোটিশের হার্ড কপি বা মুদ্রিত অনুলিপি পাঠানোর আবশ্যিকতা তুলে নেওয়া হয়েছে তাই EGM-এর কোনো মুদ্রিত অনুলিপি প্রদান করা হবে না। EGM-এর নোটিশে উল্লিখিত নথিপত্রগুলি নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে ক্সক্সগ্ব-এর তারিখ পর্যন্ত সদস্যরা কোনো ফি ছাড়াই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিদর্শন করতে পারবেন। যে সদস্যরা এই ধরনের বিধিবদ্ধ রেজিস্টার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক, তাঁদের কোম্পানির cs@auroimpex.com বা investors@auroimpex.com ঠিকানায় ই-মেইল পাঠাতে হবে। যেহেতু EGM-টি VCOAVM-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই সদস্যদের সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা রাখা হয়নি। সেই অনুযায়ী, এই EGM-এর ক্ষেত্রে সদস্যদের দ্বারা 'প্রক্সি' (প্রতিনিধি) নিয়োগের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে না। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা এবং তৎসহ পঠিত... কোম্পানিজ (ম্যানেজমেঃট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সময়ে সময়ে সংশোধিত)-এর ২০ নম্বর বিধি এবং সেবি (SEBI) এলওডিআর (LODR)-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, শেয়ারহোল্ডারদের ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় এনএসডিএল (NSDL) কর্তৃক প্রদত্ত 'রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং' (রিমোট ই-ভোটিং) সুবিধা ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া, কোম্পানি ইজিএম চলাকালীন এবং সভা শেষ হওয়ার পর আরও ১৫ মিনিট সময় পর্যন্ত ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধাও প্রদান করছে। রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত পদ্ধতি ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সকল সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যেঃ

১. ভিসি ও এভিএম -এর মাধ্যমে অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী ইজিএম -এর বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
২. শুধুমাত্র সেইসব সদস্য ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের যোগ্য হবেন, যাদের নাম 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ৮ অক্টোবর, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার)-এ ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সদস্য রেজিস্টার বা বেনিফিশিয়াল ওনার্স -এর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে।
৩. রিমোট ই-ভোটিং-এর সময়কাল ১২ অক্টোবর, ২০২৬ (সোমবার) সকাল ৯.০০টা থেকে শুরু হয়ে ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ (বুধবার) বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে সদস্যরা আর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন না।
৪. বিজ্ঞপ্তি জারির পর শেয়ার অর্জন করে সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, এমন ব্যক্তিরা তাদের ফোলিও নম্বর অথবা ডিপিআইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে evoting@nsdl.com এ ইমেইল পাঠানোর মাধ্যমে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, কোনো সদস্য যদি ইতিমধ্যে ই-ভোটিং-এর জন্য নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে লগ-ইন ও ভোট প্রদানের জন্য তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে।
৫. যে সদস্যরা ইজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তারা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। অবশ্য বক্তা হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে থাকলে তারা আলোচ্যসূচির বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি এবং ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন, তারা ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের যোগ্য হবেন।
৬. কোম্পানি 'এম. রাঠি অ্যান্ড কোং' (M. Rathi Co.)-এর স্বত্বাধিকারী এবং প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি সিএস কুমকুম রাঠি-কে (আইসিএসআই সদস্যপদ নম্বরঃ FCS-F6016 প্র্যাকটিস সার্টিফিকেট নম্বরঃ ৬২০৯ ফার্ম রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ S2006WB006800 কলকাতা) ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
৭. স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, কোম্পানি ইজিএম সমাপ্ত হওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর কাছে ভোটিং ফলাফলের বিস্তারিত তথ্য জমা দেবে, যা 'লিস্টিং রেগুলেশনস'-এর ৪৪ (৩) নম্বর বিধির আওতায় আবশ্যক।
৮. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব প্রীতম দত্ত-এর সাথে pritamd@nsdl.com ইমেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আরও স্পষ্টীকরণের জন্য ০২২-৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।

অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে ও হয়ে স্বাক্ষর /-
মধু গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং- এ৭৯৬২০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২২.০৯.২০২৬

স্বচ্ছতা হি সেবা কার্যসূচির অধীনে স্বচ্ছতা, স্যানিটেশন ও জনঅংশগ্রহণকে মজবুত করছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ২০২৬

পর্যন্ত চলমান 'স্বচ্ছতা হি সেবা - ২০২৬' অভিযানের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন, সংস্থান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, স্যানিটেশন, পরিবেশগত সচেতনতা ও জনকল্যাণমূলক কার্যসূচি সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এই কার্যসূচিগুলিতে রেলওয়ে আধাকিরক, সাফাই মিত্র, শিক্ষার্থী, স্কাউটস ও গাইডস এবং যাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে, যা সম্মিলিত দায়িত্ববোধের চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করছে। এই অভিযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও জলাশয়গুলির সুরক্ষা করা। এন.এফ. রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর সদস্যরা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরসহ বিভিন্ন নদীর তীর পরিস্কার করার কার্যসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্বেচ্ছাসেবকরা নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলি পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করছেন এবং জলাশয় ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানসমূহ রক্ষার বিষয়েও সচেতন করছেন। বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে সনাক্ত করা 'ক্লীনলিনেস টারগেট ইউনিটস' (সিটিইউ) এবং গারবেজ ভালনারেবল পয়েন্টস (জিভিপি)-গুলির ওপরও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে সাফাই মিত্ররা এপ্রোচ রোড, রেললাইনের পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং অন্যান্য সনাক্তকৃত স্থানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাচ্ছেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানগুলিতে পানীয় জলের ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং জলের ট্যাঙ্ক পরিস্কার করা। পরিচ্ছন্নতা কার্যসূচির অংশ হিসেবে জলের ট্যাঙ্কগুলি নিয়মিত পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে পাশাপাশি যাত্রী, রেলওয়ে কর্মী এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে পেয় জলের ব্যবস্থাও বজায় রাখা হচ্ছে। 'স্বচ্ছ পাঠশালা' অভিযানের অধীনে, বিভিন্ন রেলওয়ে স্কুলে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আয়োজন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটেশন, বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং দায়িত্বশীলভাবে বর্জ্য অপসারণ বিষয়ে সচেতন করে তোলা। অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'স্বচ্ছতা' ও 'জল সঞ্চয়' বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং কুইজেরও আয়োজন করা হচ্ছে। রেলওয়ে আধিকারিক, সাফাই মিত্র ও যাত্রীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক শপথ গ্রহণ করানো হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দায়িত্বশীল আচরণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রেলওয়ের স্কুল, কলোনি, হাসপাতাল এবং অন্যান্য রেল-চত্তরগুলিতেও অনুরূপ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এই সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, পরিবেশগত দায়বদ্ধতা, জনকল্যাণ ও জনঅংশগ্রহণের বিষয়গুলিকে উৎসাহিত করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে 'স্বচতা হি সেবা ২০২৬' কার্যসূচিকে আরও মজবুত করে চলছে। এই পদক্ষেপ স্বাস্থ্যবিধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জল সংরক্ষণের বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা গড়ে তুলছে এবং একই সাথে জনসাধারণকে পরিচ্ছন্নতাকে নিয়মিত অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করছে। রেলওয়ে কর্মচারী, যাত্রী, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সমাজে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তনে অবদান রাখছে।

শিশুমৃত্যুর অভিযোগের পর এআই দিয়ে নগ্ন ছবি বানিয়ে হুমকি, মন্তেশ্বরে গৃহবধূর অভিযোগ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলে শিশুমৃত্যুর ঘটনার পর এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিকৃত ও নগ্ন ছবি তৈরি করে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ উঠল। মৃত শিশুর ২২ বছরের মা রবিবার পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। মন্তেশ্বর থানার পশ্চিম খরমপুরের বাসিন্দা ওই গৃহবধূর অভিযোগ, তার ছেলে অরণ্য রায়কে ফাইমোসিসের অস্ত্রোপচারের জন্য বর্ধমানের লাইফ কেয়ার নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিবারের দাবি, অস্ত্রোপচারের পর ভুল চিকিৎসার জেরে ওই দিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ শিশুটির মৃত্যু হয়। ঘটনায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বর্ধমান সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। অভিযোগকারিণীর দাবি, এরপরই একটি অচেনা নম্বর থেকে তার ফোনে হুমকি আসে। তাকে বলা হয়, এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে তার মুখ বসিয়ে নগ্ন ছবি তৈরি করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে এবং আরও ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত ওই ধরনের কোনও পোস্টের সরাসরি লিংক তিনি পাননি বলে অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন। এই ঘটনায় আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে দাবি করে ওই গৃহবধূ, হুমকির নেপথ্যে কারা রয়েছে তা তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। যে নাম্বার থেকে ওই গৃহবধূকে ফোন করা হয়েছিল সেই নাম্বারে ফোন করলেও ফোন ধরে নি কেউ। তবে ট্রু কলারে নাম উঠছে হাসিবুল মল্লিক। এখন কে এই হাসিবুল মল্লিক, তার সাথে ওই নার্সিং হোমের সম্পর্ক কি তা অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বর্ধমান সফরের আগে এই অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। সফরে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে পর্যালোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৪.০৯.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : টিএন-১৬৮-২৬-২৭। কাজের নাম :** সোনারপুর ও বারাসাতে ইলেক্ট্রিক্যাল (জি) বিভাগের জন্য কার্যালয় ভবনের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৯৯,৬৪,৮৬১.১৬ টাকা। **ইএমডি:** ৩,৯৯,৩০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : টিএন-১৬৯-২৬-২৭। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধীনে বিভিন্ন স্থানে সেস মেরামতি/সাব ব্যাঙ্ক করে তটের পুনঃসংস্কার এবং অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৫০,১০,৫৪৪.৫১ টাকা। **ইএমডি:** ৫,০০,২০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : টিএন-১৭০-২৬-২৭। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে বারাসাত ও সোনারপুরের ইএমইউ কারশেডের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন গৌণ কাজ ইত্যাদির জন্য জোনাল কাজ (৩০.০৬.২০২৭ তারিখ সমাপ্ত মেয়াদের জন্য জোন নং ৪১)। **টেন্ডার মূল্য:** ৬০,০০,০০০ টাকা। **ইএমডি:** ১,২০,০০০ টাকা। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং : টিএন-১৭১-২৬-২৭। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/বারাসাতের শাখায় সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,২৭,৫৪,৭৯৩.৩৭ টাকা। **ইএমডি:** ২,৫৫,১০০ টাকা। **ক্র.নং ৫, টেন্ডার নং : টিএন-১৭৩-২৬-২৭। কাজের নাম :** শিয়ালদহ ও সোনারপুরের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ে স্টেশনের উপর ইলেক্ট্রিক্যাল প্যানেলের পুনঃসংস্কার ও সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য:** ২,২৭,০৮,২৬৪.৮৯ টাকা। **ইএমডি:** ৪,৫৪,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস (ক্র.নং ১, ৩, ৪ ও ৫-এর জন্য) এবং ১৮ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৩.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ১৩.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-231/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ব্যারাকপুর স্টেশনে মা তারা এক্সপ্রেসের অতিরিক্ত স্টপেজ

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রীসাধারণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ বিভাগের অধীনস্থ ব্যারাকপুর স্টেশনে ১৩১৮৭ / ১৩১৮৮ শিয়ালদহ - রামপুরহাট - শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেসের পরীক্ষামূলকভাবে অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিষেবা আগামী ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। ১৩১৮৭ শিয়ালদহ - রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস সকাল ০৭.৪১ মিনিটে ব্যারাকপুরে পৌঁছাবে এবং ০৭.৪২ মিনিটে ছাড়বে। অপরদিকে ১৩১৮৮ রামপুরহাট - শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস বিকেল ১৭৫৩ মিনিটে ব্যারাকপুরে পৌঁছাবে এবং ১৭.৫৪ মিনিটে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। ব্যারাকপুরে এই অতিরিক্ত স্টপেজের ফলে ব্যারাকপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলের যাত্রীরা বিখ্যাত মা তারা মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ রামপুরহাটের অভিমুখে সরাসরি যাতায়াতের সুবিধা পাবেন। এই নতুন ব্যবস্থাটি ব্যারাকপুর অঞ্চল থেকে রামপুরহাটগামী নিত্য ও অন্যান্য সাধারণ যাত্রীদের ভ্রমণকে আরও সুবিধাজনক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে।

পটাশপুরে প্রাক্তন তৃণমূল প্রধানকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ! নিশানায় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর-২ ব্লকের সাউথখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান তথা তৃণমূল নেতা বিজনবন্ধু বাগকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, বাড়িতে ঢুকে তাঁকে মারধর করার পর মোটরবাইকে করে নিয়ে গিয়ে রাস্তাতেও মারধর করা হয়। পরে একটি স্থানীয় কাঠ মিলে আটকে রেখেও ফের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। যদিও বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পরিবার সূত্রে অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার বিজনবন্ধু বাগ বাড়িতে থাকার সময় কয়েকজন ব্যক্তি সেখানে আসেন। অভিযোগ, বাড়ির মধ্যেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এরপর তাঁকে মোটরবাইকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পথেও মারধর করা হয় বলে পরিবারের দাবি। পরে তাঁকে একটি স্থানীয় কাঠ মিলে নিয়ে গিয়ে সেখানে আটকে রেখে ফের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে পটাশপুর থানায় যোগাযোগ করা হয়। এরপর পুলিশ দু'জনকে আটক করে বলে জানা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় বিজনবন্ধু বাগকে উদ্ধার করে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় বিজনবন্ধু বাগের। বিজনবন্ধু বাগের মৃত্যুকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূল নেতা অখিল গিরি বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক কারণেই বিজনবন্ধু বাগের উপর হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, পরিবারের আরও অভিযোগ, ঘটনার পর পুলিশ যে দু'জনকে আটক করেছিল, তাঁদের পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবারের দাবি, পুলিশ ও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে চাপ সৃষ্টি করে অভিযোগ তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি ঘটনার গুরুত্ব কমিয়ে দিতে টাকার লেনদেনের প্রসঙ্গও সামনে আনা হচ্ছে বলে অভিযোগ পরিবারের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পটাশপুরের সাউথখণ্ড এলাকায় তৈরি হয়েছে তীব্র উত্তেজনা। একজন প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের উপর হামলা এবং পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই একাধিক প্রশ্ন উঠছে। কে বা কারা বিজনবন্ধু বাগের উপর হামলা চালিয়েছিল, হামলার প্রকৃত কারণ কী এবং এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কি না-তা তদন্তেই স্পষ্ট হবে। তবে বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তারা অস্বীকার করেছে। বিজেপি নেতা অরুপ দাস জানিয়েছেন, তৃণমূলের প্রতীক চলে যাওয়ার পরে, তারা নিজেরাই খুবই ভিত ও সন্ত্রস্ত। তবে তদন্ত হবে। তদন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক ঘটনার উদঘাটন হবে। ফলে বিজনবন্ধু বাগের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরই হামলার প্রকৃত কারণ এবং দায়ীদের ভূমিকা স্পষ্ট হবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই মনে করছে।

বেপরোয়া গাড়ির তলায় পিষে গেল একরত্তি! আশঙ্কাজনক বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ বাবার সঙ্গে লজেন্স কিনতে বেরিয়ে আর ফেরা হল না বাড়ির ফুটফুটে খুদের। ময়নাগুড়িতে বেপরোয়া গাড়ির তলায় পিষ্ট বছর চারেকের সুরজ। বাবার বাইকের সামনে বসে বাজারে যাওয়া, আবদার মতো হাত বাড়িয়ে লজেন্স বা চকোলেট নেওয়া রোজকার এমন চেনা আনন্দেই মেতে থাকত বছর চারেকের ফুটফুটে সুরজ। কিন্তু সোমবারের এক তপ্ত দুপুর যে এক লহমায় গোটা পরিবারকে অন্ধকারে ঠেলে দেবে, তা ভাবতেও পারেনি কেউ। বাবার সঙ্গে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না একরত্তি শিশুটির। চোখের পলকে সব শেষ। বেপরোয়া চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল শিশুর। আর আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা। হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাইধাইঘাট সংলগ্ন হরিমন্দির এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে কন্যাবাড়ির বাসিন্দা সঞ্জয় সরকার তাঁর চার বছরের শিশুপুত্র সুরজকে নিয়ে বাইকে করে আমগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। হরিমন্দির সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই হঠাৎ একটি টোটোর সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। অভিঘাতে বাইক সামলাতে না পেরে বাবা ও ছেলে দুজনেই ছিটকে পাকা রাস্তায় পড়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঠিক সেই মুহূর্তেই পিছন দিক থেকে আসা একটি চার চাকার গাড়ি রাস্তায় পড়ে থাকা সুরজের ওপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই নিথর হয়ে যায় চার বছরের শিশুটি। রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর জখম হন বাবা সঞ্জয় সরকার। দুর্ঘটনার বিকট শব্দে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে পুলিশে খবর দেন। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত সঞ্জয়বাবুকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে, অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক। সুরজের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার পরই চার চাকার গাড়িটি ঘটনাস্থল ছেড়ে চম্পট দেয়। ঘাতক গাড়িটির সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চোখের সামনে এমন তাজা একটা প্রাণের করুণ পরিণতিতে কন্যাবাড়ি ও আমগুড়ি এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোক ও স্তব্ধতা।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:
Name of Work: 1. Temporary IT Installation of CCTV Surveillance System in connection with the VVIP Visit on 25.09.2026 at CAMRI Play Ground, Purba Bardhaman.
2. Temporary IT Installation of AV System, Giant Screen, LED Display and Internet Connectivity etc in connection with the VVIP Visit on 25.09.2026 at CAMRI Play Ground, Purba Bardhaman.
3. Temporary IT Installation of Sound System in connection with the VVIP Visit on 25.09.2026 at CAMRI Play Ground, Purba Bardhaman.
4. Temporary IT Infrastructural Works at Helipad Ground in connection with the VVIP Visit on 25.09.2026 at Purba Bardhaman.
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-85 of 2026-27 , WBPWD/EE/BIT/NIQ-86 of 2026-27 , WBPWD/EE/BIT/NIQ-87 of 2026-27 , WBPWD/EE/BIT/NIQ-88 of 2026-27
Last date of submission of Quotation: **23.09.2026 up to 10:00 AM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (**https://www.pwdwb.in**)

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

চলন্ত বাইকে পকেটে থাকা মোবাইল বিস্ফোরিত! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোতে ধাক্কা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ চলন্ত বাইকে পকেটে থাকা মোবাইল ফোন আচমকাই বিস্ফোরিত! আর সেই বিস্ফোরণের জেরে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোতে ধাক্কা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের ডাকবাংলো এলাকায়। জানা গেছে, সোমবার বিকেলে বাহাদুরপুর থেকে ডাকবাংলার দিকে বাইকে করে যাচ্ছিলেন রকি সেখ নামের যুবক। সেই সময় আচমকাই তাঁর পকেটে থাকা মোবাইল ফোনে বিস্ফোরণ ঘটে বলে দাবি। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাইক আরোহী। বাইকের নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে রাস্তার উপর থাকা একটি টোটোতে ধাক্কা মারেন তিনি। ঘটনায় টোটোতে থাকা দুই যাত্রী গুরুতরভাবে জখম হন বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে বড়ঞা গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, হঠাই দেখতে পায় বিকট আওয়াজ মোটর বাইকের মধ্যে। পড়ে দেখা যায় মোবাইল ফেটে এক যুবক আহত হয়েছেন এবং সোজাসুজি টোটো গাড়িতে ধাক্কা মারে। ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। আহত যুবক রকি সেখের দাবি, পুরাতন মোবাইল বেশ কিছু সময় গরম হয়ে যেত। আজকে হঠাৎই বিস্ফোরণ হয়। তবে ঠিক কী কারণে চলন্ত অবস্থায় মোবাইল ফোনে এমন বিস্ফোরণ ঘটল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মোবাইলের ব্যাটারি, অতিরিক্ত তাপমাত্রা কিংবা অন্য কোনও কারণে এই ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বড়ঞা থানার পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। চলন্ত বাইকে মোবাইল বিস্ফোরণ- তারপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোতে ধাক্কা। মোবাইল বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ কী, এখন সেটাই তদন্তের বিষয়।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:
Name of Work: 1. Temporary IT Installation of CCTV Surveillance System in connection with the VVIP Visit at Sarbamangala Mandir Complex on 25.09.2026 at Purba Bardhaman.
2. Temporary IT Installation of LED Screen, AV System, VC with Social Media Live Setup and Internet Connectivity in connection with the VVIP Visit at Sarbamangala Mandir Complex on 25.09.2026 at Purba Bardhaman.
3. Temporary IT Installation of Sound System in connection with the VVIP Visit at Sarbamangala Mandir Complex on 25.09.2026 at Purba Bardhaman.
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-89, WBPWD/EE/BIT/NIQ-90 & WBPWD/EE/BIT/NIQ-91 of 2026-27. Last date of submission of Quotation: **23.09.2026 up to 10:00 AM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (**https://www.pwdwb.in**)

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata - 700144

E - TENDER NOTICE

Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for (1) Emergency repairing & upgradation works at different wards under Baruipur Municipality vide e-NIT - **WBMAD/ULB/BM/NIT-04(e)/2026-27** last date: 06.10.2026 up to 9 AM. Details information may be obtained during office hours 11 AM - 5 PM. Website: **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

Panihati Municipality
BT Road, Panihati, Kol-700114

Auction Notice

Bids are invited from Registered RVSF regarding attained in Auction of Old vehicles registered or ownership of Panihati Municipality.
1. PM/Genl/Auction/2026/01/ dated 21.09.2026
Bidding Date on 28/09/2026 at the chamber of under signed at 2.00-3.00 p.m. All necessary documents may download from the below mentioned website. Under signed reserve the right to accept or reject any Quotation/ tender/ EOI or all without assigning any reason. For details contact MVI, Panihati Municipality and website of www.panihatimunicipality.

S/d-
Executive Officer
Panihati Municipality

যাত্রীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিষেবা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলওয়ের জল ও খাদ্য নিরাপত্তা নজরদারি জোরদার

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রী এবং রেলওয়ে কর্মীদের উভয়ের জন্যই উচ্চমানের স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি

পুনর্ব্যক্ত করে পূর্ব রেলওয়ে ১৩.০৯.২০২৬ থেকে ১৯.০৯.২০২৬ সময়কালের মধ্যে তার সমগ্র এখতিয়ারে একটি ব্যাপক জল ও খাদ্য নিরাপত্তা নজরদারি অভিযান পরিচালনা করেছে। এই সামগ্রিক নজরদারি অভিযানের অংশ হিসেবে রেলওয়ে চত্বর এবং পরিষেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপলব্ধ পানীয় জল ও খাদ্যসামগ্রীর মান এবং নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্থানে পদ্ধতিগত পরীক্ষা এবং পরীক্ষাগারভিত্তিক পরীক্ষা চালানো হয়েছে। উক্ত সময়ে পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত ১৩২টি জলের নমুনার ব্যাকটিরিওলজিক্যাল বা ব্যাকটেরিয়াঘটিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ব্যাকটেরিয়াঘটিত পরীক্ষাটি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য নজরদারির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কারণ এটি পানীয় জলের মাইক্রোবায়োলজিক্যাল মান পর্যবেক্ষণ করতে এবং যাত্রী ও কর্মীদের সরবরাহ করা জল নির্ধারিত নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুযায়ী বজায় রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। ব্যাকটেরিয়াঘটিত পরীক্ষা ছাড়াও, জীবাণুমুক্তকরণের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থায় অবশিষ্ট ক্লোরিনের মাত্রা পর্যাপ্তভাবে বজায় রাখা নিশ্চিত করতে ১,৬৫৯টি রেসিডুয়াল ক্লোরিন বা অবশিষ্ট ক্লোরিন পরীক্ষা করা হয়েছে। পানীয় জলকে মাইক্রোবিয়াল দূষণ থেকে রক্ষা করতে এবং রেলওয়ে চত্বরে স্বাস্থ্যসম্মত জল সরবরাহ বজায় রাখতে অবশিষ্ট ক্লোরিনের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার জন্য ওই সময়ের মধ্যে জলের নমুনার ০৫টি রাসায়নিক বিশ্লেষণও করা হয়েছে। রাসায়নিক পরীক্ষা প্রাসঙ্গিক রাসায়নিক পরামিতিগুলির পর্যবেক্ষণ সহজতর করে এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে পানীয় জলের নির্ধারিত মান বজায় রাখতে সাহায্য করে মান নিয়ন্ত্রণের একটি অতিরিক্ত স্তর প্রদান করে। ব্যাকটেরিয়াঘটিত পরীক্ষা, অবশিষ্ট ক্লোরিন পর্যবেক্ষণ এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণের এই যৌথ পদ্ধতি পূর্ব রেলওয়েকে জলের গুণমান নজরদারির একটি ব্যাপক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম করে তোলে। সপ্তাহব্যাপী পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কর্মসূচিতে খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিও উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে খাদ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলি থেকে পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য ২৯ টি খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। খাদ্য নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল রেলওয়ে চত্বরে পরিবেশিত বা উপলব্ধ খাদ্যসামগ্রী যাতে গুণমান, স্বাস্থ্যবিধি এবং নিরাপত্তার নির্ধারিত মান মেনে চলে তা নিশ্চিত করা। এই ধরনের নজরদারি সঠিক খাদ্য হ্যান্ডলিং অনুশীলন বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানে খাদ্য নিরাপদ প্রস্তুতি, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের গুরুত্বকে জোরদার করে। জল এবং খাদ্য নিরাপত্তার ওপর পূর্ব রেলওয়ের দীর্ঘস্থায়ী ফোকাস তাদের যাত্রী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনস্বাস্থ্য দায়িত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নজরদারি কর্মসূচিটি কেবল একটি রুটিন পরিদর্শন অনুশীলন হিসেবে নয়, বরং সম্ভাব্য উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং প্রতিষ্ঠিত মানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ রেল প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় যাত্রী সুবিধাগুলির ওপর অবিচ্ছিন্ন নজরদারি রাখতে এবং যেখানেই প্রয়োজন সেখানে উপযুক্ত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে। ১৩.০৯.২০২৬ থেকে ১৯.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে পরিচালিত এই ব্যাপক পরীক্ষাটি নিরাপদ পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার দিকে পূর্ব রেলওয়ের পদ্ধতিগত এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। পূর্ব রেলওয়ে তার নজরদারি এবং মান-নিয়ন্ত্রণ মেকানিজমকে শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাতে যাত্রীরা এর সমগ্র এখতিয়ারে একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য পরিবেশে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারেন।

পুজোর আগে পদ্মের মন্দা, পান্ডুয়ার তাম্বাগ্রামে কোটি টাকার ব্যবসা নিয়ে আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ গণেশ পুজো থেকে দুর্গাপুজো-চাহিদা থাকলেও এবছর পদ্মের ফলন কম হওয়ায় চিন্তায় পাণ্ডুয়ার খন্যানের তাম্বাগ্রামের পদ্মচাষিরা। প্রায় আড়াই হাজার বিঘা জমিতে এই অঞ্চলে পদ্ম চাষ হয়। পাণ্ডুয়া ছাড়াও পোলবা ও বলাগা। থেকে পদ্ম এসে জমা হয় তাম্বাগ্রামের বাজারে। কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলের বাজার ছাড়াও হায়দরাবাদ, চেন্নাই, মুম্বই, দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে যায় এখানকার পদ্ম। প্রতিবছর দুর্গাপুজোর আগে এই এলাকায় কোটি টাকার বেশি পদ্মের ব্যবসা হয়। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবছর ফলন কম হওয়ায় সেই ব্যবসা কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয়ে ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে একেকটি পদ্ম মাত্র দেড় থেকে দু'টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। দুর্গাপুজোর সময় দাম বাড়ার আশায় রয়েছেন চাষিরা। ১২ বিঘা জমিতে পদ্ম চাষ করেন রাজেশ্বর বিশ্বাস। তাঁর দাবি, ফলন কম হওয়ায় চাষের খরচ ওঠা নিয়েই আশঙ্কা রয়েছে। এক চাষি ফুলের ন্যায্য দাম এবং সরকারি সহযোগিতার দাবি জানিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের দাবি, পদ্মের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ করা হলে উপকৃত হবেন চাষিরা। পান্ডুয়ার বিধায়ক তুষার মজুমদার জানান, পদ্ম চাষ বেড়েছে। সংরক্ষণের জন্য হিমঘর তৈরির বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

আধুনিক চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে ডোকরা অলঙ্কারে নতুন দিশা খুঁজে পেলেন শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ বাঁকুড়ার বিকনা গ্রামের ডোকরা শিল্পীরা এখন আধুনিক গয়না তৈরি করে নতুন আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছেন। একসময় লক্ষ্মীর ভাঁড় বা দেবদেবীর মূর্তি তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বর্তমানে ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী গলার হার, কানের দুল এবং হাতের চুড়ির মতো বিভিন্ন গয়না তৈরি করছেন। এই গয়নাগুলি ৫০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামে পাওয়া যায় এবং সারা বছর চাহিদা থাকে। ডোকরা শিল্পের ইতিহাস- বাঁকুড়ার বিকনা গ্রামে ডোকরা শিল্পের প্রচলন ১৫০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে চলে আসছে বলে মনে করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের কাজের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। আগে যেখানে মূলত লক্ষ্মীর ভাঁড়, চাল মাপার পাই, হাতি, ঘোড়া এবং দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করা হত, এখন তার পরিধি অনেক বেড়েছে। আধুনিক ডোকরার গয়না- মানুষের চাহিদা ও আগ্রহের কারণে শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মকে আধুনিক রূপ দিয়েছেন। বর্তমানে এখানে সুদৃশ্য কারুকাজ সমৃদ্ধ সোপ কেস, অ্যাসট্রে, ঘর সাজানোর জিনিস এবং বিশেষ করে গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি ও বিভিন্ন গয়নার সেট তৈরি হচ্ছে। এই চোখ ধাঁধানো গয়নাগুলি ৫০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামে পাওয়া যায়। বিকনা গ্রামের শিল্পী- বাঁকুড়া শহরের হেভিমোড় পেরিয়ে বিকনা গ্রামে ডোকরা শিল্পীদের একটি মডেল গ্রাম রয়েছে, যেখানে ৮৫টি পরিবার এবং ২৫০ জন শিল্পী বসবাস করেন। এখানে পাইকারি দরে গয়নার অর্ডার দেওয়া যায়। শিল্পীরা জানান, প্রতিটি পণ্যে মাত্র ২০ শতাংশ লাভ থাকে, তাই একসঙ্গে অনেক গয়না কিনলে তাদের আর্থিক সুবিধা হয়। গয়না তৈরিতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। মা দুর্গার ডিজাইনের গয়নার চাহিদা বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং এই গয়না সারা বছর বিক্রি হয়। শিল্পীরা তাদের গয়নাতেও মা দুর্গাকে ফুটিয়ে তোলেন।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং.ঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪, ফ্যাক্স নং. (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ইমেলঃ corp@duroply.com, ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in
সিআইএনঃ এল২০২১১ডব্লুবি১৯৫৭পিএলসি০২৩৪৯৩

ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (ডিম্যাট)-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং H0/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কেনা/বেচা হওয়া ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (ডিম্যাট)-এর জন্য ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের একটি বিশেষ সময়সীমা বা স্পেশাল উইন্ডো চালু করা হয়েছে। এই সুবিধাটি সেইসব হস্তান্তর দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর সময়সীমার আগে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নথিপত্র / প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি / কিংবা অন্য কোনো কারণে তা বাতিল বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল অথবা যার ওপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। সফল যাচাই-বাছাইয়ের পর, শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে হস্তান্তর করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন বা বিক্রয়-নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই সিকিউরিটিজগুলি হস্তান্তর / লিয়েন-মার্ক / বন্ধক রাখা যাবে না। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে যোগাযোগ করতে। ঠিকানাঃ ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০০১। টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৪৮-২২৪৮ ইমেল আইডিঃ **contact@mdplcorporate.com**।
এই বিজ্ঞপ্তিটি www.duroply.com এবং www.bseindia.com-এও দেখা যাবে।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- কোমল ধ্রুভ
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং.ঃ এ৪১৮৫০

কলকাতা
সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৬

বাস চুরির চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের কুমিরকোলায় বাস চুরির চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, রবিবার গভীর রাতে কুমিরকোলা-বর্ধমান রুটের বেসরকারি বাস 'ঈশ্বর' চুরি করার উদ্দেশ্যে সেটি স্টার্ট করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে একদল দুষ্কৃতী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুষ্কৃতীরা বাসটি প্রায় ৫০০ মিটার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে রাস্তার পাশের কাঁচা অংশে নামিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। সেখানেই বাসটির চাকা মাটিতে ফেঁসে যায়। অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। বাসের শব্দে স্থানীয়রা জেগে যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় দুষ্কৃতীরা দ্রুত বাসটি ফেলে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। সোমবার সকালে স্থানীয়রা রাস্তার ধারে বাসটিকে বেকে থাকা অবস্থায় দেখতে পান। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। বাস মালিকের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাস চুরির চেষ্টা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ইন্ডিয়ান রায়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাত-৩৬২ ২৬৬
কর্পোরেট অফিসঃ ১৩তম তল, আর টেক পার্ক, নির্লন কপ্লেক্স, হাব মলের কাছে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বই-৪০০ ০৬৩, মহারাষ্ট্র

দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি [(পরিশিষ্ট ৪) বিধি ৮(১) জামানতি স্বার্থ (প্রয়োগ) বিধিমালা, ২০০২]

১১.০৩.২০২৪ তারিখের একত্রীকরণ প্রকল্পের আওতায় এবং ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (আহমেদাবাদ)-এর ২৪.০৩.২০২৫ তারিখের আদেশে যথাযথভাবে নথিভুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদিত্য বি।লা ফাইন্যান্স লিমিটেড ও আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে, নিচে শিডিউল এ-তে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তির বিষয়ে আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত সমস্ত SARFAESI কার্যক্রম একত্রীকরণের ফলে গঠিত কোম্পানি-অর্থাৎ আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর অধীনে আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড (এবিসিএল)-এর অথরাইজড অফিসার' বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে, আমি নিচে উল্লিখিত তারিখে ধারা ১৩(২)-এর অধীনে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছি। এই নোটিশের মাধ্যমে আপনাদের-অর্থা ঋণগ্রহীতাদের (যাদের নাম ও ঠিকানা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে)-সেই নোটিশে উল্লিখিত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ, নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।
যেহেতু নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যেন কোনো প্রকার লেনদেন না করা হয় কারণ এ ধরনের যেকোনো লেনদেন আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড (এবিসিএল)-এর দাবির (নিচে উল্লিখিত অর্থ ও তার ওপর প্রযোজ্য সুদ বাবদ) আওতাভুক্ত বা দায়বদ্ধ থাকবে। বন্ধকী সম্পত্তিটি খালাস বা পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা ৮-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতা(দের) নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি তারিখ এবং বকেয়া অর্থ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত সম্পত্তি)	দখল তারিখ
১.	১. মেসার্স সাহা ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী সুমন সাহার মাধ্যমে ২. শ্রী সুমন সাহা পিতা- বিশ্বনাথ সাহা ৩. শ্রী বিশ্বনাথ সাহা পিতা- মাখন লাল সাহা ৪. শ্রীমতি অর্চনা সাহা স্বামী- বিশ্বনাথ সাহা LAN: ABKOLSTS000000761698 এবং ABKOLSTS000000866012.	দাবি বিজ্ঞপ্তি তারিখ ১০.০৭.২০২৬ ২৩,৭৭,২৬৫.০৭ টাকা (তেইশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার দু'শো পঁষট্টি টাকা ও সাত পয়সা মাত্র) এবং তৎসহ ০৭.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ।	পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১ ২৫৭-এর নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত কাষ্ঠডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মৌজা সুবুধিপুরের জে.এল. নং ৩৩-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. খতিয়ান নং ২ (যার সমতুল্য এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৮৯) ও আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১২১৩-এর অংশবিশেষ হিসেবে চিহ্নিত প্রায় ৩.৩৫ ডেসিমেল আয়তনের জমি এবং তার ওপর বর্তমানে বা ভবিষ্যতে নির্মিত বা সংযুক্ত যেকোনো কাঠামো বা তার কোনো অংশ-যা উক্ত জমির মালিকানাধীন বা তার সাথে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ-উত্তরেঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের কৃষি জমি দক্ষিণেঃ বিশ্বনাথ সাহার ফাঁকা জমি পূর্বেঃ অমূল্য বিশ্বাসের কৃষি জমি পশ্চিমেঃ ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা।	১৭.০৯.২০২৬ (প্রতীকী) অধিকার

স্থানঃ নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ২২.০৯.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

দাবা অলিম্পিয়াডে অপ্রতিরোধ্য ভারত!

দাঁড়াতেই পারল না নেদারল্যান্ডস, নায়ক সেই প্রজ্ঞানন্দ

সংবাদ সংস্থা, সামারকন্দ, ২১ সেপ্টেম্বরঃ টানা পাঁচ ম্যাচে জয়। যার সুবাদে দাবা অলিম্পিয়াডে অব্যাহত ভারতের পুরুষ দলের অশ্বমেধের ঘোড়া। রবিবার পঞ্চম রাউন্ডের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ ছিল শক্তিশালী নেদারল্যান্ডস। কিন্তু ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারদের নিখুঁত ছকের সামনে কার্যত উড়ে গেল ডাচ বাহিনী। খেলার ফল ভারতের পক্ষে ৩-১। পুরুষরা জিতলেও, এদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হোঁচট খেয়েছে মহিলা দল। পোল্যান্ডের কাছে হেরে থমকে গিয়েছে তাদের জয়ের রথ। প্রথম দিকের মন্থর শুরু কাটিয়ে গুকেশদের সামনে এখন সোনা ধরে রাখার লড়াই! শনিবার টুর্নামেন্টে নিজের প্রথম জয় ছিনিয়ে নেন অর্জুন এরিগাইসি। রবিবার প্রথম জয়ের স্বাদ পেলেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ডাচদের ট্রাম্পকার্ড অনীশ গিরি। ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টেরই যেন পুনরাবৃত্তি! টানা চার ম্যাচ জিতে উড়ছিলেন ডাচ তারকা। কালো ঘুঁটিতে খেলে প্রজ্ঞানন্দকে ড্রয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে নরওয়ে চেস এবং গ্র্যান্ড চেস ট্যুরে দারুণ সাফল্যের পর আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে প্রজ্ঞানন্দ। ড্রয়ের প্রস্তাব

সরাসরি খারিজ করেন তিনি। এরপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে ডাচ তারকাকে ভুল করতে বাধ্য করেন। পাশপাশি শেষ বোর্ডে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশকে খেলানোর কৌশলে লাভবান ভারত। এদিন এরউইন এল'অ্যামিকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে নিজের চতুর্থ জয় তুলে নিলেন তিনি। কালো ঘুঁটিতে শুরু থেকে ম্যাচের রাশ ছিল গুকেশের হাতে। আর সুযোগ পেয়েই বাজিমাত। পাঁচ রাউন্ড শেষে তাঁর ঝুলিতে এখন ৪.৫ পয়েন্ট। চরম প্রান্তের দুই বোর্ডে এই দুই তরুণ দাবাড়ুর দাপটে ভারতের জয় নিশ্চিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বোর্ডে যথাক্রমে অর্জুন এবং নিহাল সারিন নিজেদের ডিফেন্স জমাট রেখেছেন। জর্ডেন ভ্যান ফরেস্টের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করেন অর্জুন। গ্লোবাল চেস লিগের দল ত্রিবেণী কন্টিনেন্টাল কিংসের কোচ লোয়েক ভ্যান ওয়েলির সঙ্গে খেলা অমীমাংসিত রাখেন নিহাল। গুকেশের বদলে এক নম্বর বোর্ডে খেলা নিয়ে প্রজ্ঞানন্দ বলেন, ''ভারতের হয়ে এক নম্বর বোর্ডে খেলা অত্যন্ত সম্মানের। এটা একটা দারুণ সুযোগ। আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। এখনও পর্যন্ত খুব একটা ভাল খেলিনি, তবে আজকের দিনটা ইতিবাচক ছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জয়, তাই আমি খুশি। দেখা যাক সামনে কী হয়।'' টুর্নামেন্টে প্রথম সাফল্যের পরও নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট নন প্রজ্ঞা।

ফিরল ভিনেশ ফোগাটের স্মৃতি

ওজনের জন্য ফাইনাল হাতছাড়া সুচিকার

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ২১ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের প্রথম মিক্সড মার্শাল আর্টস ফাইটার হিসেবে এশিয়ান গেমসে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ পদক জিতে ইতিহাস গড়েছেন সুচিকা তারিয়াল। তবে এই ঐতিহাসিক উদযাপনের আনন্দ মুহূর্তেই ঢেকে গেল নিয়মের শুরু থেকেই ছিল টানটান উত্তেজনা। প্রথম রাউন্ডে তেও তাঁর নিখুঁত ও দ্রুতগতির বক্সিং পাঞ্চে কিছুটা এগিয়ে যান। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে নিজের চেনা জুডো ঘরানাকে সামনে এনে বাউটে প্রত্যাবর্তন ঘটান ৩৬ বছর বয়সি সুচিকা। নির্ধারিত রাউন্ড শেষে বাউট

জাঁতাকলে। মহিলাদের ট্র্যাডিশনাল ৬০ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষের চেয়ে কোনও অংশে পিছিয়ে না থেকেও কেবল মাত্র ৭০০ গ্রাম বেশি ওজনের মাশুল দিয়ে ফাইনালের মঞ্চ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি। আর এখানে ফিরে এল ভিনেশ ফোগাটের স্মৃতি। সিঙ্গাপুরের তারকা ফাইটার হুই হুন তেও-এর বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের গড়ায় এক মিনিটের অতিরিক্ত সময়ে (ওভারটাইম)। সেখানে দুই ক্লান্ত ফাইটার সমানে সমানে লড়াই করলেও কোনও চূড়ান্ত ফলাফল আসেনি। কিন্তু রেফারি যখন বিজয়ী হিসেবে সিঙ্গাপুরের তেও-এর হাত তুলে ধরেন, তখন ক্ষোভে-যন্ত্রণায় ফেটে পড়েন সুচিকা। সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি পোডিয়ামের মাঝে রেফারির পাশে দাঁড়াতে অস্বীকার করেন এবং রিংয়ের এক কোণে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এরপরই সক্রিয় হয়ে ওঠে ভারতীয় শিবির। ভারতের এমএমএ ফেডারেশন দেরি না করে ফলাফল চ্যালেঞ্জ করতে নির্ধারিত ১,০০০ মার্কিন ডলার ফি জমা দেন। সাধারণত তিনজন জাজ বাউট পরিচালনা করলেও, এই মেগা পর্যালোচনার দায়িত্বে বসেন ১০ জন বিচারকের একটি বিশেষ প্যানেল। ভিডিয়ো ফুটেজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে বিচারকরা একমত হন যে মূল লড়াইটি ড্র হয়েছিল এবং আগের রায় বাতিল করে ম্যাচটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অমীমাংসিত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এখানেই আসে এশিয়ান এমএমএ-র নিয়ম। নিয়মানুযায়ী, লড়াই ড্র হলে প্রথমে ওয়ার্নিং দেখা হয়। সেখানেও উভয় প্রতিযোগী সমান অবস্থানে থাকায় তাঁদের ওজন তুলনা করা হয়। দেখা যায়, সকালের অফিসিয়াল ওজনে সিঙ্গাপুরের হুই হুন তেও সুচিকার চেয়ে প্রায় ৭০০ গ্রাম কম ছিলেন। ফলে 'ব্রেক টাই বাই ওয়েট' নিয়মে তেও-কে ফাইনালে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয় এবং ভারতীয় তারকাকে ব্রোঞ্জেই থামতে হয়। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে পুরো ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে এমএমএ স্পোর্টস ফেডারেশনের সভাপতি নিখিল কুন্দের বলেন, ''ভারতীয় শিবিরের চ্যালেঞ্জের পর ম্যাচটিকে টাই ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর নিয়মানুযায়ী সকালের ওজনের ভিত্তিতে বিজয়ী নির্ধারিত হয়। সিঙ্গাপুরের প্রতিযোগী সুচিকার চেয়ে প্রায় ৭০০ গ্রাম হালকা থাকায় তিনি ফাইনালে চলে যান এবং সুচিকাকে ব্রোঞ্জ মেডেলেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।'' ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সে মহিলাদের ৫০ কেজি ফ্রি স্টাইল ইভেন্টে রুপো নিশ্চিত করেছিলেন ভিনেশ। ফাইনাল ম্যাচের আগের দিন সকালে ওজন পরীক্ষার সময় দেখা যায় নির্ধারিত ওজনের থেকে তাঁর ওজন ১০০ গ্রাম বেশি। যার পর অলিম্পিক কমিটির নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে বাদ পড়তে হয় এবং তাঁর পদকও নিয়ে নেওয়া হয়।

'জাতীয় দলে বয়স মাপকাঠি হতে পারে না'

আগরকরদের নির্বাচক কমিটিকে তুলোধনা ভারতের প্রাক্তনীর

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় দলের নির্বাচকরা সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটের জন্য পরপর দল ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কোনও দলেই জায়গা হয়নি ভুবনেশ্বর কুমার ও মহম্মদ সামির। দুই অভিজ্ঞ পেসারই নিজেদের দলের হয়ে নিয়মিত উইকেট নিচ্ছেন। তার পরও অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি তাঁদের জাতীয় দলের জন্য বিবেচনা করেনি। এই নির্বাচন নিয়েই এ বার সরব হলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ। ক্রিকবাজের আলোচনায় জাহির খানের সঙ্গে ছিলেন কাইফ। সেখানেই

তিনি অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, কোনও ক্রিকেটারের বয়স দিয়ে তাঁর যোগ্যতা বিচার করা উচিত নয়। সাম্প্রতিক ফর্ম ও ফিটনেসটাই নির্বাচনের প্রধান মাপকাঠি হওয়া দরকার। মহম্মদ সামির প্রসঙ্গ তুলে কাইফ বলেন, ''সামি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে প্রায় ২২ ওভার করে বোলিং করছে। ফিট না থাকলে এটা কি সম্ভব হতো? ও নিজেকে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট করেছে।'' ভুবনেশ্বর কুমারের কথাও আলাদা করে উল্লেখ করেন কাইফ। তাঁর দাবি, বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলে পরপর দু'বার আইপিএল জিতেছেন ভুবনেশ্বর। ২০২৬-এর আইপিএল-এও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন তিনি। দুই দিকেই বল সুইং করানোর ক্ষমতার জন্য পরিচিত ভুবনেশ্বর মাত্র এক উইকেটের জন্য পার্পল ক্যাপ হাতছাড়া করেন। সামি ও ভুবনেশ্বরকে দলে না নেওয়াকে শুধু নির্বাচকদের ভুল নয়, ভারতীয় দলেরও ক্ষতি বলে মনে করেন কাইফ। তিনি মনে করেন, ''বয়স দিয়ে কাউকে বিচার করা যায় না। দেখতে হবে তাঁর বর্তমান ফর্ম এবং ফিটনেস। সামি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২২ ওভার করে বোলিং করছে। একজন ক্রিকেটার আর কী করতে পারে? ভুবনেশ্বর বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেছে এবং দু'বার আইপিএল জিতেছে।'' তিনি আরও বলেন, ''এমন ক্রিকেটারদের সুযোগ না দিলে, দলে না নিলে ভারতীয় দলেরই ক্ষতি। ভুবনেশ্বর কুমার এবং মহম্মদ সামির যে মানের ক্রিকেট খেলার ক্ষমতা রয়েছে, সেটা কাজে না লাগানোটা দলের জন্য নিঃসন্দেহে বড় ক্ষতি।''

এশিয়াডে সোনা জিতল চিনের ১৩ বছরের কিশোরী!

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ২১ সেপ্টেম্বরঃ বয়স মোটে ১৩। আগামী মাসে ১৪ হবে। এই বয়সেই এশিয়াডের পুলে রীতিমতো ঝড় তুলল চিনের এক স্কুলপড়ুয়া। ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে নতুন রেকর্ড গড়ে অনায়াসে সোনা জিতল

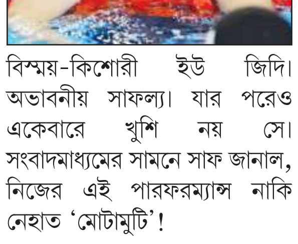

বিস্ময়-কিশোরী ইউ জিদি। অভাবনীয় সাফল্য। যার পরেও একেবারে খুশি নয় সে। সংবাদমাধ্যমের সামনে সাফ জানাল, নিজের এই পারফরম্যান্স নাকি নেহাত 'মোটামুটি'!

আজ ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি জাপান

সংবাদ সংস্থা, সানো সিটি, ২১ সেপ্টেম্বরঃ ক্রিকেটের মানচিত্রে একেবারেই অচেনা নাম জাপান। মূলত বেসবল-পাগল দেশ। তারাই এবার ক্রিকেটের ময়দানে। এশিয়ান গেমসের ঠিক আগে এক ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি। আগামিকাল, মঙ্গলবার, সানো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে খেলা। ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ন'টায় শুরু হবে ম্যাচ। এই প্রথমবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মুখোমুখি দুই দেশ। সুজুকি কাপের ব্যানারে আয়োজিত হচ্ছে একমাত্র টি-টোয়েন্টি লড়াই। উপলক্ষ, ভারত ও জাপানের ৭৫ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কের উদযাপন। 'স্পোর্ট ৭৫' উদ্যোগের অধীনে প্রথম ক্রীড়া ইভেন্ট। টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত এক নম্বরে। অন্যদিকে জাপান রয়েছে ৪১তম স্থানে। কাগজে-কলমে কোনও সমতা নেই। টোকিও শহর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে সানো স্টেডিয়ামের দর্শকাসন মাত্র দু'হাজার। সেখানে রয়েছে টাইফুনের চোখরাঙানি। যদিও সে সব ভুলে এই ম্যাচ ঘিরে জাপানে উন্মাদনার খামতি নেই।

মেসিদের জিততে দিলেন না 'ডেনমার্কের মেসি'

লিওনেল মেসি ও আনার্স ড্রায়ার নাম দুটি পাশাপাশি বসার কোনো কারণ এমনিতে নেই। তবে স্যান দিয়েগো এফসির সমর্থকদের কাছে ড্রায়ার অনেকটা মেসির মতোই। ভক্তদের কাছে ড্যানিশ উইঙ্গারের আদুরে নাম 'ডেনমার্কের মেসি।' গত মরসুমে মেজর সকার লিগের 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' লড়াইয়ে মেসিকে শক্ত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় হয়েছিলেন এই ড্রায়ার। এবার মুখোমুখি লড়াইয়ে তিনিই ভোগালেন মেসির দলকে।

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ মেজর লিগ সকারে ইন্টার মায়ামি ও স্যান দিয়েগো এফসির ম্যাচটি ড্র হয় ২-২ গোলে। মায়ামির মাঠে স্যান দিয়েগোকে এগিয়ে দেন ড্রায়ার। মেসি দলকে সমতায় ফেরান ফ্রি কিকে। পরে লুইস সুয়ারেজ এগিয়ে নেন মায়ামিকে। কিন্তু ড্রায়ারের আরেকটি গোল পয়েন্ট এনে দেয় স্যান দিয়েগোকে। ড্রায়ারের দুটি গোলেই বড় অবদান স্বদেশি মিডফিল্ডার ইয়েপে টিভেরস্কফের দারুণ দুটি পাসের। তবে ড্রায়ারের দুই গোলের পরও বড় ব্যবধানে হারতে পারত স্যান দিয়েগো, যদি না গোলবারে অতিমানবীয় হয়ে উঠতেন সিজে দস সান্তোস। ম্যাচজুড়ে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে বারবার মায়ামিকে হতাশ করেন স্যান দিয়েগোর গোলকিপার। সাতটি পরিস্কার সেভ করা ছাড়াও দলকে বিপদ থেকে বাঁচান অনেকবার। নিস্তরঙ্গ শুরুর পর দ্বাদশ মিনিটে স্যান দিয়েগোকে এগিয়ে দেন ড্রায়ার। নিজেদের অর্ধ থেকেই মায়ামির কয়েকজনের মাঝ দিয়ে অসাধারণ এক পাস দেন টিভেরস্কফ। মাঝমাঠের একটু ওপরে সেই বল ধরে গুলির বেগে ছুটে বক্সে ঢুকে আগুয়ান গোলকিপারের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিপ করে বল জালে পাঠান ড্রায়ার। গোলের পর আবার নিষ্প্রাণ মিনিট দশেক। এরপর সুযোগ পান মেসি। নিজেদের অর্ধ থেকে উড়ে আসা দারুণ লবে আলতো হেডে বল নামিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন মেসি। প্রতিপক্ষের একজনকে নাটমেগও করেন, কিন্তু স্যান দিয়েগো গোলকিপার ছুটে এসে বিপদমুক্ত করেন দলকে। পরের মিনিটের মেসির গোল। ফ্রি কিকে তিনি বল ভেতরে রাখতে চেষ্টা করছিলেন বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাসিয়ে দেওয়া বাঁকানো শট সবার মাথার ওপর দিয়ে গোলকিপারকেও বিভ্রান্ত করে ঢুকে যায় জালে। এর কয়েক মিনিট পর জটলার মধ্যে মেসির চমৎকার পাসে গোলকিপারকে একা পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি সুয়ারেজ। এবারও দলকে রক্ষা করেন গোলকিপার। পরের মিনিটেই বক্সের বাইরে থেকে সুয়ারেজের শট চলে যায় ওপর দিয়ে। ৩৯তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে মাতিয়াস গালারসার আচমকা জোরাল শট একটুর জন্য বাইরে দিয়ে চলে যায়। পরমুহূর্তেই বড় এক ভুল করে দলকে বিপদে ফেলেছিলেন শট ফুল লেংথ ডাইভ দিয়ে দারুণভাবে ঠেকান দস সান্টোস। ৭৪তম মিনিটে দলকে আর বাঁচাতে পারেননি স্যান দিয়েগো গোলকিপার। রদ্রিগো দি পলের পাস থেকে কোনাকুনি শটে দস সান্টোসকে পরাস্ত করেন সুয়ারেজ। মায়ামির যে দাপট ছিল খেলায়, তাতে স্যান দিয়েগোর সমতা ফেরানোর আভাস ছিল না। কিন্তু ম্যাচে ফেরে তারা এক মুহূর্তের দারুণ ঝলকে। ৮৩তম

স্যান দিয়েগো গোলকিপার। তিনিই আবার দ্রুত সামলে নিয়ে রক্ষা করেন দলকে। এবারও গোলকিপারকে একা পেয়ে ব্যর্থ হন সুয়ারেজ। প্রথমার্ধের যোগ করার সময়ের শেষ মুহূর্তে বিপজ্জনকভাবে বক্সে ঢুকে মেসির তীব্র গতির শটও দারুণভাবে ধরে ফেলেন দস সন্টোস। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে মেসির পাস থেকে হার্মান বের্তেরামের শট গোল লাইন থেকে ফেরান স্যান দিয়েগোর ডিফেন্ডার ইয়ান মার্ফি। পরের মিনিটেই আবার মেসির পাস থেকে ইয়ানিক ব্রাইটের শট দারুণ রিফ্লেক্সে ঠেকিয়ে দেন দস সন্টোস। ৫২তম মিনিটে মায়ামির জালে বল পাঠান স্যান দিয়েগোর মার্কাস ইনভার্টসেন। কিন্তু গোল হয়নি অফসাইডের কারণে। ৬৩তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়ার মেসির শট একটু বাইরে দিয়ে চলে যায়। ৬৯তম মিনিটে সুয়ারেজের গড়ানো মিনিটে মায়ামির রক্ষণভাগের ওপর দিয়ে আবার চমৎকারভাবে বল বাড়ান টিভেরস্কফ। চোখের পলকে ছুটে গিয়ে বল ধরেই গোলকিপারের পাশ দিয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে কাজ সারেন ড্রায়ার। পরের সময়টায় মায়ামি অনেক চেষ্টা করেও আর গোল বের করতে পারেনি। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে মেসির শট আবার ডাইভ দিয়ে ঠেকান দস সান্টোস। দুই মিনিট পর জটলা থেকে শট নেন মেসি। আবারও দুর্দান্ত রিফ্লেক্সে ঠেকিয়ে দেন গোলকিপার। শেষ সময়ে পাল্টা আক্রমণে গোল করে ম্যাচ জিতে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হারায় স্যান দিয়েগো। অনেক সুযোগ হারানোর ম্যাচের শেষটা তাই কিছুটা স্বস্তিতে হয় মায়ামির। এই ড্রয়ের পর ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২৬ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট মায়ামির। পয়েন্ট তালিকায় তারা আছে তিনে। ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ন্যাশভিল।

গলল বরফ, এশিয়ান গেমসে হাত মেলাল ভারত-পাকিস্তান দল

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ২১ সেপ্টেম্বরঃ ভারত পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়া মানে খেলার থেকেও বেশি চর্চায় থাকে হাত মেলানো। ক্রিকেট হোক বা ফুটবল, প্লেয়াররা একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলাবেন কি না সেটা আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মহিলাদের টেবিল টেনিসে সেটা কোনও সমস্যা নয়। এশিয়ান গেমসের টেবিল টেনিসে হাত মেলালেন ভারত ও পাকিস্তানের প্লেয়ার। ম্যাচে ভারত পাকিস্তানকে ৩-০ তে উড়িয়ে দিলেও এই ছবিটা স্পোর্টসম্যানশিপের বার্তা দিল। সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, সিন্ড্রেলা দাস ও সৃজা আকুলি ছিলেন ভারতীয় দলে। তাঁরা সিঙ্গাপুরকে ৩-২ তে পরাস্ত করে শুরু করে এশিয়ান গেমসের অভিযান। এর পর গ্রুপ এফ-এর দ্বিতীয় ম্যাচে সামনে ছিল পাকিস্তান। সুতীর্থা ক্যাম্পেইন শুরু করেন আলিনা খানকে ১১-৩, ১১-৩ ও ১১-৪ এ পরাস্ত করে। তাঁকে কোনও লড়াইয়ের মুখে পড়তে হয়নি। সিন্ড্রেলা দাস কালসুম খানকে ১১-৬, ১১-৭ ও ১১-৫ এ পরাস্ত করেন। আর পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দেন সৃজা। তিনি ফাতিমা খানকে ১১-৪, ১১-৪ ও ১১-৫ এ পরাস্ত করেন। পাকিস্তানের তিনজন প্লেয়াররা নয়টা ম্যাচে মাত্র ৪১ পয়েন্ট তুলতে পারেন এবং ভারত পুরো দাপট দেখিয়ে ৩-০ তে জিতে যায়। পাকিস্তানের থেকে গ্রুপের প্রথম ম্যাচটা সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে বেশি কঠিন ছিল। সেখানে ভারত জেতে ৩-২ তে। প্রথমে ভারত ১-২ এ পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু সৃজী ও যশস্বিনী শেষ দুটো ম্যাচ জিতে যান। গত দুই ম্যাচে মোট আটটা ম্যাচ খেলে ভারতের মহিলা টেনিস দল ছয়টায় জিতল।

'পরিষ্কার দুটি লাল কার্ড' না দেওয়ায় রেফারির ওপর ক্ষুব্ধ মরিনিয়ো

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২১ সেপ্টেম্বরঃ আতলেতিকোর ঘরের মাঠ মেত্রোপলিতানোয় রবিবার লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে হারে স্পেনের সফলতম দল রিয়াল। প্রথমার্ধে জুড বেলিংহ্যামের পা মাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আতলেতিকোর ডিফেন্ডার ক্রিস্তিয়ান রোমেরোকে লাল কার্ড না দেখানোয় ক্ষুব্ধ ছিল রিয়াল শিবির। পরে ফেদেরিকো ভালভের্দেকে লি কাং-ইনের করা একটি ট্যাকল নিয়েও তারা অভিযোগ করে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ১০ জনের দলে পরিণত হয় সফরকারীরা। ওই দুটি ঘটনার ছবি সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরে রেফারির কড়া সমালোচনা করেন ৬৩ বছর বয়সি মরিনিয়ো। ''ওই দুটি ছিল পরিষ্কার লাল কার্ড। একজনকে বহিষ্কারের পর থেকে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, ১১ জনের বিপক্ষে ১০ জন। আচ্ছা, ন্যায়বিচার হলে ১১ জনের বিপক্ষে ৯ জনের ৫০ মিনিটের খেলাটা কেমন হতো, তা আমরা কল্পনা করতে পারি।'' বক্সের ভেতর জুলিয়ানো সিমেওনেকে ফাউল করায় রিয়ালের ডিফেন্ডার ডিন হাউসেনকে লাল কার্ড দেখানো হয়। সেই পেনাল্টি থেকে আতলেতিকোকে এগিয়ে নেন আলেহান্দ্রো গ্রিমাল্দো। ছয় মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জনাতেন ডেভিড। শেষ দিকে ব্যবধান কমান আন্টোনিও রুডিগার। রেফারির অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রেফারিং কমিটিকেও একহাত নিলেন মরিনিয়ো। ''কোনো আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নেই, এমন একজন ৪১ বছর বয়সী রেফারিকে তারা নিয়োগ

দিয়েছে, এটা অবশ্যই এই কারণে নয় যে, তিনি একজন গ্রেট রেফারি। তারপর বেচারা এখানে এসেছে এবং চাপ সামলাতে পারেনি। আর এটা সত্যিই প্রচণ্ড চাপের ম্যাচ। এই স্টেডিয়ামে আমি এটাকে বলি 'আশির দশকের চাপ', যা আজকাল প্রায় দেখাই যায় না।'' বার্সেলোনার চেয়ে ৬ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তীক্ষ্ণ জবাব দেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ। ''তারা (রেফারি) যদি আমাদের শান্তিতে থাকতে দেয় এবং বাকি সবার সঙ্গে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দেয়, তারপরও আমাদের এখনও অনেক পথ যেতে হবে। আমি এতটা বলতে চাই না যে, এটা সাজানো ছিল... আমি বিশ্বাস করতে চাই, তারা কেবল একটি ভুল করেছে।'' রেফারি ও রেফারিং কমিটি নিয়ে মরিনিয়োর মন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আতলেতিকোর কোচ দিয়েগো সিমেওনে সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানান। ''আমরা সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ফ্লিক, মরিনিয়ো, পেল্লেগ্রিনি ও সিমেওনের মতো কোচরা বিশেষ অবস্থানে আছেন এবং ব্যাপক প্রচারের আলোয় থাকেন তাই কথা বলার ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হতে হবে। রেফারি ও সহকর্মীদের প্রতি আমাদের সম্মান বজায় রাখতে হবে। আপনি মরিনিয়ো, সিমেওনে, ফ্লিক বা পেল্লেগ্রিনি- যেই হোন না কেন- সেই সীমারেখা অতিক্রম করাটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ওই সীমা অতিক্রম করা যায় না।'' দলের পারফরম্যান্সের ওপর মনোযোগ দিতেই বেশি আগ্রহী এই আর্জেন্টাইন কোচ। ''আজ আমরা দুর্দান্ত একটি ম্যাচ দেখেছি আমরা এমন একটি দলের বিপক্ষে খুব ভালোভাবে রক্ষণ সামলেছি, যারা খুব ভালো খেলে। যখন ১১ জনের বিপক্ষে ১১ জন ছিল, তখন আমরা ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করেছি। যখন ১১ জনের বিপক্ষে ১০ জন হলো, তখনও আমরা নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছি।'' সাত ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদকে পেছনে ফেলে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে আতলেতিকো। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে রিয়াল বেতিস। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চারে রিয়াল মাদ্রিদ। আর ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com